ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয় কারো 'পরে

লা ইলাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭৩ বর্ষ | ১৭তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১ চৈত্র, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ | ৯ রবিঃ সানি, ১৪৩২ হিজরি | ১৫ আমান, ১৩৯০ হি. শা. | ১৫ মার্চ, ২০১১ ঈসাব্দ

কাদিয়ান দারুল আমান
আজ থেকে প্রায় শত বছর পূর্বের ছবি

তেজগাঁও জামাতে অনুষ্ঠিত মুসলেহ্ মাওউদ দিবসে বক্তব্য রাখছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

নাখালপাড়ায় অনুষ্ঠিত মুসলেহ্ মাওউদ দিবসে বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোহম্মদ কামরুল আহসান

সম্পাদকীয়

ঐশী প্রতিশ্রুতি পূর্ণতালাভের অবিস্মরণীয় এক দিন-২৩ মার্চ

mPxc Î

মার্চ মাস আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ১৮৮৯ সনের মার্চ মাসের ২৩ তারিখে ঐশী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক **'বাবে লুদ'** তথা লুধিয়ানা শহরে উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে আবির্ভূত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর হাতে ৪০ জন বয়আত গ্রহণ করেন। এই ৪০ জনকে নিয়েই শুরু হয়েছিল আহমদীয়াতের অগ্র-যাত্রা।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খোদার কাছ থেকে বহু ঐশী নিদর্শন লাভ করে জগদ্বাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন, আমিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্। তিনি (আ.) অপবাদ আরোপকারী বিদ্বেষ পরায়ণদের উদ্দেশ্য করে আরও বলেন, "আমি জানি খোদা তাআলা আমার সঙ্গে আছেন। আমি যদি পিষ্টও হয়ে যাই, পদদলিত হই এবং ক্ষুদ্রকায় এক অণুর চেয়েও নিজেকে নিষ্পেষিত হতে দেখি তবুও আমিই জয়ী হবো। যিনি আমার সঙ্গে আছেন তিনি ছাড়া আমাকে কেউ জানে না। আমি আদৌ বিনষ্ট হবো না। শত্রুর সকল প্রচেষ্টা নিরর্থক এবং বিদ্বেষপোষণকারীদের সকল অভিসন্ধি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। হে অজ্ঞ এবং অন্ধরা! আমার পূর্বে কি কোন সত্যবাদী ধ্বংস হয়েছে যে, আমি ধ্বংস হবো? কোন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাআলা কি কখনো অপমানের সাথে বিনাশ করেছেন যে, আমাকে তিনি বিনাশ করবেন? নিশ্চয়ই স্মরণ রাখবে এবং কান পেতে শোনে রাখো, আমার আত্মা বিনাশ হবার নয় এবং আমার প্রকৃতিতে অকৃতকার্যতার রেশমাত্র নেই" (আনোয়ারুল ইসলাম, পুস্তক)।

১৮৮২ সনের শুরু থেকেই আহমদীয়া সিলসিলাহ্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর উপর তাঁর প্রত্যাদিষ্ট হওয়া সম্বন্ধে ওহী নাযিল হয়ে চলছিল, কিন্তু কিছুকাল পর্যন্ত তাঁর মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হয়নি, কারণ তিনি জানতেন না ওহীর এ ধারাবাহিকতার পেছনে আল্লাহ্ তাআলা কী উদ্দেশ্য নিহিত রেখেছেন এবং রূহানীয়তের কোন্ উচ্চতম আসনে তাঁকে সমাসীন করতে তিনি ইচ্ছা করেছেন। কেনই বা তাঁর মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হবে যেহেতু তিনি কোন পদমর্যাদার আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না বরং নীরবে-নিভৃতে লেখনি ও বাক্য দ্বারা ইসলামের খেদমত করতেই তিনি গৌরব ও আনন্দ অনুভব করতেন। প্রায় ৮ বছর এ অবস্থা চলতে থাকে। অনেক বিশিষ্ট পূণ্যবান ব্যক্তি এ সময়ে হুযূর (আ.)-এর নিকট বয়আত গ্রহণের আবেদন জানান। প্রত্যেককেই তিনি একই জবাব দিতেন, 'আমি প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ নই'। অবশেষে ১৮৮৮ সনের শেষের দিকে আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে বয়আত নেয়ার জন্য নিম্নোক্ত আদেশ করেন, 'যখন তুমি সংকল্প কর আল্লাহ্ তাআলার উপর ভরসা কর এবং আমার সম্মুখে আমার ওহী অনুযায়ী নৌকা (জামা'তের নেযামের) তৈরী কর। যে ব্যক্তি তোমার হাতে বয়আত করবে। আল্লাহ্র হাত তার হাতের উপর থাকবে'। (প্রথম ইশতেহার, ডিসেম্বর, ১৮৮৮)

আল্লাহ্ তাআলার এ সুস্পষ্ট আদেশ প্রাপ্তির পর সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) **'তক্‌মীলে তবলীগ আওর গুযারেশে জরুরী'** শিরোনামে একটি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বয়আত নেয়ার ঘোষণা করেন। এতে হুযূর (আ.) কেবল মাত্র পুণ্যবান ও ঈমানে সুদৃঢ় শিষ্যগণকে বয়আত গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। তিনি (আ.) লিখেছেন 'আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যারা সত্যকে পেতে চায়, তারা সত্যিকার ঈমান, অন্তরের বিশুদ্ধতা এবং আল্লাহ্র ভালবাসা অর্জনের প্রশিক্ষণ পেতে আমার নিকট বয়আত করবে। আমি তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল থেকে তাদের বোঝা হালকা করিয়ে দিতে যত্নবান থাকবো। খোদা তাআলা আমার দোয়া ও মনোনিবেশে তাদেরকে আশিসমন্ডিত করবেন। তবে শর্ত এই যে, আসমানি শর্তাবলী পালনে তারা মনে-প্রাণে প্রস্তুত থাকবে'। সেই সাথে এতে আগ্রহী ব্যক্তিদেরকে তিনি (আ.) সফরের কষ্ট ও ক্লান্তি অর্থাৎ জাগতিক এক বাধা পাড়ি দিয়ে লুধিয়ানা শহরে আসার আমন্ত্রণ জানান। এ বিজ্ঞাপন প্রকাশের পর হুযূর (আ.) লুধিয়ানা শহরে গমন করেন এবং ১৮৮৯ সনের ২৩ মার্চ মরহুম মুন্সী আহমদ জান সাহেবের বাসভবনে সত্যান্বেষী পুণ্যবান শিষ্যগণের প্রথম বয়আত গ্রহণ করেন। খোদা তাআলার বিশেষ ইচ্ছায় তাঁর মা'মুরের দ্বারা পবিত্র এ রূহানী জামা'তের ভিত্তি এভাবেই গড়ে ওঠে। আর সারা বিশ্বের প্রায় ২০০টি দেশে কোটি কোটি মানুষ আজ তাঁকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) ও ইমাম মাহদী হিসেবে গ্রহণ করেছে।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের দেশের সত্যান্বেষীদেরও সত্য মসীহ্-মাহদীকে চেনার এবং তাঁকে গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

১৫ মার্চ ২০১১

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
জুমুআর খুতবা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	৫
হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন ও চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ মূল: ড. সালেহ মুহাম্মদ আলাদিন ভাষান্তর: সিকদার তাহের আহমদ	১৩
হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে পাদ্রী ডঃ হেনরী মার্টিন ক্লার্ক কর্তৃক মিথ্যা মামলা ও এর ফলাফল অনুবাদ ঃ মওলানা জাফর আহমদ	১৮
এই যুগই ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের সময় -মোজাফ্ফর আহমদ রাজু	২২
খুতবায়ে ইলহামীয়া হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত	২৫
প্রতিশ্রুত মসীহর বিরোধীতা তাঁর সত্যতার-ই প্রমাণ মাহমুদ আহমদ সুমন	২৯
হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-কে মান্য করার গুরুত্ব মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন	৩২
প্রসঙ্গ-২৩ মার্চ মোহাম্মদ আমীর হোসেন	৩৪
'সত্যের সন্ধানে ডাইজেস্ট'	৩৬
সংবাদ	৩৮
পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে	৪০

কুরআন শরীফ

সূরা ইউসুফ-১২

فَاسْتَجَابَ لَهٗ رَبُّهٗ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ؕ
اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۳۵﴾

৩৫। সুতরাং তার প্রভু-প্রতিপালক তার দোয়া শুনলেন এবং তাকে তাদের চক্রান্ত থেকে মুক্ত করে দিলেন। নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।

ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا رَاَوُا
الْاٰيٰتِ لَيَسْجُنُنَّهٗ حَتّٰى حِيْنٍ ﴿۳۶﴾

৩৬। এরপর তার সব লক্ষণ (অর্থাৎ ইউসুফের নির্দোষ হবার লক্ষণ) প্রত্যক্ষ করার পর (দূর্নাম থেকে বাঁচার) জন্য তাকে কিছুকালের জন্য কারারুদ্ধ করাটাই তাদের (অর্থাৎ শাসকদের) কাছে সমীচীন বলে মনে হলো[১৩৮১]।

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ
فَتَيٰنِ ؕ قَالَ اَحَدُهُمَآ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَعْصِرُ خَمْرًا ۚ وَ
قَالَ الْاٰخَرُ اِنِّيْٓ اَرٰىنِيْٓ اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِيْ خُبْزًا تَاْكُلُ
الطَّيْرُ مِنْهُ ؕ نَبِّئْنَا بِتَاْوِيْلِهٖ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۳۷﴾

৩৭। আর তার সাথে দু'জন যুবককেও কারাবন্দী করা হলো। তাদের একজন বললো, নিশ্চয় আমি (স্বপ্নে) মদ বানানোর জন্য (আঙ্গুর) নিংড়ে রস বের করছি বলে দেখেছি।' আর অপরজন বললো, 'আমি (স্বপ্নে) আমার মাথায় রুটি বহন করছি এবং তা থেকে পাখিরা খাচ্ছে[১৩৮২] বলে দেখেছি।' তুমি এর ব্যাখ্যা আমাদের জানিয়ে দাও। আমরা দেখতে পাচ্ছি তুমি অবশ্যই একজন সৎকর্মপরায়ণ লোক।

قَالَ لَا يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقٰنِهٖٓ اِلَّا نَبَّاْتُكُمَا بِتَاْوِيْلِهٖ
قَبْلَ اَنْ يَّاْتِيَكُمَا ؕ ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِيْ رَبِّيْ ؕ اِنِّيْ
تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ
كٰفِرُوْنَ ﴿۳۸﴾

৩৮। সে বললো, তোমাদের কাছে তোমাদের দু'জনের জন্য বরাদ্দকৃত খাবার আসার আগেই আমি এর ব্যাখ্যা তোমাদের জানিয়ে দিব। (স্বপ্নের ব্যাখ্যার) এ (জ্ঞান আমি সেই) জ্ঞান (থেকে লাভ করেছি) যা আমার প্রভু-প্রতিপালক আমাকে শিখিয়েছেন। নিশ্চয় আমি সেই সম্প্রদায়ের ধর্মীয় মতবাদ পরিত্যাগ করেছি, যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রাখে না এবং যারা পরকালেও অবিশ্বাসী।

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَآءِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ
وَيَعْقُوْبَ ؕ مَا كَانَ لَنَآ اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ
ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿۳۹﴾

৩৯। আর আমি আমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকুবের ধর্মের অনুসরণ করেছি। আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ (তৌহিদের শিক্ষা) আমাদের ও (বিশ্বাসী) মানুষদের ওপর আল্লাহ্‌র এক বিশেষ অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না।

১৩৮১। সেনা অধিনায়ক পটিফার এর স্ত্রী দূর্নাম রটে যাওয়ায় তার লোকেরা হয়তো ভেবেছিল ঃ এই কলঙ্কময় ঘটনাকে বন্ধ করতে হলে ইউসুফকে কয়েদীর বেশে জেলে পাঠানো উচিত এবং তাকে অপরাধী মনে করার পক্ষে জনমত সৃষ্টি হবে এবং এই স্ত্রীলোকটির অপবাদ ইউসুফের উপর বর্তাবে।

১৩৮২। মাদকদ্রব্য এবং রুটি প্রস্তুতকারীর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জানার জন্য আদি পুস্তক-৪০-দ্রষ্টব্য।

হাদীস শরীফ

প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এক ব্যক্তির আগমন

কুরআন ঃ

নিশ্চয় আমরা তোমার নিকট প্রেরণ করেছি এক রাসূল তোমাদের ওপর সাক্ষীস্বরূপ যেরূপে আমরা ফেরাউনের প্রতি এক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম (সূরাতুল মুয্যাম্মিল ঃ ১৬)

হাদীস ঃ

নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন, তাদের জন্য তাদের ধর্মকে পুনর্জীবিত করবে, (অর্থাৎ উম্মতের মাঝে যে বি'দাত সৃষ্টি হবে তা সংশোধন করবে) (আবু দাউদ ২য় খন্ড বাবু মালাহেম)।

ব্যাখ্যা ঃ

কুরআন ও হাদীসের আলোকে এই উম্মত বড়ই সৌভাগ্যবান যে, আল্লাহ্ তাআলা এই উম্মতকে কখনও পরিত্যাগ করবেন না। আল্লাহ্ তাআলার সদয় দৃষ্টি এই উম্মতের প্রতি সর্বদা থাকবে। তিনি এই উম্মতকে বিভ্রান্তির মধ্যে রাখবেন না। যখনই তিনি প্রয়োজন অনুভব করবেন তখনই এই উম্মতের সংশোধনের জন্য তিনি তাঁর মনোনীত ব্যক্তিকে এই পৃথিবীতে পাঠাবেন।

কুরআন ও হাদীসের এত স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আজ এ উম্মতের অনেকেরই ধারণা যে, এই উম্মতের দুর্দশা লাঘবের জন্য যে কোন ব্যক্তির আগমনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। আসলে এমন বিশ্বাস কুরআন ও হাদীস বিরোধী। অপরদিকে অনেকেই বড় গলায় দাবী করেন, নতুন কোন ব্যক্তি আসতে পারবে না তবে পুরাতন নবী হযরত ঈসা (আ.) আসবেন। এটা কুরআন ও হাদীস বিরোধী বিশ্বাস। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) স্পষ্ট বলেছেন, এই উম্মতের মধ্য হতে এদের সংস্কারক আবির্ভূত হবেন।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ! তোমরা আশ্চর্যান্বিত হয়ো না যে, খোদা তাআলা এমন প্রয়োজনের সময়ে এবং এই গভীর অন্ধকারের যুগে এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ প্রেরণ করেছেন। সর্ব সাধারণের কল্যাণার্থে বিশেষতঃ ইসলামের বাণীকে গৌরবান্বিত করার জন্য এবং হযরত খায়রুল আনামের [সৃষ্টির সেরা অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর] নূর প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং মুসলমানদের সাহায্যকল্পে ও তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা বিশুদ্ধ করার মানসে তিনি তাঁর এক বান্দাকে জগতে প্রেরণ করেছেন। বরং আশ্চর্যের বিষয় এটাই হতো যে, সেই খোদা যিনি ইসলাম ধর্মের সাহায্যকারী, যিনি সর্বদা কুরআনের শিক্ষাকে সংরক্ষণ করবেন এবং এটাকে নিস্তেজ, নিষ্প্রভ ও জ্যোতির্বিহীন হতে দিবেন না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনি এই অন্ধকার দর্শন করে এবং ভিতর ও বাইরের আপদসমূহ দেখেও চুপ করে থাকতেন এবং নিজ প্রতিশ্রুতি স্মরণ না করতেন যা তিনি তাঁর বাণীতে জোরদার ভাষায় বর্ণনা করেছেন। আমি পুনরায় বলছি যে, যদি এই পবিত্র রাসূলের সেই পরিষ্কার ও অতি স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী অপূর্ণ থাকতো যাতে তিনি বলেছেন, "প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে খোদা এমন এক বান্দাকে সৃষ্টি করবেন যিনি তাঁর ধর্মকে নব জীবন দান করবেন"–তবেই ইহা বিস্ময়ের বিষয় হতো। অতএব এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় বরং হাজার কৃতজ্ঞতা বা খোদা তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কারণ এবং ঈমান ও একীন বৃদ্ধি করার সুযোগ, খোদা তাআলা বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া করে আপন প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং স্বীয় রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করতে এক মিনিট বিলম্ব ঘটতে দেন নি।

কেবল যে তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করে দেখিয়েছেন তা নয় বরং তিনি শত শত ভবিষ্যদ্বাণী ও অলৌকিক ব্যাপারের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাকো তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং কৃতজ্ঞতার সেজদা কর যে, যে যুগের প্রতীক্ষা করতে করতে তোমাদের মাননীয় পিতৃপুরুষগণ গত হয়েছেন এবং অগণিত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, যে যুগের জন্য আগ্রহ পোষণ করতে করতে চলে গিয়েছেন, সেই যুগ তোমরা লাভ করেছো। এবং এর যথোচিত সমাদর না করা এবং তা থেকে উপকার গ্রহণ করা বা না করা তোমাদের ওপর নির্ভর করছে। আমি বার বার এই কথা বলতে চাই এবং এই ঘোষণা হতে আমি কখনও বিরত হতে পারি না যে, আমি সেই ব্যক্তি যাকে যথা সময়ে জগৎ সংস্কারের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে" (ফতেহ ইসলাম)।

আল্লাহ্ করুন যেন উম্মতে মুহাম্মদীয়া যুগ ইমামকে চিনে তার হাতে বয়আত হয়ে উম্মতে ওয়াহেদাতে রূপান্তরিত হয়, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

খোদা এ যুগের মুসলমানদের ওপর দয়াপরবশ হোন

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

খোদা এ যুগের মুসলমানদের ওপর দয়াপরবশ হোন। তাদের অধিকাংশ বিশ্বাস সংক্রান্ত বিষয়াদি জুলুম এবং অন্যায়ের ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে গেছে। কুরআন শরীফে পড়ে যে, হযরত ঈসা মৃত্যুবরণ করেছেন, আবার তাঁকে জীবিতও মনে করে। অনুরূপভাবে কুরআন শরীফে সূরা নূরে পড়ে যে, আগত সব খলীফা এ উম্মত থেকে আসবেন তা সত্ত্বেও হযরত ঈসাকে আকাশ থেকে নামাচ্ছেন। সহী বুখারী এবং মুসলিমে পড়ে যে, সে ঈসা যিনি এ উম্মতের জন্য আসবেন, তিনি এ উম্মত থেকেই আসবেন, তা সত্ত্বেও ইসরাঈলী ঈসার জন্য অপেক্ষমান। কুরআন শরীফে পড়ে, ঈসা পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন না। এ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাঁকে দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আনতে চায়। এসব সত্ত্বেও ইসলামের দাবীও করে আর বলে যে হযরত ঈসা জড়দেহসহ আকাশে জীবিত উত্থিত হয়েছেন। ইহুদীদের বিতর্ক শুধু আধ্যাত্মিক **'রাফা'** সম্পর্কে ছিল এবং তাদের ধারণা ছিল যে, ঈমানদারদের মত ঈসার আত্মা আকাশে উঠানো হয়নি, কেননা তাকে ক্রুশে দেয়া হয়েছে। যাকে ক্রুশে চড়ানো হয় সে অভিশপ্ত অর্থাৎ স্বর্গে আল্লাহ্‌র দিকে তার আত্মা উঠানো হয় না। কুরআন শরীফের শুধু এ বিবাদেরই মীমাংসা করার কথা ছিল। কুরআন যে দাবী করে তা ইহুদী ও খৃষ্টানদের ভ্রান্তিকে প্রকাশ করে এবং তাদের বিবাদের মীমাংসা করে। ইহুদীদের ঝগড়া যা নিয়ে ছিল তা হলো, ঈসা মসীহ্ ঈমানদার লোকদের অন্তর্ভুক্ত নন এবং তিনি পরিত্রাণ পাননি এবং তাঁর আত্মার খোদার দিকে **'রাফা'** হয়নি। সুতরাং মীমাংসার বিষয় এটি ছিল যে, ঈসা মসীহ্ (আ.) ঈমানদার এবং খোদার সত্য নবী কিনা? মু'মিনদের মত খোদা তাআলার পানে তাঁর আত্মার **'রাফা'** হয়েছে কি হয়নি? কুরআনের মীমাংসার বিষয় শুধু এটিই ছিল। সুতরাং **'বার্ রাফা'হুল্লাহু ইলাইহি'** (সূরা নিসা ঃ ১৫৯)

–এর অর্থ যদি এটি হয় যে, খোদা তাআলা হযরত ঈসা (আ.)-কে জড়দেহে দ্বিতীয় আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, এ কার্য্যের মাধ্যমে বিষয়টির কী নিষ্পত্তি হলো? যেন খোদা তাআলা বিতর্কিত বিষয়কে বুঝাতেই পারলেন না, আর এমন সিদ্ধান্ত করেছেন ইহুদীদের দাবীর সাথে যার কোন সম্পর্কই নেই। তাছাড়া আয়াতে তো সুস্পষ্টভাবে লেখা হয়েছে যে, খোদার দিকে ঈসার **'রাফা'** হয়েছে। মহাপ্রতাপান্বিত খোদা কি দ্বিতীয় আকাশে বসে আছেন? বা মুক্তি ও ঈমানের জন্য দেহও কি সাথে উঠানো আবশ্যক? আর অদ্ভুত বিষয় হলো, **'বার্ রাফা'হুল্লাহু ইলাইহি'** (সূরা নিসা ঃ ১৫৯)-তে আকাশের উল্লেখ নেই বরং এ আয়াতের একমাত্র অর্থ হলো, খোদা মসীহকে নিজের দিকে নিয়ে গেছেন। এখন বল, হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত ইসমাঈল (আ.), হযরত ইসহাক (আ.), হযরত ইয়াকুব (আ.), হযরত মূসা (আ.) এবং আঁ হযরত (সা.)-কে কি নাউযুবিল্লাহ্, আল্লাহ্‌র দিকে নয় অন্য কারো দিকে উঠানো হয়েছে? আমি এখানে বিশেষ জোর দিয়ে বলছি, এ আয়াতকে হযরত মসীহের জন্য নির্দিষ্ট মনে করা অর্থাৎ **'রাফা ইলাল্লাহ্'**-কে তাঁর জন্য বিশেষ জ্ঞান করা আর অন্য নবীদেরকে এর বাইরে রাখা কুফরী বাক্য। এর তুলনায় বড় কুফরী নেই। কেননা এমন অর্থের মাধ্যমে হযরত ঈসা (আ.) ছাড়া সকল নবীদের **'রাফা'** থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। অথচ আঁ হযরত (সা.) মি'রাজ থেকে এসে তাঁদের **'রাফা'**র সাক্ষ্যও দিয়েছেন। এ কথাও যেন স্মরণ থাকে যে, ঈসার **'রাফা'**র' উল্লেখ শুধু ইহুদীদের সাবধান করা ও তাদের আপত্তি খন্ডনের উদ্দেশ্যে ছিল। তাই জানা উচিত, এ **'রাফা'** সব নবী, রাসূল ও সকল মু'মিনের জন্য সমান। আর মৃত্যুর পর সকল মু'মিনের **রাফা** হয়। দেখুন- **হাযা যিকরুন ওয়া ইন্না লিল মুত্তাক্বীনা লাহুসনা মা আবিন জান্নাতি 'আদনিম্ মুফত্তাহাতাল্ লাহুমুল আবওয়াব** (সুরা সা'দ ঃ ৫০-৫১) এ **রাফা**-র দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কিন্তু কাফিরের **'রাফা'** হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ **'লাতুফাত্তাহুলাহুম আবওয়াবুস্ সামায়ে'** (সূরা আ'রাফ ঃ ৪১) সেই দিকে ইঙ্গিত করে । অবশ্য যারা আমার পূর্বে এ বিষয়ে ভুল করেছে তাদের সেই ভুল মার্জনীয়। কেননা তাদেরকে স্মরণ করানো হয় নি। তাদেরকে খোদার কথার সত্যিকার অর্থ বুঝানো হয় নি। কিন্তু আমি তোমাদের স্মরণ করিয়েছি আর যথাযথ অর্থ বুঝিয়েছি। আমি না আসলে প্রচলিত বিশ্বাসের অন্ধ অনুকরণ ভুলের জন্য বাহানা হতে পারতো। কিন্তু এখন কোন অজুহাত অবশিষ্ট নেই। **আমার জন্য আকাশও সাক্ষ্য দিয়েছে আর জমীনও। অধিকন্তু এ উম্মতের কোন কোন আওলিয়া আমার নাম এবং বাসস্থানের নাম উল্লেখ করে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, ইনিই সেই মসীহ্ মাওউদ।** অনেক সাক্ষ্য দাতা আমার আবির্ভাবের ৩০ বছর পূর্বে পৃথিবী থেকে চলে গেছেন। আমি ইতোমধ্যেই তাঁদের সাক্ষ্য ছাপিয়ে দিয়েছি। তাছাড়া এ যুগে কোন কোন বুযুর্গানে দ্বীন যাদের লক্ষ লক্ষ অনুসারী ছিল, খোদার পক্ষ থেকে ইলহাম পেয়ে এবং স্বপ্নে আঁ হযরতের (সা.) কাছ থেকে শুনে আমার সত্যায়ন করেছেন। এখন পর্যন্ত সহস্র সহস্র নিদর্শন আমার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। আর খোদার পবিত্র নবীরা আমার সময় এবং যুগ নির্ধারণ করেছেন। তোমরা চিন্তা করলে দেখবে তোমাদের হাত, পা, তোমাদের হৃদয়ও আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে। কেননা দুর্বলতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে আর অধিকাংশ মানুষ ঈমানের স্বাদও ভুলে গেছে। আর যে অক্ষমতা ও দুর্বলতা, যে ভ্রান্তি, পথ-ভ্রষ্টতা, বস্তুবাদিতা এবং অন্ধকারে এ জাতি বন্দী হচ্ছে সে অবস্থা স্বভাবতঃই হাতছানি দিয়ে বলছে, কেউ আসুক আর তাদের সাহায্য করুক। এতদ্‌সত্ত্বেও এখনো আমাকে 'দাজ্জাল' আখ্যায়িত করা হয়। সে জাতি কত দুর্ভাগা, যাদের এহেন নাজুক অবস্থায় তাদের জন্য 'দাজ্জাল' পাঠানো হয়। সে জাতি কত দুর্ভাগা যাদের অভ্যন্তরীণ ধ্বংসের যুগে আকাশ থেকে আর একটি ধ্বংস প্রেরণ করা হয়। তারা বলে, এ ব্যক্তি অভিশপ্ত, বেঈমান। একই কথা হযরত ঈসা (আ.) কেও বলা হয়েছে আর অপবিত্র ইহুদীরা তা এখনও বলে। কিন্তু কিয়ামতে যারা জাহান্নামের স্বাদ গ্রহণ করবে তারা বলবে, **'মালানা লানারা রিজালান কুন্না না'উদ্‌দু হুম মিনাল আশ্‌রার'** (সূরা ছোয়াদ ঃ ৬৩)

অর্থাৎ আমাদের কী হয়েছে যে, দোযখে আমরা সেসব লোকদেরকে দেখি না যাদেরকে আমরা দুষ্কৃতিপরায়ণ মনে করতাম। পৃথিবী সবসময় খোদার মা'মুরদের সাথে শত্রুতা করেছে। কেননা ইহজগতকে ভালবাসা এবং আল্লাহ্‌র প্রেরিতদের ভালবাসা আদৌ এক স্থানে একত্র হতে পারে না। যদি তোমরা ইহজগতকে ভাল নাবাসতে তাহলে আমাকে দেখতে পেতে, কিন্তু এখন তোমরা আমাকে দেখতে সক্ষম নও।

[লেকচার সিয়ালকোট পুস্তিকা বাংলা সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত, পৃ: ১৯-২২]

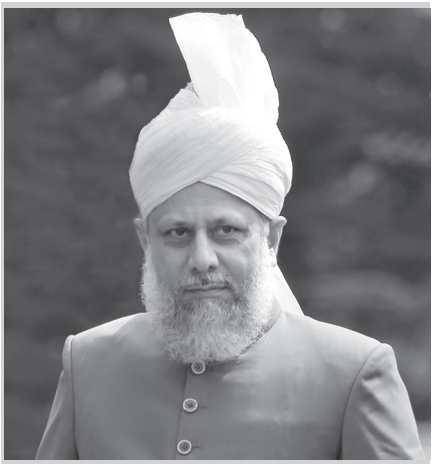

জুমুআর খুতবা

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) কর্তৃক ০৭/০১/২০১১ লন্ডনের বাইতুল ফতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত জুমার খুতবা

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين

আল্লাহ্ তাআলার নিকট কুরবানীর পদমর্যাদা হচ্ছে, আবেগ এবং ঘনিষ্টতার; ভাগ্যের নয়।

কুরবানীর গ্রহণীয়তা নিয়্যত ও আমল অনুযায়ী হয়ে থাকে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কুরবানীর যে আবেগ জামাতের মাঝে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ তাআলার ফযলে জামাত তাতে উন্নতি করে যাচ্ছে। সাহাবাদের কুরবানীর দৃষ্টান্ত নবাগতরাও জীবিত করে চলছেন।

ভারত এবং আফ্রিকার দরিদ্র আহমদীদের আর্থিক কুরবাণীর আশ্চর্যজনক ও অত্যন্ত ঈমান উদ্দিপক ঘটনা সমুহের বর্ণনা

ওয়াকফে জাদীদের ৫৩ তম বছরের সমাপ্তি ও নতুন বছরের শুরুর ঘোষণা। গত বছর জামাত ৪১,৮৩,০০০/- পাউন্ড উপর কুরবানী করার তৌফিক পেয়েছে। পাকিস্তান প্রথম, আমেরিকা দ্বিতীয়, ইউকে তৃতীয়,

ঘানা ও নাইযেরিয়ার জন্য আগামী বৎসর কম পক্ষে পঞ্চাশ হাজার সদস্যদের ওয়াকফে জাদীদে অর্ন্তভুক্ত করার টার্গেট। বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বিভিন্ন দেশ ও জামাতের মূল্যায়ন।

জার্মানীর মোকাররম হেদায়াত উল্লাহ হিওবশ সাহেব-এর মৃত্যু আর মরহুমের বিভিন্ন প্রশংসনীয় গুনাবলীর বর্ণনা, নামাযে জানাযা গায়েব।

তাশহুদ তা'উয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) সূরা বাকারার ২৬৬ নং আয়াত তেলাওয়াত করেন।

আর যারা নিজেদের ধনসম্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় এবং তাদের আত্মার দৃঢ়তার জন্য খরচ করে তাদের দৃষ্টান্ত উচুঁ জায়গায় অবস্থিত সেই বাগানের ন্যায় যেখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হল তা দ্বিগুণ ফসল উৎপন্ন করে। আর এতে যদি প্রবল বৃষ্টিপাত নাও হয় তাহলে অল্প বৃষ্টিই (এর জন্য) যথেষ্ট। আর তোমরা যা করছ আল্লাহ এর সর্বদ্রষ্টা।

আজ জগতে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদী যারা আহমদীয়াতকে বুঝেছে, তারা আহমদীয়াত ও এই আখেরী শরীয়ত গ্রন্থের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যা কুরআন করীম আকারে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর উপর নাযেল হয়েছে। এর প্রতিটি নির্দেশ পালন এক মু'মিনকে প্রকৃত মু'মিন বানিয়ে থাকে। আর খোদা তাআলার রাস্তায় আর্থিক কুরবানী করাও খোদা তাআলার গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলীর একটি যার বিষয়ে সূরা বাকারার প্রাথম দিকের আয়াতেই বলা হয়েছে। কুরআন করীম মুত্তাকীদের হেদায়াতের মাধ্যম। অর্থাৎ তাদের জন্য যারা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনয়নকারী, আর 'ইউকিমুনাস্ সালাত' (বাকারা:৪) তারা নামায প্রতিষ্ঠাকারী। আর 'ওয়া মিম্মা রাযাক্‌না হুম ইউন ফিকুন' (বাকারা : ৪) যা কিছু আমরা তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে।

সুতরাং এই তিনটি বিষয় মুত্তাকী হওয়ার জন্য এবং কুরআন করীম থেকে হেদায়াত লাভের জন্য আবশ্যকীয়। যেমন আমি বলেছি এগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা কুরবানী ও আর্থিক কুরবানীর বিভিন্ন দিককে বিভিন্ন উদ্ধৃতির আলোকে সূরা বাকারাতেই শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে আর এভাবে পবিত্র কুরআনের আরও অনেক স্থানে রিযিকের কুরবানীর বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং এক আহমদী মুসলমান আর্থিক কুরবানীর গুরুত্বকে বুঝে, আর যখন এ শিক্ষার উপর আমল করে কুরবানী করে তখন খোদা তাআলার অসাধারণ ব্যবহার দেখতে পায়। আর এ আর্থিক কুরবানীতে ঈমান, বিশ্বাস, খোদা তাআলার স্বত্ত্বায় বিশ্বাস, ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতায় বিশ্বাস আরো পাকা হয়ে যায়। এ আয়াত যা আমি তেলাওয়াত করেছি তাতেও আল্লাহ তাআলার রাস্তায় খরচের বিষয়ই আলোচনা হয়েছে। বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলার রাস্তায় খরচকারী ঐ সকল লোক যারা নিজেদের সম্পদ প্রকাশ করতে চায় না, তারা কারো প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্যও খরচ করে না আর অন্যের কৃতজ্ঞতা লাভের জন্যও খরচ করে না বরং বিশেষভাবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য খরচ করে। নিজেদের মাঝে দুর্বলদেরকে শক্তিশালী করার জন্য খরচ করে। জামাতকে মজবুত করার জন্য খরচ করে। নিজের ঈমানকে মজবুত করার জন্য খরচ করে।

আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি চাওয়া নিজের নফ্‌স আর নিজেদের লোকদেরকে শক্তিশালী করা, দৃঢ়তা দান করার ইচ্ছা প্রত্যেক ভদ্র ও পুণ্যবান স্বভাবের হৃদয়েই থাকে। মন্দ স্বভাব বিশিষ্টদের মাঝে কখনো এ অভিপ্রায় থাকে না। এমন লোক যারা নিজেদের স্বত্ত্বার উর্দ্ধে থেকে চিন্তা করে তারাই এমন অভিপ্রায় রাখে। তাই যারা নিজে ভাল চিন্তা করে এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের অভিপ্রায় রাখে তাদের খরচ কখনও সম্পদ প্রদর্শনের কারণ হয় না আর না অনুগ্রহ করা বা অনুগ্রহ লাভের জন্য হয়ে থাকে। এমন খরচে কেবল সম্পদশালীরাই নয় বরং গরীবরাও অংশ গ্রহণ করে থাকে। গরীবরাও আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট ভাজন হতে চায় বরং ধনীদের চেয়ে গরীবরা আল্লাহ তাআলার বেশি সন্তুষ্ট ভাজন হতে চায়। নবীদের জামাত যখন গঠিত হয় তখন তাদের মাঝে অধিকাংশ গরীব থাকে। দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও নিজের ভাইদের সহযোগীতা করে, জামাতের যতটুকু সেবা করা যায়, যতটুকু তাদের সাধ্যে কুলায় তা তারা করে আর সেটিকে দৃঢ়তর করার চেষ্টা করে। ব্যক্তিগত ভাবে একে অন্যকে শক্তিশালী করার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত আমরা মহানবী (সা.)-এর সাহাবাদের মাঝে মদিনায় হিজরতের সময় দেখতে পাই। যখন আনসাররা মুহাজেরদেরকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর জন্য তাদের সহযোগীতাকল্পে অতুলীয় কুরবানী দিয়েছিলেন। অত:পর জামাতীভাবেও সাহাবাদেরই দৃষ্টান্ত দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। যখনই কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য আঁ হযরত (সা.)-এর পক্ষ থেকে চাঁদার তাহরীক হয়েছে বা যে কোন উদ্দেশ্যেই চাঁদার তাহরীক হয়েছে, তখন তাদের কাছে যা কিছু থাকতো তারা সেটির উত্তম অংশ আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিতেন।

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ধনী গরীব উভয়কে তাঁর রাস্তায় খরচের তাহরীক করেছেন। প্রত্যেকের এ আকাঙ্খা জাগ্রত করানো হয়েছে, যদি খোদার রাস্তায় খরচ কর তা হলে নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী যে যাই খরচ করতে থাকবে সে সেই কুরবানীর দ্বিগুণ প্রতিফল পাবে। গরীবদেরকেও শান্তনা দেয়া হয়েছে, পরিশুদ্ধ চিত্তে খোদা তাআলার সন্তুষ্টির জন্য যে খরচ করা হয় খোদা তাআলা অবশ্যই এর প্রতিদান দেন। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন করীমের অন্য জায়গায় বর্ণনা এসেছে খোদা তাআলা সাত'শ গুণ বা তারও বেশি দিতে পারেন। এখানে এমন কোন শর্ত নেই, বড় অংকের টাকা এবং বড় কুরবানী গুলোকে কবুল করা হবে বরং মূল হ'ল কুরবানীর রূহ, যাকে খোদা তাআলা গ্রহণ করেন। বরং প্রত্যেক কর্মের নিয়্যতকে খোদা কবুল করেন। অনেক সময় এমন হয়, অনেক বড় কুরবানীর বিপরীতে বাহ্যিক ছোট কুরবানীই বেশি মর্যাদা রাখে।

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, আজ এক দেরহাম এক লক্ষ্য দেরহামের চেয়েও অগ্রগণ্য হয়ে গেল। সাহাবারা নিবেদন করলেন, কিভাবে? তিনি (সা.) বললেন এক ব্যক্তির নিকট দুই দেরহাম ছিল সে এক দেরহাম কুরবানী করে দিল আর অন্য এক ব্যক্তির নিকট অনেক ধন-সম্পদ ও সম্পত্তি ছিল। সে তা থেকে এক লক্ষ্য দেরহাম কুরবানী করল (সুনন নেসায়ী, কিতাবুয যাকাত, হদীস নং ২৫২৭) যা তার সম্পদের তুলনায় অনেক কম ছিল। যদিও এটা অনেক বড় অংক।

সুতরাং আল্লাহ তাআলার নিকট কুরবানীর পদমর্যদা হচ্ছে, আবেগ ও ঘনিষ্ঠতার; ভগ্যের নয়। আল্লাহ তাআলা এখানেও এ আয়াতে গরীবদেরকে শান্তনা প্রদান করেছেন, যেভাবে উর্বর জমিতে সামান্য বৃষ্টি বাগানকে ফলে পরিপূর্ণ করে দেয়, সেভাবে নিজের অবস্থা অনুযায়ী পুণ্য নিয়্যতেকৃত ছোট কুরবানীও আল্লাহ তাআলার নিকট গ্রহণ যোগ্যতার মর্যাদা লাভ করে বড় কুরবানীকারিদের মোকাবেলায় দাঁড় করিয়ে দেয়। বরং অনেক সময় মর্যাদায় অগ্রগন্যও করে দেন। যে রূপ আমার উপস্থাপিত একটি দৃষ্টান্ত থেকে প্রমানিত। অত:পর আল্লাহ তাআলা এ আয়াতে বলেন, ওয়াল্লাহু বেমা তা'মালুনা বাছীর (বাকারা: ২৬৬) অর্থাৎ যা কিছু তোমরা কর আল্লাহ তাআলা দেখেন। এটা বলে স্পষ্ট করে দিছেন, আল্লাহ তাআলা হৃদয়ের অবস্থা জানেন। তিনি তোমাদের আবেগকে জানেন। তিনি সেই প্রেরণাকেও জানেন যার কারণে তোমরা কুরবানী করে থাক। এজন্য আল্লাহ তাআলার নিকট যখন প্রতিদান পাওয়া যায় তখন হৃদয়ের আর নিয়্যতের কর্ম অনুযায়ী পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা তোমাদের আর্থিক অবস্থা জানেন। তোমরা যে কুরবানী করছো, যদি সেই অবস্থা অনুসারে কর, তাহলে যে প্রতিদানেই পাবে তা সে অনুসারেই পাবে। এজন্য কুরবানীর গ্রহণ যোগ্যতাও ঐ নিয়্যত ও আমলনামানুসারে মর্যাদা লাভ করে থাকে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে তিনি যখন আর্থিক কুরবানীর আহবান জানাতেন তখন ধনী গরীব সবাই তাদের নিজ নিজ অবস্থানুসারে আর্থিক কুরবানী করতেন। তাঁর মান্যকারীদের অধিকাংশই গরীব ছিল আর তাদের কুরবানীও অর্থের দিক থেকে খুবই সামান্য হত। কিন্তু এ 'তাল্লুন' এ সামান্য বৃষ্টিই, এতো উপকারী হ'ল যে, ঐ কুরবানীগুলোর এত ফল লেগেছে যে আজ পর্যন্ত তাদের বংশধররা খাচ্ছে। সুতরাং এটা ঐ প্রজন্মেরও দায়িত্ব যাদের মধ্যে থেকে আজ কতক যথেষ্ট সামর্থ্যবান হয়েছেন, আর্থিক দিক থেকে, তাদের কুরবানীকে মুষলধার বৃষ্টির রূপ দেয়া উচিত। এমন পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন যাতে তাদের ও তাদের বংশধরের কর্মের বৃক্ষ সর্বদা সবুজ সতেজ থাকে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তো এক রূপি কুরবানী কারীদেরও উল্লেখ নিজের পুস্তক সমূহে করেছেন, যা নগন্য কুরবানী ছিল। যা তারা স্থায়ী ভাবে নিজেদের জন্য ধার্য করে নিয়েছিল, প্রতি মাসে তারা এক রূপি আদায় করবেন। তার সাহাবীদের কুরবানীর দৃষ্টান্তসমূহ কেমন ছিল আমি সেটির একটি উদাহরণ দিচ্ছি–

চৌধুরী আব্দুল আযিয সাহেব আউযলভি আহমদী, পাটওয়ারী ছিলেন। তার সম্পর্কে কাযি মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব পেশাওয়ারী বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) গুরুদাসপুরে আর্থিক কুরবানীর আহবান করেন। চৌধুরী আব্দুল আযিয পাটওয়ারী সাহেব নিজে এসে হুযূর (আ.)-এর সেবায় একশ রূপার রূপি প্রদান করেন আর বলেন খাকসারের নিকট এ অর্থই জমা ছিল যা আমি নিয়ে এসেছি। কাযি সাহেব বলেন, এই পাটওয়ারীর কুরবানীতে আমি খুবই হতবাক হয়েছি আর ঈর্ষাও হয়েছে একজন পাটওয়ারী যে মাসে ছয় রূপি বেতন পায়, তিনি কত আন্তরিকতার সাথে কুরবানী করছেন। কাযি সাহেব পুন:রায় লিখেন আল্লাহ তাআলা তাঁর আন্তরিকতার প্রতিদান হিসেবে তার উপর বড়ই আশীষ বর্ষন করেছেন।

এখানে এটাও স্পষ্ট করে দিচ্ছি, হযরত মসীহ্

মাওউদ (আ.)-এর সাহাবাদের মাঝে তাকওয়া খুবই বেশি ছিল। তারা তাকওয়াতে অগ্রগামী ছিলেন। তাঁর (আ.) থেকে সরাসরি যে কল্যাণ পাচ্ছিলেন এ কারণে তাদের তাকওয়ার মান অত্যন্ত উঁচু ছিল। চৌধুরী সাহেবও তাকওয়ায় অগ্রগামী ছিলেন। অন্যান্য পাটওয়ারীদের মত ছিলেন না। আমাদের দেশে পাটওয়ারীদের সম্পর্কে প্রচলিত আছে, যদিও তাদের বেতন কম, তবুও তাদের সম্পত্তি অনেক বেশি হয় তাদের অতিরিক্ত আয় অনেক বেশি হয়ে থাকে যা বিভিন্ন মাধ্যমে কৃষকদের নিকট থেকে (ছোট কৃষকদের নিকট থেকে) আদায় করা হয়ে থাকে। আর কতক এমনও আছেন, তারা যখন অবসরে যান তখন তাদের নিকট সম্পদও থাকে। অনেকে একর একর সম্পত্তির মালিক হয়, এমন কি শত-শত একরের মালিকও হয়ে যায়।

আমার মনে আছে, আমার সাথে স্কুলে এক পাটওয়ারীর ছেলে পড়তো। তার চলাফেরা কাপড় চোপড় এমন হতো যা হাজার রূপি উপার্জনকারীর সন্তানেরও ছিলনা। আর নিজেই বলতো, আমার পিতার বেতন তো পয়তাল্লিশ রূপি মাত্র কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার খুবই ফযল। যেন আল্লাহ তাআলার ফযলের যে ধরন সেটি পাল্টে গিয়েছে, যেটি অবৈধ সেটি আল্লাহ তাআলার ফযল হয়ে গেছে আর যেটি বৈধ উপার্জন সেটি সরকারের পক্ষ থেকে বেতন হয়ে গেছে। সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এসে আমাদেরকে বলেছেন- আল্লাহ তাআলার সঠিক ফযল কি? অথচ এই লোকেরা বলে, আমাদের না কোন মাহদীর প্রয়োজন, না কোন মসীহর না কোন সংশোধনকারীর। যদি তারা এটা মেনে নেয় যে, প্রয়োজন আছে তাহলে তারা সঠিক ভাবে বুঝতো আল্লাহ তাআলার ফযল কেমন ও কি জিনিস? আহমদীদের এটা জানা, খোদা তাআলার জন্য কি ভাবে প্রত্যেক ধরনের কুরবানী করতে হয়, আর এর ফলে তাঁর ফযল কিভাবে বর্ষিত হয়? মুষলধার বৃষ্টি হোক আর অল্প বৃষ্টি, বেশি বৃষ্টি হোক আর কম বৃষ্টি, বড় কুরবানী হোক আর ছোট কুরবানী, ধনী হোক অথবা গরীব, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির খাতিরে কৃত কুরবানীসমূহ দ্বিগুণ ফল বহন করে। যেভাবে হযরত চৌধুরী আব্দুল আযিয সাহেব সম্পর্কে হযরত কাযি মোহাম্মদ ইউসুফ সাহেব লিখেন, আল্লাহ তাআলা তার এ আন্তরিকতার অগণিত ফল দিয়েছেন। সম্ভবত বেতনের পাশা পাশি তার অল্প কিছু জমি ছিল। পাটওয়ারীরা সাধারণত গ্রামে বসবাসকারী হয়ে থাকে আর কিছু না কিছু চাষাবাদের জমিও থাকে। এ থেকে আয়ও হয়ে থাকে যার কারণে কিছু অর্থ একত্রিত করে নিয়েছিলেন। সেগুলো সব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সমীপে এনে পেশ করেন।

সর্বদা স্মরণ রাখা আবশ্যক, আল্লাহ তাআলার কখনও বান্দাদের অর্থের প্রয়োজন হয় না। আল্লাহ তাআলা যখন বান্দাদেরকে কুরবানীর কথা বলেন এটা কেবল বান্দাদেকে পূণ্য দেয়ার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। আর এ অবস্থায়াই আল্লাহ তাআলার নবীদের হয়ে থাকে। তাদের এ বিষয়ে চিন্তা থাকে না, জামাতের খরচ কিভাবে চলবে। আল্লাহ তাআলা যখন কাজ শুরু করান, কাউকে পাঠান, তখন তার জন্য উপকরণও সরবরাহ করেন। নবীগণ অবশ্যই বাহ্যিক তাহরীক করেন এরপর খলীফাগণও করেন, কিন্তু তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করার ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা অঙ্গীকার করে রেখেছেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাথেও এমন অঙ্গীকার করা হয়েছে। এ জন্য তিনি এক জায়গায় এটা প্রকাশও করেছেন আল্লাহ্ তাআলা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন অর্থ কোথা থেকে আসবে। তিনি (আ.) বলেন, অনেক আসবে কিন্তু এটা দেখে তোমরা জগতের পুজারী হয়ে যেও না। অর্থাৎ এককভাবেও জামাতকে তিনি সুসংবাদ দিয়েছেন, তোমাদের প্রাচুর্য্য দেয়া হবে, আর জামাতীভাবেও তোমাদের প্রাচুর্য হবে। সুতরাং জামাতীভাবে প্রাচুর্য সৃষ্টি হলে যাদের হাতে খরচের দায়িত্ব থাকবে তাদের সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে, কোন ধরনের অপ্রয়োজনীয় খরচ যেন না হয়। প্রত্যেক পয়সা সর্তকতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে খরচ করবেন। গরীবরা কুরবানী করছে অথবা ধনীরা কুরবানী করছে, এটা বুঝে শুনে খরচ করা খরচকারীদের কাজ। আর তারা যেখানে ধর্মের সেবা করছেন, সিলসিলার সেবা করছেন সেখানে এ খরচকে হিসাব করে খরচ করে খোদার সন্তুষ্ট ভাজন হওয়ার চেষ্টা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জামা'তের মাঝে কুরবানীর যে প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ তাআলার ফযলে এতে জামাত উন্নতি করে চলেছে। সাহাবীদের কুরবানীর দৃষ্টান্ত নতুন আগতরাও জীবিত রাখছেন। জগতের দূরদূরান্তের এলাকায় যেখানে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, মানুষ দরিদ্র কিন্তু আর্থিক কুরবানীও করছে। হালকা বৃষ্টিও তাদের কুরবানীকে ফলে সুশোভিত করে দেয়, আর মুষলধার বৃষ্টির দৃষ্টান্তও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। মুষলধার বৃষ্টির ন্যায় আর্থিক কুরবানীতে তাদের হাত উন্মুক্ত হয়ে আছে। আল্লাহ তাআলার ফযলের বর্ষণ তাদের ব্যবসা বানিজ্যকে কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে চলছে। আমি কয়েকটি ঘটনা নির্বাচিত করেছি যা এখন আপনাদের সামনে বর্ণনা করছি।

উদাহরণ স্বরূপ ইন্ডিয়া থেকে সেখান কার নাযেম ওয়াকফে জাদীদ লিখেন, গত ২০১০ইং সালে আমি গুজরাত পরিদর্শনে যাই। সেখানে গান্ধী দামের একটি জায়গাতে এক বন্ধুর নিকট ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আনতে যাই। তখন তার চাঁদা ১৩,০০০ রূপি ছিল। তিনি (নাযেম সাহেব) বলেন, আমি তার আর্থিক অবস্থা জানতাম। আমি তাকে বললাম আল্লাহ তাআলা আপনাকে অনেক দিয়েছেন, আপনি আপনার ওয়াদা পঞ্চাশ হাজার রূপি করে দিন। তিনি সাথে সাথে পঞ্চান্ন হাজার রূপির চেক কেটে দিয়ে দেন আর বলেন দোয়া করুন এক ব্যবসায় আমার একুশ লক্ষ রূপি ফেসে আসে যা পাওয়ার আসা নেই। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এমন ফযল করলেন যে, দুই চার দিন পরেই যে অর্থ আটকা পরেছিল সেই একুশ লক্ষ রূপি সেই লোকেরা নিজে এসে তাকে দিয়ে গেল।

তদরূপ আমাদের ইন্সপেক্টর ওয়াকফে জাদীদ বলেন, ক্যাম্বেল টুর জামাতে তামিল নাড়ুর এক নিষ্ঠাবান আহমদী বন্ধু, যিনি দশ বছর পূর্বে বয়াত করেছিলেন তাকে যখন ওয়াকফে জাদীদের গুরুত্বের বিষয়টি বুঝানো হলো, তিনি (ইন্সপেক্টর ওয়াকফে জাদীদ) বলেন, আপনার আয় অনেক তাই এখন আপনার ওয়াদা ত্রিশ হাজার রূপি লিখান। উত্তরে তিনি (নিষ্টাবান আহমদী বন্ধু) বলেন, মৌলভী সাহেব আমি আপনার কথা শুনেছি, আমি ত্রিশ হাজার নয় বরং পঞ্চাশ হাজার রূপি ওয়াদা লিখাচ্ছি এতে আমি বল্লাম এটা হয়তো আপনার সামর্থ্যের চেয়ে বেশি হবে। তিনি

বললেন যা আল্লাহ তাআলার জন্য দিচ্ছি এতে আপনার কি? আমার জানা আছে আমার সার্মথ্য কতটুকু আর কিভাবে আল্লাহ তা'লা বরকত মন্ডিত করেন। রমযান মাসে তিনি তার ওয়াদা পূর্ণ করে দেন আর তিনি জানান, তার আয় এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে এ বছর তিনি তার তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ এর ওয়াদা এক এক লক্ষ্য রূপি করে লিখিয়েছেন।

অতঃপর বঙ্গঁ প্রদেশের ইন্সপেক্টর ওয়াকফে জাদীদ শেখ মুহাম্মদ দাউদ সাহেব বলেন, একজন নতুন আহমদী যিনি মাদ্রাসায় পড়াতেন, পরে তিনি মোয়াল্লেম প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, আর পাঁচশ রূপি চাঁদা দিতেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লা তার উপর ফযল বর্ষণ করেন। এখন তার চাঁদা পাঁচ হাজার রুপি। তিনি বলেন, যখন আমি গয়ের আহমদী ছিলাম, তখন লোকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে খেতাম আর এখন বয়আতের পর চাঁদার বরকতে লোকেরা আমার দস্তর খানায় খাবার খায়। প্রথমে সম্পত্তি ছিল না, এখন সম্পত্তিও হয়েছে।

তামিল নাড়ুর ক্যাম্বেল টুর জামা'তের অধিকাংশ সদস্যই নব দীক্ষিত আহমদী তাদের অধিকাংশ সদস্য দশ পনের বছর পূর্বে বয়আত নিয়েছে। তবুও সেই জামাতের মাঝে উপার্জনকারীদের পঞ্চাশ ভাগের বেশি এখন ওসিয়্যতকারী হয়ে গেছেন। কয়েক বছর পূর্বে একব্যক্তি বয়আত করেছেন আর আল্লাহ্ তাআলা তাকে চাঁদা বাড়িয়ে দেয়ার অসাধারণ তৌফিক দিয়েছেন আর তিনি বলেন, এ কারণে আল্লাহ তাআলাও আমার ব্যবসা বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার গয়ের আহমদী আত্মীয়রা আশ্চর্য্য হয় যে, তোমার নিকট এতো অর্থ কোথা থেকে আসছে। আমি তাদেরকে এটাই বলি, যাই আছে তা খোদা তাআলার ফযল ও আহমদীয়াতের বরকত। এগুলো হ'ল ইন্ডিয়ার অবস্থা যা আমি বর্ণনা করলাম।

আফ্রিকার দূর দূরান্তের অঞ্চলগুলোতে মানুষের মাঝে কুরবানীর আবেগ কি সেটি লক্ষ্য করুন!

গ্যাম্বিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, আমাদের একজন ভাই ফোডেবা কলি (Fodayba Colley) দরিদ্র ব্যক্তি, তাঁকে যখন ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার জন্য বলা হল তখন তিনি জানান দারিদ্রতার কারণে তিনি অনাহারে আছেন। তিন দিন পরে এই বন্ধু মিশন হাউসে এসে পঞ্চাশ ডেলাসি দিলেন আর বলেন, আমি চাই বরকতের জন্য আমার নামও চাঁদা আদায়কারীদের তালিকায় অন্তভূর্ক্ত হয়ে যাক। অর্থাৎ অনাহারের অবস্থা তথাপি চাঁদা দেয়ার আকাঙ্খা (এমন যে), কোথাও আমি বঞ্চিত না থেকে যাই, অদ্ভূত এ আবেগ।

তদ্রুপ আরো একজন ব্যক্তি ছিলেন তিনিও বলেন, আমি অত্যন্ত দরিদ্র অভাবী, আমার কাছে কিছু নেই তথাপি এক শত ডেলাসি আদায় করেন।

বেনিন জামাতের আমীর সাহেব লিখেন, আওরাকামে (Awrakame) জামা'তের এক জন নও-মোবাঈন জেনারেল সেক্রেটারী লতিফোয়েমিদী সাহেব কিছু কাল যাবত বেকারত্বের কারণে চিন্তিত ছিলেন। কাজ এবং ব্যবসার সন্ধানে নাইজেরিয়াও গিয়েছিলেন কিন্তু কিছুই হল না আর চিন্তিত হয়ে ফিরত আসলেন। ওয়াকফে জাদীদের শেষ দুই মাস নভেম্বর ডিসম্বর অবশিষ্ট ছিল, তিনি এ চাঁদায় বকেয়াদার ছিলেন। তাকে যখন ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা দেয়ার কথা বলা হ'ল আর বুঝানো হ'ল, কঠিন অবস্থায় খোদা তাআলার রাস্তায় খরচকারীদেরও বিশেষ পুরুষ্কার দেয়া হয়ে থাকে। তখন তিনি পরের দিন চাঁদার অর্থ নিয়ে এসে বললেন, সমস্ত পরিবার যখন ঋণ করে চলছে তখন খোদার রাস্তায়ও খরচের জন্য ঋণ নেয়া যেতে পারে। হতে পারে আল্লাহ্ আমাদের দিন পাল্টে দিবেন। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার ফযল এভাবে নাযেল হল যে, চাঁদা দেয়ার তৃতীয় দিন এক বড় বিত্তশালীর ঘরে তার চাকুরী হয়ে যায় আর এত ভাল বেতন পান যে, দুই মাসের মধ্যে তার সমস্ত ঋণ চুকে যায়, তিনি একটি মোটর সাইকেলও ক্রয় করেন আর এখন সব জায়গায় বলেন, এটি আমার চাঁদার বরকত।

বেনিনেরই আওরাকামে জামা'ত যা পূর্বে উল্লেখ করেছি, সেখানকার মোয়াল্লেম সাহেব চাঁদা আদায়ের জন্য বের হন আওরাকামে জামাতের অনেক মানুষ তাদের প্রেসিডেন্ট সাহেবের ঋণ পরিশুধ করার ছিল। আর এটি অনেক বড় একটি অংক ছিল। কিন্তু দীর্ঘ দিন থেকে ঋণ গ্রহণকারীরা ঋণ পরিশোধ করছিল না যার কারনে প্রেসিডেন্ট সাহেব এবং তাঁর পরিবারের কতক সদস্য ওয়াকফে জাদীদের পূর্ণ চাঁদা আদায় করতে পারেন নাই। মোয়াল্লেম সাহেব প্রেসিডেন্ট এবং তার পরিবারের সদস্যদের বুঝালেন, দেখুন! ওয়াদা হচ্ছে একটি ঋণ। আপনারা খোদার ঋণ আদায়ের ব্যাপারে যখন আগে-পরে করেন তখন অন্য মানুষ আপনাদের ঋণ আদায়ের ব্যাপারেও আগে-পরে করবে না কেন? এ বিষয়টি তিনি বুঝে যান, তৎক্ষনাত তিনি নিজের সমস্ত ঘরের ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা হিসাব করে বলেন, নিন মোয়াল্লেম সাহেব আমি খোদার ঋণ চুকিয়ে দিলাম। আল্লাহ্ তাআলার এ ভাবে স্বীয় ফযল নাযিল করেন যে, যারা তাকে ধার ফিরত দেয়ার ছিল সপ্তাহের মধ্যেই তারা সকলে আসলেন আর তাঁর অর্থ তাকে ফিরত দিয়ে গেলেন। এখন তারা এক একর জমি কিনেছেন, যার মধ্যে থেকে অর্ধেক 'চার কেনাল' জমি মসজিদের জন্য জামাতকে দিয়েছেন।

নাইজেরিয়ার মোবাল্লেগ বর্ণনা করেন, লোকোজা জামাতের একজন ভদ্র মহিলা আসওয়াত হাবিব (Aswat Habib) সাহেবা বলেন, আমি আমার বাড়িতে গার্মেন্টস কাপড়ের দোকান চালাই। কিন্তু বর্তমানে আমার স্বামী স্কুল খুলেছেন যার কারণে এখন আমার অধিকাংশ সময় স্কুলের কাজে অতিবাহিত হয়, আর স্কুলটিও ঘর থেকে দূরে যার প্রেক্ষিতে দোকানের কাজে আয় কমে যায়। এ বিষয়টি আমার জন্য চিন্তার কারণ ছিল। এক দিন মূরব্বী সাহেব ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার তাহরীক করেন, আমার পক্ষ যতটা সম্ভব ছিল আমি তাতে অংশ গ্রহণ করি সেই দিনই কয়েক ঘন্টা পর আমি যখন গার্মেন্টসের দোকান খুলি তখন কয়েক ঘন্টায় এত বিক্রি হয় যা পূর্বে এক সপ্তাহেও হতো না। এটি কেবল খোদার রাস্তায় চাঁদা দেয়ার কল্যাণ যিনি আমাকে এত দিয়েছেন।

ওগু অঞ্চলের মোবাল্লেগ লিখেন, জিয়ালো সিকু (Diallo Seko) সাহেব যিনি সেখানকার গ্রামের অধিবাসী। তিনি গত বছর বয়আত করেছেন আর বয়আত করার সাথে সাথে তিনি চাঁদা দেয়া আরাম্ভ করে দিয়েছেন আর সেই চাঁদার বরকতে আল্লাহ তাআলা ঐ নিষ্ঠাবান নও-মোবাঈনকে এমন বরকতে ভূষিত করেছেন যে, সে বছরই তার ফসল বিগত বছরের তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে যায় আর

এখন তিনি ওয়াকফে জাদীদের চাঁদায় আবারও শস্যই চাঁদা হিসাবে দিয়েছেন।

বরকিনাফাসুর আমীর সাহেব লিখেন, গাওয়া অঞ্চলে (Gawa Region) জামা'তের প্রেসিডেন্ট হেমা ইউসুফ সাহেব বলেন, একদিন পকেটে কেবল তিন হাজার ফ্রাঙ্ক ছিল, স্ত্রী বলেন- ঘরে রান্না করার কিছু নেই এনে দিন। তিনি বলেন, সে সময়ই আমি অর্থ সহ মিশন হাউজে যাই সেখানে মুরুব্বী সাহেব চাঁদার ওয়াদা সম্পর্কে স্মরণ করালেন, আপনার ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা বাকী আছে। খাকসার এটিই মনে করলাম আজ আমার পরীক্ষা আমি তৎক্ষণাত স্থির করলাম চাঁদাই পরিশোধ করব, আর তখনই তিন হাজার ফ্রাঙ্কের রশিদ কাটাই। আমার এই সামান্য কুরবানী আল্লাহ্ তাআলার খুব পছন্দ হল। সেই দিনই কাজের জন্য এক ব্যক্তি ঘরে আসল আর নগদ তিন লক্ষ ফ্রাঙ্ক দিয়ে বলল, আমার অর্ডার বুক করুন আর এ অর্থ অগ্রীম হিসেবে রেখে নিন। কাজ সম্পূর্ন হলে অবশিষ্ট অর্থ আদায় করে দিব। ইউসুফ সাহেব বর্ণনা করেন সেই দিন থেকে আল্লাহ তা'আলার প্রতি আমার বিশ্বাস অনেক বেড়ে গেল, বিশেষ করে আর্থিক অভাব সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে গেল।

বানফুরা (Banfora) অঞ্চলের মোবাল্লেগ লিখেন, এক বন্ধু সাওয়াদোগো (Sawadogo) সাহেব চার বছর পূর্বে আহমদী হয়েছিলেন, ধীরে ধীরে নিষ্ঠায় উন্নতি করেন আর চাঁদা দিতে আরম্ভ করেন। একদিন বলতে লাগলেন, সর্ব প্রথম চাঁদার ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিত কেননা এর অগণিত কল্যাণ রয়েছে, আর এর প্রমাণ আমার নিজের স্বত্ত্বা। কেননা আহমদীয়াতে প্রবেশ আর চাঁদা আদায়ের পূর্বে প্রায়ই আমি মানুষের নিকট থেকে ধার এবং ঋণ নিতাম। কিন্তু এখন আল্লাহ্ তাআলা আমার অবস্থা একবারেই পাল্টে দিয়েছেন। আর চাঁদা আদায়ের কল্যাণে আমি এমন সামর্থবান হয়েছি যে, মানুষকে ধারে অর্থ দেই। পুর্বে মানুষ নিজের (পাওনা) অর্থ নেয়ার জন্য আমার দ্বারে আসতো আর আজ ইমাম মাহদী (আ.)-এর কল্যাণে মানুষ আমার দ্বারে সাহায্য প্রার্থনার জন্য আসে।

নাইজার একটি গরীব আর অনুন্নত দেশ, তাদের নেয়ার অভ্যাস রয়েছে কিন্তু দেয়ার অভ্যাস নেই, খোদা তাআলার বিশেষ ফযলে যেখানেই তবলিগ করা হয় সেখানে আর্থিক কুরবানীর ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে। যার প্রেক্ষিতে মানুষ আর্থিক কুরবানীর দিকে দৃষ্টি দিচ্ছে। কতক গ্রাম এমন আছে যেখানে প্রথম বার তবলীগ করা হয় আর তারা প্রথম দিনেই কিছু না কিছু চাঁদা দেন।

মোবাল্লেগ সাহেব লেখেন, এ বছর খোদা তাআলার ফযলে ওয়াকফে জাদীদের আর্থিক কুরবানীতে নাইজারের শতভাগ জামা'ত অংশগ্রহণ করেছে। বিগত বছর ওয়াকফে জাদীদের অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা এক হাজার চার শত আট্টাত্তর ছিল, অথচ এ বছর এ সংখ্যা সতের হাজার সাত শত ছয়ে উন্নিত হয়েছে। অর্থাৎ ওয়াকফে জাদীদে ষোল হাজার দুইশত আটাশ জন নওমোবাঈন বৃদ্ধি হয়েছে।

আফ্রিকায় কেবল চাঁদাই নয় বরং সেখানের লোকদের আল্লাহ তাআলার ফযলে অন্যান্য আর্থিক কুরবানী সমূহেও অনেক বেশী অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ হচ্ছে।

লেগাছের এক নিষ্ঠাবান আহমদী আলহাজ্জ ইব্রাহীম আল হাসান নিজের তিন ফ্লাট বিশিষ্ট নতুন ঘর আর এর সাথে সংযুক্ত একটি মসজিদ তৈরী করেন। মসজিদ সম্পর্কে তার নিয়্যত ছিল, এটিকে জামা'তের নিকট হস্তান্তর করবেন। তিনি বলেন, আমি এখনও নিজের এ নতুন ঘরে স্থানান্তর হই নাই, এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) আমার এই নতুন ঘরে আসেন আর তার পর খলীফা সানী (রা.), আর খলীফা সালেস (রাহে.), আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এবং খলীফা খামেস (আই.) সকলেই আসলেন, সর্বশেষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আসলেন। হুযুর (আ.) আগমন করে বললেন, এখানে এ ঘরেরই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, আর অন্য কোন উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে না। অত:পর মসজিদ সংলগ্ন অট্টালিকা, যাতে তিনটি ফ্লাট তৈরী করেছিলেন সেগুলোর মধ্য থেকে একটি ফ্লাটে তিনি (আ.) চলে গেলেন আর বললেন, এটিও মসজিদের সাথেই জামা'তকে দিয়ে দিন। তিনি বলেন, এরপর আমার চোখ খুলে গেল আর আমি নিয়্যত করলাম মসজিদের সাথে ফ্লাটও জামা'তকে মিশন হাউস হিসাবে দিয়ে দিব। সে অনুযায়ী তিনি এ মসজিদ এবং সবগুলো ফ্লাট জামা'তকে মিশন হাউস হিসাবে দিয়ে দিলেন। যার মোট মূল্য নব্বই হাজার পাউন্ড।

টোগোর মোবাল্লেগ লিখেন, নচে অঞ্চলের একটি গ্রাম যেখানে কিছু কাল পূর্বে আহমদীয়াত প্রবেশ করেছিল, সেখানে চাঁদা আদায় একটি অদ্ভুত ঘটনার মাধ্যমে শুরু হয়। বিরুদ্ধবাদীরা সেখানে অনেক সম্পদ ও অর্থ নিয়ে আসে যেন তা দিয়ে তাদেরকে আহমদীয়াত থেকে দূরে রাখা যায়। এটি একটি দরিদ্র গ্রাম আর মানুষ চাষা-বাদ করে চলে। বিরুদ্ধবাদীরা তাদের বলে, আমরা তোমাদের জন্য অর্থ নিয়ে এসেছি অথচ আহমদী তোমাদের থেকে চাঁদা চায় আর এই সব অর্থ একত্রিত করে সেগুলো দিয়ে ব্যবসা করে। গ্রামের লোকেরা উত্তর দিল, তোমরা মিথ্যা বলছ, তোমরা আমাদের এ জন্য অর্থ দিতে এসেছ যেন আমরা ঈমান হতে বঞ্চিত হই? অথচ আহমদীরা আমাদের থেকে চাঁদা চায়, যেন আমাদের ঈমান মজবুত হয়। তারপর তারা আমাদের কুরআনের শিক্ষা দেয়, প্রত্যেক মুসলমানের আল্লাহ্ তাআলার পথে কিছু না কিছু খরচ করা উচিত আর আমরা জানি যে, আহমদী এ চাঁদা দিয়ে ইসলামের সেবা করে। খায় না বা ব্যবসা করে না। নি:সন্দেহে আমরা দরিদ্র আর তোমাদের অর্থ আমাদের প্রয়োজনাদী নিবারন করতে পারে, তথাপি অল্প স্বল্প যা আমাদের নিকট আছে তা আমরা খোদা তাআলার রাস্তায় ব্যায় করা পছন্দ করব। এ ভাবে তারা চাঁদার ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভূক্ত হ'ল আর আজও তারা আল্লাহ্ তাআলার ফযলে চাঁদার ব্যবস্থাপনার অন্তভূক্ত রয়েছে।

সুতরাং এরা হচ্ছে ঐসকল লোক যারা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে প্রত্যেক ধরনের কুরবানী করে যাচ্ছে, নগন্য কুরবানীও, বড় কুরবানীও। আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের ফল সমূহকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে চলছেন। জামাতে আর্থিক কুরবানীর একটি রূহ না কেবল প্রতিষ্ঠিত বরং প্রতি নিয়ত বেড়ে চলছে। নতুন আহমদীগণও এতে এগিয়ে যাচ্ছে।

ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা যা প্রথমে কেবল পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যই মনে করা হোত অর্থাৎ এ কুরবানীতে কেবল পাকিস্তানের আহমদীগণই অন্তর্ভূক্ত হতো। অতঃপর চতুর্থ খিলাফতে এটি সারা পৃথিবীর জন্য সাধারণ করে দেয়া হয়েছে। ধনী দেশ সমূহ অর্থাৎ পশ্চিমা দেশ সমুহ থেকে আর অন্য উন্নত দেশ সমূহ থেকে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায়ের বড় উদ্দেশ্য এটা ছিল, ইন্ডিয়া এবং আফ্রিকার কতক দেশ যাদের খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছিল আর জামা'তের অধিকাংশই নওমোবাইন ছিল, যাদের তখনও আর্থিক ব্যবস্থাপনার সঠিক

ধারনা ছিল না, তাদের প্রয়োজনাদী নিবারন, মসজিদসমূহ নির্মাণ এবং অন্যান্য খরচ সমূহে এ অর্থ ব্যয় করা। কিন্তু আপনারা দেখেছেন, আমি যে ঘটনাসমূহ বর্ণনা করেছি, এখন স্বয়ং নওমোবাইনগণও কিভাবে কুরবানীতে অগ্রসর হচ্ছে। আর তাদের নিজেদের কুরবানীতে অগ্রসর হওয়াতে সেখানকার প্রয়োজনাদী কিছুটা নিবারণ হচ্ছে, কিন্তু সেই সাথে নতুন মিশনও খোলা হচ্ছে তাই ধনী বা প্রাশ্চাত্য দেশসমূহ থেকে ওয়াকফে জাদীদের যে চাঁদা নেয়া হয়ে থাকে তা অন্য নতুন পরিকল্পনা সমূহে খরচ করা হবে, যেখানে প্রয়োজনাদী বৃদ্ধি পাচ্ছে, মসজিদ ও মিশন হাউজ নিমার্ণ হচ্ছে এবং বই-পুস্তক ছাপা হচ্ছে। পশ্চিমা দেশ সমূহের আহমদীগণ এই যে কুরবানী সমূহ করছেন তাতে তাদের স্বীয় দেশের জামা'তী প্রজেক্ট এবং কাজ সমূহকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ব্যাপকতা সৃষ্টিতে সেখানে সহায়তা হচ্ছে। দরিদ্র দেশসমূহেও আহমদীয়াতের উন্নতিতে সহায়ক হচ্ছে। ধনী দেশসমুহের সদস্যগণ ব্যক্তিগত ভাবেও সাধারন যে কুরবানী করছেন, তা জামা'তে সমষ্টিগত ভাবে ভারী বর্ষনের ফল সৃষ্টি করছে, আল্লাহ্ তাআলা সর্বদা এগুলোকে কবুল করুন।

যেভাবে সবাই জানেন, পহেলা জানুয়ারী থেকে ওয়াকফে জাদীদের বছর আরম্ভ হয়ে থাকে, আমি বেশির ভাগ যে দৃষ্টান্ত সমূহ উল্লেখ করেছি তা হচ্ছে ওয়াকফে জাদীদের। আজকের খুতবায় ওয়াকফে জাদীদের নতুন বছরের ঘোষণা দেয়া হবে আর বিগত বছরের কিছু পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হবে। আল্লাহ্ তাআলার ফযলে ওয়াকফে জাদীদের এটি ৫৩ তম বছর ৩১ শে ডিসেম্বর শেষ হয়েছে আলহাদুলিল্লাহ, এ বছর আল্লাহ্ তাআলার বড় ফযল হয়েছে, আর জামা'ত ওয়াকফে জাদীদে ৪১ লক্ষ ৮৩ হাজার পাউন্ড এর উপর কুরবানীর সৌভাগ্য লাভ করেছে। আল্লাহ্ তাআলার ফযলে বিগত বছরের তুলনায় এ কুরবানী ৬ লক্ষ্য ৬৪ হাজার পাউন্ডের বেশি। বিগত ঐতিহ্য অনুযায়ী এ কুরবানীতে পাকিস্তানই প্রথম স্থানে রয়েছে, এরপর আমেরিকা, যুক্তরাজ্য অতঃপর জার্মানী। আল্লাহ্ তাআলার ফযলে গত বছরের তুলনায় যুক্তরাজ্য ১ লক্ষ্য পাউন্ড আদায় বেশি করেছে। জার্মানীও যুক্তরাজ্যের উপরে আসার পূর্ণ চেষ্টা করেছে। এবার তারা ওয়াকফে জাদীদে ২ লক্ষ্যের বেশি ইউরো আদায় করেছে। কিন্তু অবস্থান বিগত বছরের স্থানেই রয়েছে। অতঃপর কানাডা, ইন্ডিয়া, অষ্ট্রেলিয়া। অষ্ট্রেলিয়ার অবস্থান এক ধাপ উপরে এসেছে। ইন্দোনেশিয়া, বেলজিয়াম এবং দশম স্থানে সুইজারল্যান্ড।

স্থানীয় মুদ্রাতে বিগত বছরের তুলনায় অধিক (চাঁদা) আদায়কারী পাঁচটি জামা'ত, প্রথম জার্মানী তারা ৩৩ শতাংশ আদায় বৃদ্ধি করেছে অতঃপর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া অতঃপর বেলজিয়াম।

জন প্রতি আদায়ের দিক থেকে আমেরিকা প্রথম স্থানে রয়েছে। তাদের জন প্রতি চাঁদা আদায় হয়েছে ৮১ পাউন্ডের উপর। অতঃপর সুইজারল্যান্ড ৪৮ পাউন্ড এর পর আয়ারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য অতঃপর জাপান, ফ্রান্স, কানাডা, স্পেন ইত্যাদিও যথেষ্ঠ চেষ্টা করেছে। আফ্রিকাতে আদায়ের দিক থেকে প্রথম পাঁচটি জামা'ত হচ্ছে, ঘানা, নাইজেরিয়া, মরিশাস, চতুর্থ বরকিনাফাসু এবং পঞ্চম বেনিন।

এ বছর ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায় কারীর সংখ্যা ২৫ হাজার বৃদ্ধি পেয়েছে। এরূপে সামগ্রিক সংখ্যা (দাঁড়িছে) ৬ লক্ষ্যের অধিক। তবে আমি যেভাবে বলেছি, নাইজের এবার চেষ্টা করেছে অথচ তারা ছোট এবং সম্পূর্ণ নতুন জামা'ত, আদায়কারীর সংখ্যা ১৬ হাজার বৃদ্ধি করেছে। আফ্রিকার অবশিষ্ট জামা'তগুলো যদি চেষ্টা করে তাহলে এ সংখ্যা আরও অনেক বৃদ্ধি পেতে পারে। আগত বছরের জন্য আমি ঘানা এবং নাইজেরিয়াকে বলছি, নূন্যতম আরও ৫০ হাজার সদস্য বৃদ্ধির টার্গেট নিন। তাদের সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্ তাআলার ফযলে এটি সম্ভব।

অত:পর পাকিস্তানের যে ফলাফল রয়েছে সে অনুযায়ী প্রথম লাহোর, করাচী এবং রাবওয়া। রাবওয়া এবং করাচীর পার্থক্য এত অল্প যে যদি রাবওয়া পুর্বে জানতো তাহলে সম্ভবত কোন এক ব্যক্তি আদায় করে দিত, সম্ভবত ৪-৫ হাজার রূপির পার্থক্য হবে।

সাবালকদের মধ্যে দশটি জেলা শিয়ালকোট, রাওয়ালপিন্ডি, ফয়সালাবাদ, ইসলামাবাদ, শেখোওপুরা, গুজরানেওয়ালা, সারগোদা, মুলতান,গুজরাট এবং উমরকোট।

আতফালদের মধ্যে প্রথম লাহোর, দ্বিতীয় করাচী, তৃতীয় রাবওয়া, আতফালদের প্রথম দশ জেলা শিয়ালকোট, রাওয়ালপিন্ডি, ফয়সালাবাদ, ইসলামাবাদ, শেখোওপুরা, গুজরানেওয়ালা, নরওয়াল, গুজরাট, উমরকোট এবং দশম স্থানে হায়দারাবাদ।

আমেরিকার প্রথম পাঁচটি জামা'ত লস এঞ্জেলিস, ইনলেন্ড এমপাইয়ার, সেলিকানভেলী, ডেট্রয়েড, সিকাগু ওয়েস্ট এবং বোষ্টন।

যুক্ত রাজ্যের দশটি জামা'ত ওয়েস্টারপার্ক, মসজিদ ফযল, রেঞ্জপার্ক, বার্মিং হাম ওয়েস্ট, ওয়েস্ট হিল, ব্রেডফোর্ট নার্থ, ভেকেসলে এন্ড গ্রীন ওয়াচ্, মাসজিদ ওয়েস্ট এবং দলোর হেমপটান।

আদায়ের ক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য রিজিওন সমূহ মিডলেন্ড রিজিওন, সাউথ রিজিওন, লন্ডন রিজিওন, মিডেল সেক্স রিজিওন এবং ইসলামাবাদ রিজিওন।

জার্মানীর পাঁচটি জামাত হ্যামবার্গ, ফ্লেঙ্কর্ফোট, গ্রত্তস গিরাও, ব্যাসবান এবং ডারমাসন্ড।

চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে জার্মানীর উল্লেখ যোগ্য জামা'ত সমুহ- রোডার মার্ক, নওয়েস, ব্রোকসাল, মোরফিল্ডন (জার্মানবাসীগণ নিজেরা এ শহর গুলোর উচ্চারণ সঠিক করে নিবেন) রোডস্ হায়েম, মেহেদি আবাদ, ব্রেমান, নিদার রোডেন, ওয়ালডেফ, ওয়ায়েন গার্ডেন।

কানাডা আতফাল এবং সাবালকদের দপ্তর পৃথক করে রেখেছে। অন্যান্য দেশসমূহ যেখানে ব্যবস্থাপনা ভালোভাবে establiesh হয়ে গেছে তাদেরকেও আমি এটি প্রতিষ্ঠিত করতে বলেছিলাম। কিন্তু জার্মানী, আমেরিকা এবং যুক্তরাজ্য আতফাল ও খোদ্দামদের দফতর পৃথক পৃথক রাখার চেষ্টা করতে পারেনি। কিন্তু যাই হোক কানাডা সংরক্ষণ করেছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমানে পাকিস্তানের পর কানাডা যারা পৃথক রেকর্ড সংরক্ষণ করেছে। এ চাঁদায় সাবালকদের মধ্যে মারকাম, পিস ভিলেজ সাউথ, ওয়েস্টার্ন, আয্লঙ্গটন, কেলগেরী সাউথ, ওডবার্জ। কানাডায় আতফালের দপ্তরের জামা'ত গুলো- ওয়েস্টার্ন সাউথ, ওয়েস্টার্ন নর্থওয়েস্ট, ওয়েস্টার্ন আয্লঙ্গটন, মার্কাম, পিস ভিলেজ সাউথ।

ইন্ডিয়ার জামা'ত সমূহ- কেরালা, জাম্মু কাশ্মীর, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রাপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, কার্নাটাক, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, রাজ্যস্থান, দিল্লী। প্রথমে আমি প্রদেশ গুলো উল্লেখ করেছিলাম এখন জামাত গুলো হচ্ছে,

তাদের উল্লেখ যোগ্য জামা'ত সমূহ- কালি কাট, কেনা নূর টাউন, হায়দ্রাবাদ, কাদিয়ান, চেননাই, কলকাতা, কেরোলাই, ব্যাঙ্গালোর, পাঞ্জগাড়ী, কমিউটার, আসনূর।

আল্লাহ্ তাআলা এ নতুন বছরে কুরবানী কারীদের সামর্থ্যকে বৃদ্ধি করুন। যারা বিগত বছর গুলোতে কুরবানী করেছেন তাদের সম্পদ এবং আত্মায় অগণিত বরকত দান করুন, তারা যেন পূর্বের চেয়ে অধিক কুরবানীকারী হতে থাকেন।

একটি দু:খ জনক সংবাদ, জার্মানীর মোকাররম হেদায়াত উল্লাহ্ হিওবশ সাহেব ৪ঠা জানুয়ারী মঙ্গলবার মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রা'জিউন। তিনি ১৯৪৬ সালে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। এ হিসাবে তাঁর বয়স প্রায় ৬৪ বা ৬৫ বছর হতে পারে। যদি (বৎসরের) প্রথমে (জন্ম) হয়ে থাকে তা হলে ৬৪ বৎসর, হ্যাঁ প্রায় ৬৫ বৎসর। তিনি ফ্রেঙ্কফোর্টে শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৭৪ সালে মরিশাসের এক মহিলার সাথে তাঁর বিয়ে হয় সেই ঘরে তাঁর একটি মেয়ে আছে। তাঁর এ স্ত্রী ১৯৮৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন। অত:পর তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে কাদিয়ানের দরবেশ সাঈদ আহমদ মাহার সাহেবের মেয়ের সাথে হয়। সেই ঘরে তিন ছেলে ও তিন মেয়ে রয়েছে। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও ত্যাগী আহমদী ছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি কিভাবে ইসলাম কবুল করি'? সেই ঘটনার বর্ণনাদেন, 'একদিন নিজের মায়ের ঘরে বসা ছিলাম একটি শুভ্র আলো কাঁদের উপর দিয়ে আলমারির দিকে যেতে দেখি, সেখানে শতশত বই সারিবদ্ধভাবে সাজানো ছিল, সেই আলো একটি বই এর নিকট এসে থেমে গেল।' যখন তিনি সেই বইটি বের করে দেখলেন, সেটি কুরআনের জার্মান অনুবাদ ছিল। তিনি কুরআন করীমটিকে নিজের হাতে নিয়ে পড়া আরাম্ভ করলেন, আর কুরআনের কিছু অংশ পড়ার সাথে সাথেই তার বিশ্বাস জন্মালো খোদা তাআলা নিজের কিতাবের মাধ্যমে বলছেন, এটি সত্য কিতাব আর আমার এটি গ্রহণ করা উচিত, অতএব ইসলাম কবুল করলেন। এ চিন্তা আসার পরেই তিনি মসজিদের অনুসন্ধান শুরু করে দিলেন আর মসজিদ নূরের সন্ধান পেলেন এভাবে জামা'তের সাথে সম্পর্ক হলো আর সিলসিলার মোবাল্লেগ মরহুম মোকাররম মাসূ'দ জেহ্‌লমী সাহেবের সাথে সম্পর্ক হলো। তিনি অত্যন্ত আদর ও ভালবাসার সাথে তাকে ইসলাম এবং আহমদীয়াতের পরিচয় করান। ১৯৬৭ সনে বয়আত করে সিলসিলাহ আলিয়া আহমদীয়ায় দাখেল হন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাঁর নাম হেদায়েত উল্লাহ রাখেন। ১৯৭০ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) যখন ফ্রেঙ্কফোট আসেন তখন সেখানে তাঁর হুযূরের সাথে সাক্ষাৎ হয়।

জার্মানীর আমীর সাহেবও তাঁর মাধ্যমে আহমদী হয়েছেন তিনি তাঁকে অনেক তবলীগ করেন। কেননা তিনি (আমীর সাহেব) সত্যের সন্ধানে কাদিয়ানে গিয়েছিলেন আর ইনিও সেখানে ছিলেন। তিনি তাকে সাথে নিয়ে সমস্ত কাদিয়ান ঘুরেন আর তবলীগ করেন। তিনি সবসময় তাঁর অনুবাদক হিসেবে আর খলীফাগণের অনুবাদক হিসেবে খেদমত করতে থাকেন। তিনি অত্যন্ত দরবেশ গুণের অধিকারী এবং নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। খোদার উপর ভরসায় তিনি শীর্ষ মার্গে পৌঁছে গিয়েছিলেন অর্থাৎ আমি মনে করি তিনি পিছনে এসেও খোদার উপর ভরসা, ঈমান, বিশ্বাস, বিশ্বস্ততা ভালবাসা এবং নিষ্ঠায় অনেকের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গিয়েছেন। তাঁর আহমদীয়া খিলাফতের সাথে ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল অর্থাৎ কোন বিষয়ে সামান্য পরিমাণ মতভেদও করতে চাইতেন না। MTA তে কোন বিষয়ে খলীফার খুতবা বা যুগ খলীফার কোন প্রোগ্রাম আসলে তৎক্ষণাত বাচ্চাদের চুপ করিয়ে দিয়ে নিরবে শুনতে বলতেন আর নিজেও শুনতেন। নামাযে অতি উচ্চ মার্গের মনোনিবেশ ছিল, তাহাজ্জুদ আর নফল আদায়কারী ছিলেন।

আমার স্মরণ আছে গত বছর আমি সেখানে একদিনের শুরা আহবান করি। সেখানে জামা'তের পক্ষ থেকে জার্মান ভাষায় একটি পত্রিকা ছেপে ছিল কিন্তু সেটিতে এমন বিষয় বস্তু ছিল যা কয়েক জনের ভুল-ভ্রান্তি সংক্রান্ত ছিল। যাই হউক এ বিষয়ে আলোচনা চলছিল আর আমার নিকট সেই ভুল-ভ্রান্তি যথার্ত মনে হচ্ছিল। অথচ হেদায়ত উল্লাহ সাহেবের সেই পত্রিকায় বড় ভূমিকা ছিল। তাঁর আকাঙ্খা ছিল, নিজের এবং মেয়েদের কিছু প্রবন্ধও ছিল, অন্যরা এ পত্রিকার স্বপক্ষে বলে এ প্রবন্ধগুলোকে যথার্ত স্বাব্যস্থ করার চেষ্টা করছিল কিন্তু হেদায়াত উল্লাহ সাহেব দাঁড়ালেন আর প্রথম কথা এটিই বললেন, যে ভুল গুলো আপনারা চিহ্নিত করছেন, এগুলো সম্পূর্ণ যথার্ত, আমি এর জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। এটিই ভাল যে, এতে আরও চিন্তা ভাবনা করা উচিত। কোন রূপ উচ্চ বাচ্চ ছিল না যে, এটি হওয়া উচিত, ঐটি হওয়া উচিত। কোন ধরনের কোন প্রস্তাব নয় যে, এখন আমি কি বলছি। Simple স্বীকার উক্তি ছিল, আমাদের থেকে ভুল হয়েছে আর আমরা ক্ষমা চাচ্ছি, এ ছিল তার মাঝে প্রেরণা। ঐ বছর কুরবানীর ঈদ আমি সেখানে করি, তিনি বিশেষ করে জোর দিয়ে আমাকে তাঁর ঘরে ডাকেন আর নিজের বাড়ীর সব কক্ষ, নিজের লাইব্রেরী দেখান। ঘরের সকলেই আনন্দিত ছিলেন, তাঁর আনন্দ দেখার মত ছিল যা তাঁকে অন্যদের থেকে পৃথক করছিল। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে ধর্ম সেবার প্রভূত তৌফিক দিয়েছিলেন। জার্মান ভাষায় ইসলাম সম্পর্কে অনেক বই লিখেছেন। মিডিয়ার সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। অন্যদের মাঝে গিয়ে বিভিন্ন মিডিয়াতে অনেক ধরনের প্রশ্ন-উত্তর সভা করতেন। জার্মান জামা'তের প্রেস সেক্রেটারী হিসাবেও তিনি দীর্ঘ সময় সেবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। একজন জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব ছিলেন, বলা যেতে পারে এক জন মু'মিন হিসাবে মানুষের মধ্যে যে ধরনের বিশেষত্ব থাকা প্রয়োজন তার প্রত্যেক ধরণ তার মধ্যে ছিল। জার্মানীর এম.টি.এ. স্টোডিওর একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন আর তাঁকে জার্মান প্রোগ্রামের প্রাণ মনে করা হতো। তিনি জার্মান ভাষায় তবলীগ ও তরবিয়তী পুস্তক-পুস্তিকার একটি বড় ভান্ডার জামা'তের জন্য রেখে গেছেন।

জার্মানের সংবাদপত্র সমূহে ও বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে ইসলাম এবং আহমদীয়াতের মতবাদ জোড়ালো ভাবে উপস্থাপনের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। জার্মান ভাষার পাশা-পাশি ইংরেজীতেও তাঁর দক্ষতা ছিল। জার্মান এবং ইংরেজী উভয় ভাষায় নযমও লিখতেন। ইদানিং তিনি জামেয়া আহমদীয়ায় জার্মান ভাষা পড়াচ্ছিলেন আর অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এই দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন। যেভাবে আমি বলেছি, তিনি নযম লিখতেন, অনেক ভালো কবি ছিলেন। তাঁর কবিতার বইও ছেপেছে। জলসায় বক্তৃতাও করতেন। কুরআন করীমের সাথে তাঁর গভীর ভালোবাসা ছিল।

আল্লাহ তাআলার স্বত্তায় অত্যধিক ভরসা ছিল, কোন কষ্ট বা অসুবিধায় একটিই জবাব হতো, দোয়া কর। পাঁচ বেলা নামায আদায় ছাড়াও নফল এবং তাহাজ্জুদেরও বিশেষ ব্যবস্থা করতেন, আর্থিক কুরবানীর দিকেও দৃষ্টি থাকতো। তার মেয়ে আমাকে লিখেন, কখনও কোন সমস্যা হলে তাঁর প্রথম উত্তর এই হতো যে, যুগ খলীফাকে দোয়ার জন্য পত্র লিখ, আর নিজেও দোয়াতে লেগে যাও। এটিই একমাত্র সমাধান।

জামা'তের বাইরে তাঁর লেখা রচনা সমূহের মধ্যে জার্মান ভাষায় আঁ-হযরত (সা.)-এর শিক্ষা সমূহের দুইটি এডিশন রয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে ৯৯টি প্রশ্নের উত্তর, এটিরও কয়েক ভাষায় অনুবাদ হয়ে গেছে। অতঃপর ইসলামে নারীর মর্যাদা, এটি তৃতীয় বই, এতে কিছু প্রশ্ন আর সেগুলোর উত্তর রয়েছে। তদ্রূপ ইসলামে "জান্নাত এবং জাহান্নামের দৃষ্টিভঙ্গি"। এছাড়া আহমদীয়াতের বাহিরে বিভিন্ন বিষয়ে আরও অনেক বই আছে যা প্রায় ১২ টি হবে তা ছাপা হয়েছে। জামা'তী ভাবে তাঁর যে বই আছে সেগুলোর সংখ্যা প্রায় ৪টি। এছাড়া ম্যাগাজিন, যার মধ্যে কাদিয়ান দারুল আমান অত:পর মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কে বই, ইসলামে নারী জাতির ভূমিকা, ইসলামী নযমের সংকলন। এছাড়া জামা'তী ম্যাগাজিনে নিয়মিত তাঁর প্রবন্ধ থাকতো। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর লিখা পুস্তিকার সংখ্যা প্রায় ১২০টি। টিভি প্রোগ্রাম ও টকশোতে অংশ নিতেন। জার্মানের একজন প্রসিদ্ধ ইহুদীর প্রোগ্রাম, বিষয় বস্তু ছিল, 'ইসলাম কত ভয়াবহ ধর্ম'? তিনি এতে অংশগ্রহণ করেন আর ইসলামের সুরক্ষা করেন। অতঃপর তার একটি টকশো ছিল, 'ইসলাম গ্রহণকারী কি উগ্রপন্থী'? এতেও তিনি বড় ইতিবাচক ভূমিকা রাখেন। বস্তুত: তাঁর অনেক টিভি প্রোগ্রাম ছিল। জাতীয়, আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক, গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যান ব্যক্তিবর্গ, সাহিত্যিক, সাংবাদিকদের সাথেও তাঁর সম্পর্ক ছিল। ইসলামের সমালোচক ছাড়া সংবাদপত্র, পত্রিকা এবং প্রকাশকদের সাথেও সম্পর্ক ছিল। জার্মানীর খ্যাতনামা বড় সংবাদপত্র, দৈনিক ডিওয়েল (Diewell) তাঁর প্রবন্ধ সমূহ ছাপছিল।

তাঁর মৃত্যুতে জার্মানীর ১৬টি সংবাদ পত্র সংবাদ প্রকাশ করেছে, এতে কয়েকটি জাতীয় সংবাদপত্রও অন্তভূর্ক্ত আছে। অনেকগুলো প্রবন্ধে তাঁকে প্রখ্যাত মুসলমান ব্যক্তিত্ব হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। হেসিন প্রদেশের ধর্মীয় ঐক্য বিষয়ক মন্ত্রী তাঁর সম্পর্কে লিখেন, তিনি ইসলাম গ্রহণকারীগণের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। ফ্রেঙ্কফোর্ট নিউ প্রেস লিখেছে, তিনি একজন কবি এবং মোবাল্লেগ ছিলেন। সাহিত্যে নবেল পুরুস্কার প্রাপ্ত গেন্টার গ্রাস (Gunter Grass) তাঁকে ১৯৬০ দশকের মহান লেখক হিসাবে উল্লেখ করেছেন। সর্ব শেষ নযম যা তিনি লিখেছিলেন, সেটিতে আঁ-হযরত (সা.) এর অত্যন্ত সম্মানের সাথে কর্তৃজ্ঞতা প্রকাশ করেন, 'তাঁর (সা.)-এর বদৌলতে আমি সত্য ও পবিত্র ধর্ম গ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি, আর সিরাতে মুসতাকিমে চলার সৌভাগ্য লাভ করেছি'। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পদমর্যাদা উন্নত থেকে উন্নত করুন'।

যেভাবে আমি বলেছি তাঁর এক স্ত্রী আর আট সন্তান রয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাদেরও তত্ত্বাবধানকারী হউন। সর্বদা নিজের হেফাযত এবং আশ্রয়ে রাখুন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সন্তানদেরও তাঁর প্রদাঙ্ক অনুসরনে চালান। মেয়েদের মধ্যে এক দুই জন জামা'তের সেবায় নিয়োজিত, সকল সন্তানগণ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী জামা'তের সেবাকারী হউন আর তিনি যে বিশ্বস্থতার সম্পর্ক জামা'ত এবং খলিফার সাথে রেখেছিলেন আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সন্তানদেরও এতে উন্নতি করার তৌফিক দিন।

তদরূপভাবে আমি জার্মানের আহমদীদের, যুবক শ্রেণীদের বলছি, তিনি জার্মান হওয়া সত্তেও আহমদী মুসলমান হওয়ার যথাযথ দায়িত্ব পালন করেছেন তাই আপনারাও তার প্রদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার চেষ্টা করুন। জার্মানী এবং ইউরোপের যেখানেই ইসলামের প্রতিরক্ষার প্রয়োজন সেখানে সম্মুখে অগ্রসর হউন, জ্ঞান অর্জন করুন, শিখুন আর তাদের ভাষায় সেগুলোকে বর্ণনা করুন আর ইসলামের হেফাযত করুন। কেবল সুরক্ষা নয় বরং ইসলামের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে সকল ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করুন।

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কারও করতে চাই, যেভাবে আমি বলেছি হেদায়াত উল্লাহ্ সাহেব অনেক গুণের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু অনেক সময় কতক মানুষ কারও মর্যাদাকে এমন ভাবে বর্ণনা করে যে, এতে অন্যদের মনে কতক প্রশ্ন উদয় হতে থাকে। কতক জায়গা থেকে এ ধারণাও এসেছে যে, মঙ্গলবার যে সূর্য গ্রহণ হয়েছিল সম্ভবত সেই সূর্যগ্রহণের সময় সেটি ছিল যা তাঁর মৃত্যুর সময় ছিল অথবা সেই সূর্য গ্রহণেরও মৃত্যুর সাথে কোন সম্পর্ক ছিল, এ ধরনের বিষয়াদীর ইসলামে কোন অবকাশ নেই।

একটি হাদিসে এসেছে, হযরত মুগিরা বিন শুয়েবা বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.)-এর যুগে তাঁর সন্তান ইব্রাহীমের মৃত্যুর দিনে সূর্য গ্রহণ হয়েছিল, তাই অনেক মানুষ বলতে লাগল সূর্য গ্রহণ ইব্রাহীমের মৃত্যুর কারণে লেগেছে। এতে রাসূল (সা.) বলেন, সূর্য এবং চন্দ্র কারো মৃত্যু বা জীবনের জন্য গ্রহণ লাগে না, যখন তোমরা গ্রহণ দেখবে তখন নামায পড়বে এবং দোয়া করবে, (বুখারী, কিতাবুল কাসূফ, বাব আস্‌সালাতো ফি কাসূফিশ্ শামছে)।

তোমাদের কাজ কেবল এটি। সুতরাং কখনও গ্রহণ দেখলে এটি হচ্ছে আসল প্রদ্ধতি যা আঁ-হযরত (সা.) বলেছেন, কাসূফ ও খাসূফ এর নামায পড়।

পৃথিবীতে এই দিনে আরও অনেক মানুষ মৃত্যুবরণও করে থাকবে, জন্মগ্রহণও করে থাকবে। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে কোন না কোন মর্যাদা দিয়ে থাকে। সে জন্য প্রত্যেকে নিজ নিজ নিকটস্থ, ভালোবাসার পাত্র সম্বন্ধে এটিই বলবে, চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ অমুকের মৃত্যুতে বা অমুকের জন্ম নেয়াতে হয়েছে। এতে ভুল ধরনের বিদা'তের রাস্তা উন্মুচিত হয়। এ কারণে আহমদীদের সর্বদা এগুলো এড়িয়ে চলা উচিত। কেবল তাই করুন যা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন।

এছাড়া একটি দোয়ার তাহরীকও করতে চাচ্ছি, গত কাল আহমদী বিরোধীরা পূণরায় মরদানে আমাদের কতক আহমদীদের উপর গুলিবর্ষণ করে যার কারণে আমাদের এক যুবক মিয়া ওজিহ আহমদ নো'মান যিনি মরদানের মিয়া বশির আহমদ সাহেবের ছেলে, তাঁর বয়স ২৫ বছর। তাঁর কমরে গুলি লাগে। আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাদিন আছে। আল্লাহ্ তাআলা তাকে দ্রুত পূর্ণ আরোগ্য দান করুন এবং শত্রুদেরও কৃতকর্মের শাস্তি দান করুন।

অনুবাদ: মওলানা বশীরুর রহমান

মুরব্বি সিলসিলাহ

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন ও চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ

মূলঃ ড. সালেহ মুহাম্মদ আলাদিন
প্রফেসর, জ্যোতির্বিদ্যা বিভাগ, ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি, হায়দ্রাবাদ, ইন্ডিয়া
ভাষান্তরঃ সিকদার তাহের আহমদ

বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে শেষ যুগে একজন মহান সংস্কারকের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। আমাদের নেতা ও মনিব মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর একটি সুপ্রসিদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলবো যা রাসূল (সা.)-এর সত্যতা অনুধাবনে একজন সত্যান্বেষীর কাজে আসতে পারে। ভবিষ্যদ্বাণীটিতে বলা হয়েছে,

মাহদীর আবির্ভাবের নিদর্শন হিসেবে রমযান মাসের নির্দিষ্ট দিনে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হবে।

হাদীস শাস্ত্রের একজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব হযরত আলী বিন উমর আল-বাগদাদী আদ্-দারকুত্নী (৯১৮-৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ ৩০৬-৩৮৫ হিজরী) নিম্নোক্ত হাদীসটি তার সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করেন। এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত ইমাম বাকের মুহাম্মদ বিন আলী, পিতাঃ হযরত ইমাম জয়নুল আবেদিন (রহ.)। হাদীসটি হচ্ছেঃ

"নিশ্চয় আমাদের মাহদীর সত্যতার এমন দু'টি লক্ষণ আছে, যা আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি আজ পর্যন্ত অন্য কারো সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ প্রদর্শিত হয়নি। একই রমযান মাসে (চন্দ্র গ্রহণের) প্রথম রাত্রিতে চন্দ্র গ্রহণ হবে এবং (সূর্য গ্রহণের) মধ্যম তারিখে সূর্য গ্রহণ হবে।" [সুনান দারকুত্নী, কিতাবুল ইদায়েন, অধ্যায়: সালাতুল কসুফ ওয়াল খুসুফ ওয়া হায়তাহুমা]

শিয়া ও সুন্নী উভয় ফির্কা সংকলিত হাদীস গ্রন্থগুলোতে এই লক্ষণাবলীই বর্ণিত রয়েছে। প্রখ্যাত মুসলিম মনীষীরা তাদের গ্রন্থাবলীতে এই লক্ষণাবলী উল্লেখ করে আসছেন। এ ভবিষ্যদ্বাণীটি যে সকল পবিত্র গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে, এদের কয়েকটির নাম নিম্নেবর্ণিত হলো:

১. ফতোয়া হাদিসিয়া– আল্লামা শেখ আহমদ শাহাবউদ্দীন ইবনে হিজরুল হাইসমী।

২. ইকমাল-উদ-দ্বীন। ৩. বেহারুল আনোয়ার। ৪. হুজাজুল কিরামা– নওয়াব সিদ্দিক হাসান খাঁন। ৫. মকতুবাত-এ-ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদ আলফ-এ-সানী (রহ.)। ৬. কিয়ামত নামা ফারসী– হযরত শাহ্ রফিউদ্দিন মুহাদ্দিস, দিল্লী। ৭. আকায়েদুল ইসলাম– মওলানা আব্দুল হক মুহাদ্দিস, দিল্লী। ৮. ইকতেরাবুস সায়াত– নওয়াব সিদ্দিক হাসান খাঁন। ৯. আহওয়ালুল আখিরাত– হাফিজ মুহাম্মদ, লাখোকে, ইত্যাদি।

পবিত্র কুরআনে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণকে কিয়ামতের নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করার কারণে এই হাদীসটির গুরুত্ব অত্যধিক। কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ

"এবং চন্দ্রে গ্রহণ লাগবে আর সূর্য ও চন্দ্র উভয়কে (গ্রহণে) একত্রিত করা হবে।" [সূরা আল্ কিয়ামা: ৯-১০]

এই দৃষ্টিকোন থেকে বলা যায়, ভবিষ্যদ্বাণীটির ভিত্তি হচ্ছে পবিত্র কুরআন। আর পবিত্র কুরআনের এই আয়াতগুলোকে ব্যাখ্যার পাশাপাশি হাদীসটি উক্ত বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোকপাত করে।

বাইবেলের নতুন নিয়মে হযরত ঈসা (আ.) তাঁর দ্বিতীয় আগমনের চিহ্নাবলী হিসেবে বলেন যেঃ

"সূর্য অন্ধকার হবে ও চন্দ্র জ্যোৎস্নার কিরণ দেবে না।" [মথি ২৪: ২৯]

মহাত্মা সুরদাসজি এই ভবিষ্যদ্বাণীটি উল্লেখ করেছেন। যখন কল্কি অবতার আগমনের সময় হবে তখন চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ সংঘঠিত হবে। তিনি লিখেনঃ

"চন্দ্রে-সূর্যে গ্রহণ লাগবে এবং বহু রক্তপাত হবে"।

শিখদের ধর্মীয় গ্রন্থ ¸iæ MÖš' mv‡ne-এ উল্লেখিত হয়েছে :

"যখন মহারাজ নিষ্কলঙ্ক হিসেবে আগমন করবেন তখন চন্দ্র ও সূর্য তাঁকে সাহায্য করবে।"

সংক্ষেপে, অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থগুলোতেও চন্দ্র ও সূর্যের নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে। দারকুতনীর হাদীসে, যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, এর বর্ণনা আরো বিস্তারিতভাবে এসেছে। এখন এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

প্রাকৃতিক নিয়মে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ

প্রাকৃতিক নিয়মেই চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সংঘঠিত হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআন প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর প্রতি বার বার দৃষ্টি দিতে বলেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের পটভূমি নিয়ে আলোচনা করাটা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে। এতে হাদীসটি বুঝতে সুবিধা হবে। এই সৌরজগতে পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্র একই ধারার অংশ। পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত চমৎকারভাবে এই ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়েছেঃ

"পবিত্র তিনি, যিনি প্রত্যেক প্রকারের জোড়া সৃষ্টি করেছেন, ভূমি যা উৎপন্ন করে তা থেকে, তাদের নিজেদের মাঝ থেকে এবং সেগুলোর মাঝ থেকেও যেগুলো সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। আর রাত(ও) তাদের জন্য এক নিদর্শন যা থেকে আমরা দিনকে টেনে বের করি। এরপর তারা অকস্মাৎ অন্ধকারে ডুবে যায়। আর সূর্য এর নির্ধারিত গতিপথে ছুটে চলেছে। এটা মহা পরাক্রমশালী (ও) সর্বজ্ঞ (আল্লাহর) বিধান। আর চন্দ্রের জন্যও আমরা কক্ষপথ নির্ধারিত করে দিয়েছি। অবশেষে তা (কক্ষপথ অতিক্রম করতে করতে) খেজুর গাছের পুরাতন ডালের ন্যায় হয়ে ফিরে আসে। চন্দ্রকে ধরে ফেলার ক্ষমতা সূর্যের নেই এবং রাতও দিনকে ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে না। আর এরা প্রত্যেকেই (নিজ নিজ) কক্ষপথে ধাবমান রয়েছে।" [সূরা ইয়াসীনঃ ৩৭-৪১]

পবিত্র কুরআনের পাঁচটি আয়াত এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম আয়াতে একটি মৌলিক বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা সবকিছুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে রাত ও দিনের কথা যা পৃথিবীর আহ্নিক গতির কারণে সংঘটিত হয়ে থাকে। তৃতীয় আয়াতে সূর্যের গতিপথ এবং চতুর্থ আয়াতে চাঁদের গতিপথের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর পঞ্চম আয়াতে সূর্য, চন্দ্র, রাত এবং দিন– সব কিছুর কথা একসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চম আয়াতে এ বিষয়টির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে, সূর্য এবং চাঁদের পরিক্রমণ একটি সীমার ভেতর হয়ে থাকে।

বিজ্ঞানের সুবাদে আমরা জানি যে, পৃথিবী এবং চন্দ্র একে অপরকে প্রদক্ষিণ করে থাকে। একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে এক মাস। এই দু'টি একত্রিত হয়ে একটি জোড়া তৈরি করে। আবার পৃথিবী ও চন্দ্র একত্রে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। সূর্যের চতুর্দিকে একবার প্রদক্ষিণ করতে এক বছর সময় লাগে। এভাবে পৃথিবী-চাঁদ, সূর্যের সাথে মিলে একটি জোড়া গঠন করে। সৌর জগতে জোড়ার

ভেতরে অসংখ্য জোড়া দেখা যায়। সকল গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে সূর্য মহাজগতের কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে থাকে। এভাবে একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় লাগে প্রায় ২০ কোটি বছর। আমাদের সূর্যের মতো মহাবিশ্বে কোটি কোটি নক্ষত্র (স্টার) আছে। এগুলো সবই মহাবিশ্বের কেন্দ্রবিন্দুকে আবর্তন করে থাকে। তবে প্রদক্ষিণের ক্ষেত্রে সবগুলোর সমান সময় লাগে না, তারতম্য ঘটে। পবিত্র সেই সত্ত্বা যিনি সবকিছু জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।

পৃথিবীকে ঘিরে প্রদক্ষিণের একটি পর্যায়ে চাঁদ যখন পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে চলে আসে এবং এর ফলে যখন সূর্যের আলো চাঁদের বাধার কারণে পৃথিবীতে (একটি নির্দিষ্ট অংশে, পুরো পৃথিবীতে নয়) পৌঁছতে পারে না, তখন একে সূর্যগ্রহণ বলা হয়। আর যখন চাঁদ ও সূর্যের মাঝে পৃথিবী চলে আসে এবং পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়ে, তখন তাকে চন্দ্রগ্রহণ বলা হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসারে সূর্যগ্রহণ হয়, নতুন চাঁদের সময় আর পূর্ণিমার সময় চন্দ্রগ্রহণ হয়। অমাবস্যার সময় চাঁদ ও সূর্য একই দ্রাঘিমারেখায় অবস্থান করে। সকল নতুন চন্দ্র ও সকল পূর্ণিমাতে গ্রহণ ঘটে না। কারণ, গ্রহণের জন্য সূর্য, চাঁদ এবং পৃথিবীকে একই সরল রেখায় অবস্থান করতে হয়। সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর কক্ষপথ এবং পৃথিবীর চারপাশে চাঁদের কক্ষপথ যদি একই সমতলে থাকতো, তবে প্রতিমাসে দু'বার করে এগুলো একই সরল রেখায় অবস্থান করতো। আর এভাবে প্রতিমাসে একবার চন্দ্রগ্রহণ হতো এবং একবার সূর্যগ্রহণ হতো। আসলে দু'টি কক্ষপথের সমতলের মাঝে প্রায় ৫ ডিগ্রী পার্থক্য রয়েছে। এর ফলে একটি সৌর বছরে সর্বোচ্চ সাত বারের বেশি গ্রহণ হয় না। এর মধ্যে চার বা পাঁচটি সূর্যগ্রহণ এবং তিনটি বা দু'টি চন্দ্রগ্রহণ হয়। বছরে সর্বনিম্ন দু'টি গ্রহণ হতে পারে, আর এই দু'টোই সূর্যগ্রহণ। এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে হলে Spherical Astronomy এর বইপত্র দেখা যেতে পারে।

চাঁদের গতিপথ খুবই জটিল। প্রথমত পৃথিবীর চারপাশে চাঁদ ডিম্বাকৃতির কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে। এর ফলে, চাঁদের সঙ্গে পৃথিবীর দূরত্ব এবং চাঁদের গতি একটি নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়। পৃথিবীর তুলনায় আপেক্ষিক দৃষ্টিকোন থেকে চাঁদের গতি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে তখন যখন এটি পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটে চলে আসে। সূর্যের মধ্যাকর্ষণের ফলে চাঁদের পেরিজি অবস্থান [পৃথিবীর নিকটতম অবস্থান] প্রভাবিত হয়। এভাবে কখনো কখনো মাসের প্রথম দিকে চাঁদ অনেক বেশি গতিতে আবর্তন করে আবার কখনো কখনো মাসের শেষের দিকে বেশি গতি পায়। অনুরূপভাবে পৃথিবী-চাঁদ জোড়ার দূরত্ব এবং বেগের কারণে সূর্যের সঙ্গে এদের দূরত্ব পরিবর্তিত হয়ে থাকে একটি নির্দিষ্ট মাত্রায়। পবিত্র কুরআনের ভাষায় :

"সূর্য ও চন্দ্র এক হিসাব অনুযায়ী (নিজ নিজ কক্ষপথে) চলছে।" [সূরা আর্ রাহ্‌মান: ৬]

গ্রহণ সংঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রে দূরত্ব ও গতির পরিবর্তনের প্রভাব পড়ে। অর্থাৎ, কবে কখন গ্রহণ হবে তা নির্ভর হয় এগুলোর গতি ও দূরত্বের উপর।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা একই লাইনে আসার সময় হিসেবে মনে করেন চান্দ্রমাসের শুরুর সময়টিকে। তখন চাঁদকে আদৌ দেখা যায় না। ইসলামী বর্ষপঞ্জি (হিজরী) শুরু হয় চাঁদ দেখার মাধ্যমে। অর্থাৎ যখন কিনা চাঁদ খালি চোখে দেখা যায়। প্রথম দিন চাঁদ দেখা যাওয়া নিয়ে যে সমস্যা ও বিতর্ক সেই বিষয়ে অসাধারণ একটি বই লিখেছেন ড. মুহাম্মদ ইলিয়াস। বইটির নাম: A modern Guide to astronomical Calculations of Islamic Calendar, Times & Qibla. Published by Berita Publishing Kuala Lumpur 1984).

হিজরী পঞ্জিকা অনুসারে চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ হতে পারে। আর সূর্যগ্রহণ হতে পারে ২৭, ২৮ এবং ২৯ তারিখে। ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে চন্দ্রগ্রহণ হওয়ার কথা ছিল একই রমযান মাসের প্রথম রাতে এবং সূর্যগ্রহণ হওয়ার কথা ছিল মধ্যম দিনে। এর অর্থ হচ্ছে ১৩ই রমযানে চন্দ্রগ্রহণ এবং ২৮শে রমযানে সূর্যগ্রহণ সংগঠিত হবে।

এ সংক্রান্ত হাদীসটিতে চাঁদের জন্য 'কমর' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, 'হেলাল' নয়। চান্দ্র মাসের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাতের চাঁদকে 'হেলাল' বলা হয়। পক্ষান্তরে, চতুর্থ রাত্রি থেকে চাঁদকে 'কমর' বলে উল্লেখ করা হয়। [দেখুন, আকরাবুল মওয়ারিদ, খণ্ড: ২]। এভাবে, হাদীসে উল্লেখিত রমযান মাসের প্রথম রাত বলতে ১৩ রমযানই বোঝানো হচ্ছে, ১লা রমযান নয়। আর এই বিষয়টি 'কমর' শব্দের ব্যবহার দ্বারা সমর্থিত। এতে কোনো দ্ব্যর্থকতার সুযোগ নেই।

প্রতিশ্রুত মাহদী (আ.)-এর আগমন এবং ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা লাভ

উল্লিখিত হাদীসটি কীভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে তা এখন বর্ণনা করবো ।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত পবিত্র ব্যক্তিসত্ত্বার অধিকারী ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট। ইসলামের প্রতি বিরুদ্ধবাদীদের তীব্র ও প্রচণ্ড আক্রমণ এবং ইসলামের দূরাবস্থা দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হতেন। ইসলামের সেবায় ও কল্যাণে তিনি আত্মোৎসর্গ করেন। ইসলামের পুনরুজ্জীবনের জন্য তিনি অত্যন্ত কাতরভাবে দোয়া করেন। ১৮৮০ থেকে ১৮৮৪ সাল সময়কালে তার যুগান্তকারী গ্রন্থ 'বারাহীনে আহমদীয়া'-এর চার খণ্ড প্রকাশিত হয়। এটি একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। এতে ইসলামের সত্যতা প্রতিপাদনে, কুরআন ও হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় শক্তিশালী যুক্তি ও তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) প্রথম ঐশী বাণী লাভ করেন ১৮৭৬ সালে। ১৯০৮ সালে তার মৃত্যু পর্যন্ত বৃষ্টির ধারায় তিনি ওহী-ইলহাম লাভ করেন। ১৮৮২ সালে তিনি সর্বপ্রথম প্রত্যাদেশমূলক ওহী লাভ করেন যাতে তাঁকে ঐশী সংস্কারক হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হয়। এ সম্পর্কে তাঁকে এভাবে সম্বোধন করা হয়:

"হে আহমদ! আল্লাহ্ তোমাকে কল্যাণমণ্ডিত করেছেন। যা নিক্ষেপ করেছ তা তুমি নিক্ষেপ করো নি, বরং আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছেন। রহমান খোদা তোমাকে কুরআন শিখিয়েছেন যেন তুমি তাদেরকে সতর্ক করতে পারো যাদের পূর্বপুরুষদের সতর্ক করা হয়নি। আর যেন অপরাধীদের পথ চিহ্নিত ও পৃথক হয়ে যায়। তুমি বলো, আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং ঈমান আনয়নকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম।" [বারাহীনে আহমদীয়া, তৃতীয় খণ্ড]

তিনি নিম্নোক্ত ওহীও লাভ করেন:

"তাদেরকে বলে দাও, আমার সঙ্গে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য রয়েছে, তবে তোমরা কি বিশ্বাস করবে? তাদেরকে বলে দাও, আমার সঙ্গে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য রয়েছে, তবে তোমরা কি গ্রহণ করবে?" [বারাহীনে আহমদীয়া, তৃতীয় খণ্ড]

এই ঐশী নির্দেশ মোতাবেক তিনি হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হিসেবে দাবী করেন। এরপর খোদার নির্দেশে ১৮৮৯ সালের ২৩ মার্চ লুধিয়ানায় তিনি বয়আত গ্রহণ শুরু করেন আর এরই মাধ্যমে আহমদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত আলহাজ্ব মওলানা হাকীম নুরউদ্দিন (রা.), যিনি পরবর্তীকালে তাঁর (আ.) প্রথম খলীফা নির্বাচিত হন, তিনি সর্বপ্রথম তাঁর হাতে বয়আত গ্রহণ করেন। সেদিন মোট চল্লিশ জন বয়'আত গ্রহণ করেন। তারা সবাই ধর্মকে পার্থিব বিষয়ের উপর প্রাধান্য দেয়ার অঙ্গীকার করেন।

১৮৯০ সালের শেষের দিকে আল্লাহ্ তাআলা হযরত মির্যা সাহেবকে জানান, হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাঁর দ্বিতীয় আগমনের যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল সেটি পরিপূর্ণতা লাভ করেছে মির্যা সাহেবের আগমনের মধ্য দিয়ে। এ সম্পর্কিত ওহী-ইলহামগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে:

"আল্লাহ্‌র নবী মসীহ্, ঈসা ইবনে মরিয়ম মারা গেছেন এবং তাঁর পোশাকে এবং তার বৈশিষ্ট নিয়ে ঐশী অঙ্গীকার অনুসারে তুমি আগমন করেছো। আর আল্লাহ্‌র ওয়াদা অবশ্যই পূরা হয়ে থাকে।" [তাযকিরা]

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হযরত ঈসা (আ.)-এর দ্বিতীয় আগমনের এই ব্যাখ্যা লাভ করার পর হযরত মির্যা সাহেব (আ.) ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে দাবী করেন যে তিনি নিজেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী; যাঁর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। হযরত মির্যা সাহেব (আ.) তার দাবীর সমর্থনে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেন এবং গ্রন্থাদি রচনা করেন। যেমন, ফতেহ্ ইসলাম (ইসলামের বিজয়), তৌজিহে মারাম (লক্ষ্যবস্তুর বিশ্লেষণ) এবং ইজালায়ে আওহাম (সন্দেহের নিরসন)। হযরত মির্যা সাহেব (আ.) বলেন, মানুষের মাঝে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্যই আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে প্রেরণ করেছেন। তবে সমসাময়িক মোল্লারা তাঁর দাবী প্রত্যাখ্যান করে এবং চরম বিরোধিতা করে।

তাঁর রচিত 'নুরুল হক' বইটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ সালের প্রথম ভাগে। এটি আরবি ভাষায় রচিত পুস্তক। এতে তিনি (আ.) নিম্নোক্ত অনুরোধ করেন:

"হে আমার প্রভু! আমার এবং আমার জাতির মধ্যে সত্য সহকারে মিমাংসা কর, কেননা তুমিই উৎকৃষ্ট মীমাংসাকারী। হে আল্লাহ! স্বর্গ থেকে তথা তোমার পক্ষ হতে আমার জন্য, সাহায্য প্রেরণ করো। তোমার বান্দাকে এসব বিরোধিতার মুখে সাহায্য করো" [রুহানী খাযায়েন-: ৮ম খণ্ড পৃষ্ঠা: ৬]

হযরত মির্যা সাহেবের (আ.) বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলোর মধ্যে এটিও একটি অভিযোগ ছিল যে, রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়নি। তখন আল্লাহ্ তাআলা এই ঐশী নিদর্শন প্রকাশ করলেন। ১৩১১ হিজরী সনের (ইংরেজি ১৮৯৪) রমযান মাসে হাদীসে উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে নির্ধারিত দিন-তারিখে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়। এই গ্রহণ কাদিয়ান থেকে দেখা গেছে। এভাবে মহান আল্লাহ্ তা'লার এক অসাধারণ নিদর্শন প্রকাশিত হয়। ১৩ রমযান (২১ মার্চ, ১৮৯৪) সূর্যাস্তের পর চন্দ্রগ্রহণ হয় এবং ২৮ রমযান (৬ এপ্রিল ১৮৯৪), শুক্রবার সূর্যগ্রহণ হয়। বর্ষপঞ্জি বা পঞ্জিকাগুলো ছাড়াও সেই সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই সূর্য-চন্দ্র গ্রহণের সংবাদ প্রকাশিত হয়। যেমন, আজাদ পত্রিকা ও সিভিল অ্যান্ড মিলিটারি গেজেট। এখনও গ্রহণের তারিখ যাচাই করে দেখার সুযোগ রয়েছে। দেখুন, Oppolzer's Canon of Eclipses by Prof. T.R Von Oppolzer, Dover Publications New York, 1962. I Nautical Almanac, London of 1894. চাঁদের অবস্থানের ভিত্তিতে পরিচালিত হিসাব-নিকাশ থেকে দেখা যায় যে, চান্দ্র মাসে সংঘটিত এই গ্রহণ দু'টির তারিখ ছিল ১৩ এবং ২৮ রমযান।

১৩১১ হিজরীতে (মার্চ-এপ্রিল ১৮৯৪) সংঘটিত গ্রহণ দু'টির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য

এই আসমানী নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পরপরই হযরত মির্যা সাহেব (আ.) 'নুরুল হক' (সত্যের আলো) বইটির দ্বিতীয় খণ্ড রচনা করেন। এতে তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত মহানবী (সা.)-এর হাদীসে উল্লিখিত অসাধারণ ভবিষ্যদ্বাণীটির পরিপূর্ণতার বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করেন। এক্ষেত্রে তিনি (আ.) বিভিন্ন ওহী-ইলহামের আলোকে এবং হাদীসটির সঠিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে বলেন, মাহদীর যুগে চন্দ্রগ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট তিনটি রাতের প্রথম রাত্রিতে, অর্থাৎ ১৩ রমযান চন্দ্রগ্রহণ হবে; এবং সূর্যগ্রহণের জন্য নির্ধারিত তিন দিনের মধ্যে মধ্যম দিনে অর্থাৎ ২৮ রমযান সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.) গ্রহণের কয়েকটি বিশেষ দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যার মাধ্যমে এই নিদর্শনটি সহজেই অনুধাবন করা যায়। তিনি বলেন, হাদীসে উল্লিখিত প্রথম এবং মধ্যম শব্দ দু'টি দু'ভাবে পূর্ণ হয়েছে; অর্থাৎ তারিখ ও সময়ের নিরিখে। তিন রাত্রির মধ্যে শুধু প্রথম রাতেই চন্দ্রগ্রহণ হয়নি, বরং কাদিয়ানে রাতের প্রথম অংশেই চন্দ্রগ্রহণ দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এভাবে সূর্যগ্রহণও শুধু নির্ধারিত দিনগুলোর মধ্যম দিনেই হয়নি, বরং কাদিয়ানে সূর্যগ্রহণ হয়েছে পূর্বাহ্নেই। এটি দিনের প্রারম্ভে সংঘটিত হয়নি, বরং মধ্যাহ্নের কিছুক্ষণ আগে হয়েছে। হাদীসে উল্লিখিত 'নিসফ' শব্দটির আরেকটি অর্থ হলো, অর্ধেক। কলকাতা স্ট্যান্ডার্ড টাইম অনুসারে ভারতে চন্দ্রগ্রহণ দৃশ্যমান ছিল সন্ধা ৭টা থেকে ৯.৩০ পর্যন্ত এবং সূর্যগ্রহণ দৃশ্যমান ছিল সকাল ৯ টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত।

আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ওহী-ইলহামের ভিত্তিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই হাদীসটির নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা করেন: *"সুতরাং 'চন্দ্রগ্রহণ রমযানের প্রথম রাতে সংঘটিত হবে' বক্তব্যের সঠিক ব্যাখ্যা ও প্রকৃত অর্থ হলো, এটি পূর্ণিমার তিন রাতের প্রথম রাতে সংঘটিত হবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই কেননা আপনি জানেন পূর্ণিমা রাতের ব্যাখ্যা কী। এছাড়া এতে এই দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রথম পূর্ণিমা রাতের এই চন্দ্রগ্রহণটি সংঘটিত হবে রাতের প্রথমভাগে এবং কিছু সময় কাটার পরে নয় যা বিচক্ষণ ও তত্ত্বজ্ঞানীদের জানাই আছে। চন্দ্রগ্রহণ সেভাবেই সংঘটিত হয়েছে যা এদেশের বহু লোক অবলোকন করেছে।" [নুরুল হক, দ্বিতীয় খণ্ড]*

সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে তিনি লিখেন: *"সূর্যগ্রহণ মধ্যবর্তী দিনে হওয়ার অর্থ হলো, সূর্যগ্রহণ এমনভাবে সংঘটিত হবে যে, এটি গ্রহণের দিনকে দুই অর্ধাংশে ভাগ করবে। এটি গ্রহণের নির্ধারিত দ্বিতীয় দিনের প্রথম অর্ধাংশকে অতিক্রম করবে না, কারণ সেটি অর্ধাংশের সীমা। সুতরাং সর্বশক্তিমান খোদা চেয়েছেন, চন্দ্রগ্রহণ গ্রহণের প্রথম রাতে সংঘটিত হবে আর সূর্যগ্রহণ নির্ধারিত দিনগুলোর মধ্যবর্তী দিনে সংঘটিত হবে। সুতরাং যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল ঠিক সেভাবেই সংঘটিত হয়েছে। আর সর্বশক্তিমান খোদা এমন পছন্দনীয় ব্যক্তিবর্গ, যাদেরকে তিনি সৃষ্টির সংশোধনের জন্য মনোনীত করেন, তাদের ব্যাতিরেকে অন্য কাউকে স্বীয় অদৃশ্য সম্পর্কে অবহিত করেন না। অতএব এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই হাদীসটি খোদার প্রেরীত সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল (সা.)-এর পক্ষ হতেই এসেছে। [নুরুল হক, দ্বিতীয় খণ্ড]*

এখানে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন, চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ–দু'টিই ভারত থেকে দেখা গেছে। ধরাপৃষ্ঠের অর্ধেকেরও বেশি অঞ্চল থেকে চন্দ্রগ্রহণ দেখা যেতে পারে। তবে, সূর্যগ্রহণ এতো বড় এলাকা জুড়ে দেখা যায় না। এটা প্রায়ই দেখা যায় যে, সূর্যগ্রহণ শুধুমাত্র জনবিরল কোনো স্থান বা মহাসাগর থেকে দৃশ্যমান হয়। ১৮৯৪ সালের ৬ এপ্রিলের সূর্যগ্রহণ ভারতসহ এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে দেখা গিয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ১২০৮ সাল থেকে ২১৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যে-সমস্ত চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সংঘঠিত হয়েছে এবং হবে সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য বর্ণনা করেছেন প্রফেসর টি আর ভন অপলজার (T.R Von Oppolzer) তার Canon of Eclipses বইয়ে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গ্রহণগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। যেমন, annular (বলয় বা আংটির মতো), annular-total ও total ক্যাটাগরির বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। ১৮৯৪ সালের ৬ এপ্রিলের সূর্যগ্রহণের বিবরণ Oppolzer এর ম্যাপে (চার্ট ১৪৮) স্থান পেয়েছে।

১৮৯৪ সালের Nautical Almanac-এ ও এই গ্রহণটির বিবরণ একটি ম্যাপের মাধ্যমে উল্লেখ করা হয়েছে। এ দু'টি তথ্যসূত্রেই উল্লেখিত গ্রহণ দু'টির বর্ণনা ও ম্যাপ ব্যাখ্যায় দেখানো হয়েছে যে এগুলি ভারতে সংঘটিত হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আর তাঁর সাহাবীরা (রা.) কাদিয়ানে এই গ্রহণ দু'টি দেখেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, সাধারণ মানুষের উচিত এই বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা যে, এই নিদর্শন তাঁর (আ.) নিজের দেশেই প্রকাশিত হয়েছে। এ সম্পর্কে তিনি লিখেন:

"হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমরা চিন্তাভাবনা করো। তোমরা কি মনে করো যে, মাহদী আরবের কোনো দেশে বা সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করবেন আর তার নিদর্শন প্রকাশিত হবে আমাদের দেশে? তোমরা জানো, এটি ঐশী প্রজ্ঞা বিরোধী যে, যার উদ্দেশ্যে এই আসমানী নিদর্শন দেখানো হচ্ছে, তা তার অঞ্চল থেকে ভিন্ন কোনো অঞ্চলে দেখানো হবে? মাহদী আসবে পশ্চিম অঞ্চলে আর নিদর্শন প্রদর্শিত হবে পূর্বাঞ্চলে– এটি কি করে হতে পারে? যদি তোমরা সত্যিকারের সত্যান্বেষী হও তাহলে তোমাদের জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট হওয়া উচিত।" [নুরুল হক, দ্বিতীয় খণ্ড]

সংক্ষেপে, আমাদের নেতা ও মনিব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীটি হুবহু পরিপূর্ণতা লাভ করেছে আর তা অত্যন্ত সূচারুরূপেই হয়েছে।

"... সুতরাং অতিব বরকতময় সেই আল্লাহ্ যিনি সর্বোত্তম স্রষ্টা।" [আল মুমিনুন ২৩:১৫]

খ্রিস্টীয় ১৭ শতকে স্যার আইজ্যাক নিউটন মাধ্যাকর্ষণ সূত্র আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের আগে গ্রহণের
বিস্তারিত হিসাব-নিকাশ করা সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু আমাদের নেতা ও মনিব মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এমনই বিস্ময়কর এক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্‌র তরফ থেকে না জেনে সেই যুগে তাঁর পক্ষে এমন ভবিষ্যদ্বাণী করা কোনোক্রমেই সম্ভব ছিল না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের চিহ্ন হিসেবে এরচেয়ে উৎকৃষ্ট আসমানী নিদর্শন আমি আর দেখি না।

ভবিষ্যদ্বাণীটির পরিপূর্ণতায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

হযরত রাসূলে করীম (সা.)-এর এই মহান ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্ণতা দেখে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অত্যন্ত অভিভূত হন। এই অসাধারণ নিদর্শন দেখে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি তিনি (আ.) পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এ বিষয়ে আরবী ভাষায় তিনি একটি কবিতাও রচনা করেন। এর বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ:

"ভাইগণ! তোমাদের জন্য মহা সুসংবাদ।

হে বন্ধুগণ! তোমাদেরকে অভিনন্দন। স্নেহশীল খোদার অপার করুণা প্রকাশ পেয়েছে

দৃষ্টিবানদের জন্য পথ খুলে গেছে।

মহানবী (সা.) এর একটি সুসংবাদপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী এমনভাবে পূর্ণ হলো যাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আমাদের নবীর ভবিষ্যদ্বাণীর মাহাত্ম্যের সত্যায়নে আর অনুগ্রহশীল খোদার দানের গুরুত্ব অনুধাবন করত আজ সকলেই অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে।

আজ সকল বিচক্ষণ বয়াতকারীর ঈমান দৃঢ় হয়েছে

এটি একটি দীর্ঘ কবিতা যা শেষ হয়েছে এভাবে:

"হে আমার খোদা, মুহাম্মদের সম্মানের খাতিরে এতে কল্যান রেখে দাও। যিনি সম্মানিতদের নেতা এবং মনোনিতদের শিরোমণি।

১৩১২ হিজরীতে (মার্চ ১৮৯৫) দ্বিতীয় দফা গ্রহণ

আরো একটি হাদীসে বলা হয়েছে: *"মাহদীর আগমনের আগে রমযান মাসে দু'বার সূর্যগ্রহণ হবে।" [মুখতাসীর তাজকিরা আল-কুরতুবী, পৃষ্ঠা: ১৪৮, আলকুতুবুর রব্বানী শেখ আব্দুল ওয়াহাব শারানী]* এর পরের বছর, অর্থাৎ ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় রমযান মাসেই চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সংঘঠিত হয়। ইংরেজি পঞ্জিকা অনুসারে চন্দ্র- ও সূর্য- গ্রহণদ্বয়ের তারিখ ছিল যথাক্রমে ১১ মার্চ এবং ২৬ মার্চ, ১৮৯৫ সন। এই গ্রহণ দু'টি সংঘটিত হয়েছে পাশ্চাত্যে। এগুলো কাদিয়ান থেকে দৃশ্যমান ছিল না। কিন্তু যখন এই গ্রহণ দু'টি সংঘটিত হয়েছে তখন কাদিয়ানে তারিখ ছিল ১৩ এবং ২৮ রমযান। স্থানভেদে যে-কোনো গ্রহণের তারিখ পরিবর্তিত হয়ে থাকে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই গ্রহণ দু'টি সম্পর্কেও তাঁর হাকীকাতুল ওহী গ্রন্থে লিখেছেন। তিনি লিখেন:

"যেরূপে অন্য একটি হাদীসে বর্ণনা করা হইয়াছে তদ্রূপে এই গ্রহণ রমযানে দুইবার সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। প্রথমে এই দেশে ও দ্বিতীয়বার আমেরিকায় হইয়াছে এবং দুইবারই এই তারিখগুলিতে হইয়াছে, যাহার প্রতি হাদীস ইঙ্গিত করিতেছে। যেহেতু এই গ্রহণের সময় প্রতিশ্রুত মাহদী হওয়ার দাবীকারক আমি ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কেহ ছিল না এবং আমার ন্যায় অন্য কেহ এই গ্রহণকে নিজের মাহদী হওয়ার নিদর্শন সাব্যস্ত করিয়া শত শত বিজ্ঞাপন এবং উর্দু, ফার্সী ও আরবী পুস্তক পৃথিবীতে প্রকাশ করে নাই, সেহেতু এই আসমানী নিদর্শন আমার জন্য নির্ধারিত হইল। এই ব্যাপারে দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, এই নিদর্শন প্রকাশের ১২ বৎসর পূর্বে খোদাতা'লা ইহা সম্পর্কে আমাকে সংবাদ দিয়াছিলেন যে, এইরূপ নিদর্শন প্রকাশিত হইবে। এই নিদর্শন প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে এই সংবাদ বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া লক্ষ লক্ষ মানুষের নিকট প্রকাশ করা হইয়াছিল।"

[হাকীকাতুল ওহী, প্রথম বাংলা সংস্করণ, পৃষ্ঠা: ১৫৯]

রমযান মাসে বহুবার চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হয়েছে– আপত্তির খন্ডন

আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে যে, এর আগে বহুবার রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তাই প্রত্যাদিষ্ট কোনো ব্যক্তির সত্যতার প্রমাণ হিসেবে এই মাপকাঠি নির্ণয় করা যৌক্তিক হতে পারে না। হ্যাঁ, এটা সত্য যে, এর আগে বহুবার একই রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তবে এটাও মনে রাখতে হবে, উল্লিখিত হাদীসটিতে সুনির্দিষ্ট তারিখের উল্লেখ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যদ্বাণীটির গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি দিক হলো, গ্রহণের সময়ে প্রত্যাদিষ্ট দাবীকারক বিদ্যমান থাকার বিষয়টি। হাদীস হলো, আকাশ-মণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি আজ পর্যন্ত অন্য কারো সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ এই নিদর্শন প্রদর্শিত হয়নি। হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণীটি অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে।

এছাড়া, এই ভবিষ্যদ্বাণীটি পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে দাবীকারকের উপস্থিতিও একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। হাদীসে বর্ণিত শব্দ مهدينا [আমাদের মাহদী] থেকে এটা পরিষ্কার যে, এই নিদর্শন মাহদীর সত্যতা প্রমাণে সহায়ক হবে। তাই, কোনো প্রত্যাদিষ্ট দাবীকারকের অবর্তমানে সংঘটিত এই জাতীয় গ্রহণ কোনো তাৎপর্য বহন করে না।

لَمْ تَكُونَا مُنْذُ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ

[আকাশ-মণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি আজ পর্যন্ত অন্য কারো সত্যতার নিদর্শন হিসেবে প্রদর্শিত হয় নাই']– হাদীসে বর্ণিত এই কথাগুলো থেকে বোঝা যায়, কোনো প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির সত্যতার নিদর্শন হিসেবে এই নিদর্শন এর আগে কখনো প্রদর্শিত হয়নি। এর দ্বারা এটাও বোঝায় না যে, এই ধরনের গ্রহণ আগে কখনো হয়নি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: *"বিশ্ব সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ইতিহাসে রমযান মাসে কতোবার চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে তা নিয়ে আমাদের কোনো বিতর্ক নেই। এতোটুকু উল্লেখ করা-ই কেবল আমাদের উদ্দেশ্য, এই বিশ্বে মানব সৃষ্টির পর থেকে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ নিদর্শন হিসেবে সংঘটিত হয়েছে শুধুমাত্র আমার যুগে, আমার জন্য। আমার আগে, একদিকে কোনো ব্যক্তি মাহদী মাওউদ (প্রতিশ্রুত মাহদী) হওয়ার দাবী করেছেন আর তখন রমযান মাসে, নির্ধারিত দিনক্ষণে চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে*

আবার দাবীকারক গ্রহণের এই ঘটনাকে তার দাবীর সমর্থনে নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপন করেছেন; এ রকমটি কখনো হয়নি। দারকুত্‌নীর এই হাদীসে কোথাও এটি আদৌ লেখা নেই যে, এর আগে কখনো চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্যগ্রহণ হয়নি। অবশ্য এই সুস্পষ্ট শব্দ বিদ্যমান যে এ ধরনের গ্রহণের ঘটনা নিদর্শন হিসেবে পূর্বে সংঘটিত হয়নি। কারণ, 'লাম তাকুনা' শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে স্ত্রী লিঙ্গে (মুয়ান্নাছ)। এর অর্থ হলো এ ধরনের নিদর্শন আগে প্রকাশিত হয়নি। যদি এটা বোঝানো হতো যে, কোন ধরণের গ্রহণ এর আগে কখনো সংঘটিতই হয়নি, তাহলে 'ইয়াকুনা' শব্দ ব্যবহৃত হতো, যেটি কিনা পুং লিঙ্গ (মুযাক্কার) 'তাকুনা' নয়, কারণ এটি স্ত্রী লিঙ্গ। এথেকে এটি পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এই শব্দটির মাধ্যমে দু'টি নিদর্শনকে বুঝানো হচ্ছে, কারণ, নিদর্শনসূচক শব্দটি স্ত্রী লিঙ্গের। অতএব, কেউ যদি ভাবে, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ এর আগে বহুবার সংঘটিত হয়েছে, সেক্ষেত্রে দাবীকারক মাহদীকে উপস্থিত করা তার দায়দায়িত্ব যিনি চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণকে তার নিজের সত্যতার সমর্থনে নিদর্শন আখ্যায়িত করেছেন। এই প্রমাণটি নিশ্চিত ও চূড়ান্ত হওয়া চাই। এটি তখনই সম্ভব হবে যদি দাবীকারকের একটি বই পেশ করা হয় যিনি প্রতিশ্রুত মাহদী হওয়ার দাবী করেছেন এবং লিখেছেন যে, রমযান মাসে যে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে তা দারকুত্‌নির সেই হাদীসের তারিখ অনুসারে হয়েছে এবং এটি তার সত্যতার নিদর্শন। সংক্ষেপে, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হাজার বার সংঘটিত হয়ে থাকলেও তা নিয়ে কোনো বিতণ্ডা নেই কেননা নিদর্শন হিসেবে এক দাবীকারকের যুগে এটি সংঘটিত হয়েছে শুধুমাত্র একবার। আর হাদীসটির শুদ্ধতা ও সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে একজন দাবীকারক মাহদীর দাবীর সময় বিষয়ের পরিপূর্ণতার মধ্য দিয়ে।" [চশামায়ে মা'রেফত, পৃষ্ঠা: ৩১৫]

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) আরোও বলেন: *"বস্তুত, আদম থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী আর কেউ করেনি। এই ভবিষ্যদ্বাণীর চারটি বিশেষত্ব হল: (১) গ্রহণের নির্ধারিত রাতগুলোর প্রথম রাতে চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হওয়া, (২) গ্রহণের মধ্যম দিনে সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হওয়া (৩) তৃতীয়ত হলো রমযান মাসে সংঘটিত হওয়া এবং (৪) চতুর্থত দাবীকারকের উপস্থিতি, যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। সুতরাং এই ভবিষ্যদ্বাণীর মাহাত্ম্যকে যদি অগ্রাহ্য করা হয়, তাহলে পৃথিবীর ইতিহাসে এর সমমানের কিছু দেখাও, এবং সমমানের কিছু না পাওয়া পর্যন্ত, এই ভবিষ্যদ্বাণী অন্য সেই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ গণ্য হবে যা সম্পর্কে আয়াত*

فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا

(সূরা আল্ জিন্ন:২৭) এ বর্ণিত বিষয় প্রযোজ্য। কারণ, এখানে বর্ণিত হয়েছে যে, আদম হতে শেষাবধি এর সমমানের আর কিছুই নেই।" [তোহফা-এ গোলড়ভিয়া, পৃষ্ঠা: ২৯]

হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.) এর চ্যালেঞ্জ

অন্য কোনো দাবীকারকের সমর্থনে এমন নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে– এটা যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে তবে তাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন বলে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)। তিনি (আ.) বলেন: *"আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর হাদীসের সত্যতা প্রকাশ্য দিবালোকে প্রকাশিত হওয়ার পরও তা অস্বীকারে তোমাদের ভয় হয় না? তোমরা ইতিপূর্বে এর সমমানের একটি নিদর্শনও দেখাতে পারবে কি? তোমরা কি কোনো বইতে পড়েছো যে, কেউ সর্বশক্তিমান খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত হবার দাবী পেশ করলো এবং তারপর তার সময়ে রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হলো, যা তোমরা এখন দেখছো? যদি তোমাদের জানা থাকে তবে এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখাও এবং যদি দেখাতে পার তবে এক হাজার রুপি পুরস্কার দেওয়া হবে। সুতরাং, প্রমাণ করো এবং পুরস্কার গ্রহণ করো এবং আমি সর্বশক্তিমান খোদাকে সাক্ষী মানছি। এবং যদি তোমরা প্রমাণ করতে না পার, এবং তোমরা কখনই তা প্রমাণ করতে পারবে না, তাহলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের জন্য যে আগুন তৈরী হয়েছে তা থেকে নিজেকে রক্ষা করো।" [নুরুল হক, দ্বিতীয় খণ্ড]*

হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর কসম

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কসম খেয়ে বলেন, তিনি প্রতিশ্রুত ঐশী সংস্কারক এবং চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ তার জন্যই প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেন:

"আমার যুগেই রমযান মাসে চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য গ্রহণ হয়েছে। আমার যুগেই সহীহ্ হাদীস, কুরআন শরীফ ও পূর্বের ঐশীগ্রন্থ অনুযায়ী দেশে প্লেগ এসেছে। আমার যুগেই নতুন বাহন, অর্থাৎ রেলগাড়ীর প্রবর্তন হয়েছে। আমার যুগেই আমার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প সংঘঠিত হয়েছে। তাহলে আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ধৃষ্টতা না দেখানো কি ত্বাক্‌ওয়ার দাবী ছিল না? দেখ! আমি খোদা তা'লার কসম খেয়ে বলছি, আমার সত্যায়নে হাজার হাজার নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে, হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হতে থাকবে। যদি এটি মানুষের পরিকল্পনা হতো তবে তাঁকে এত সাহায্য ও সমর্থন কখনো করা হতো না।"

[হাকীকাতুল ওহী, পৃষ্ঠা: ৪৫]

তিনি আরো বলেন: *"আমি আবারো সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, আমিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং আমিই সেই ব্যক্তি যার কথা নবীগণ বলে গেছেন। আমার সম্পর্কে এবং আমার যুগ সম্পর্কে তৌরাত, ইঞ্জিল এবং পবিত্র কুরআনে সংবাদ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, আকাশে গ্রহণ সংঘটিত হবে এবং পৃথিবীতে ভয়াবহ প্লেগের প্রাদূর্ভাব হবে।"*

[দাফেউল বালা, পৃষ্ঠা: ১৮]

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: *"আমি সেই আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ, তিনি আকাশে এই নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন আমার সত্যায়নের জন্য। আর তখন তা ঘটিয়েছেন যখন মৌলভীরা আমার নাম দাজ্জাল, মহা মিথ্যুক, কাফের এবং এমনকি সবচেয়ে বড় কাফের রেখেছিল। এটি সেই নিদর্শন যার সম্পর্কে বিশ বছর আগে আমাকে বারাহীনে আহমদীয়ায় ভবিষ্যৎবাণীস্বরূপ ওয়াদা দেয়া হয়েছিল। আর তা হলো,'' তুমি বল, আমার সঙ্গে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য রয়েছে, তোমরা কি বিশ্বাস করবে? নাকি করবে না? তুমি বল, আমার সঙ্গে আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য রয়েছে, তোমরা কি তা গ্রহণ করবে? নাকি করবে না? স্মরণ রাখা দরকার, আমার দাবীর সত্যতা প্রতিপাদনে যদিও আল্লাহ্‌র তরফ হতে বহু নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে, আর শতাধিক এমন ভবিষ্যদ্বাণী আছে যা পূর্ণ হয়েছে যেসবের সাক্ষী হিসেবে লাখো ব্যক্তি রয়েছে। কিন্তু এই ঐশী বাণীতে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ, আমাকে এমন নিদর্শন প্রদান করা হয়েছে যা আদমের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত অন্য কাউকে প্রদান করা হয়নি। বস্তুত, পবিত্র কাবা শরীফের সামনে দাঁড়িয়ে আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, এই নিদর্শন ছিল আমার দাবীর সত্যতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে।"*

[তোহফায়ে গোলবাড়িয়া, পৃষ্ঠা: ৫৩]

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কবিতার মাধ্যমে আবেদন করেন:

" এমনটি মনে করা যে রক্তপিপাসু মাহদীও আসবেন

কাফেরদের হত্যার মাধ্যমে ধর্মকে বিজয়ী করবেন

হে উদাসীন! এসব ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

এসবই অপবাদ ও ভিত্তিহীন, এগুলো ঘটবে না।

হে আমার প্রিয়গণ! যে সুপুরুষ আসার সে তো এসে গেছে

এমনকি চন্দ্র-সূর্যও এই রহস্য উম্মোচন করেছে।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে পাদ্রী ডঃ হেনরী মার্টিন ক্লার্ক কর্তৃক মিথ্যা মামলা ও এর ফলাফল

অনুবাদ ঃ মওলানা জাফর আহমদ

হযরত আকদাস (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য সমূহের মধ্য থেকে একটি উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য ছিল ক্রুশ ধ্বংস করা। এজন্য তিনি কোন সুযোগ হাত ছাড়া করতেন না। ১৮৯৩ সালে অমৃতসরে ডিপুটি আব্দুল্লাহ্ আথমের সাথে তাঁর বিখ্যাত ধর্মীয় তর্ক যুদ্ধ হয়। যা জঙ্গে মোকাদ্দাস নামে বিখ্যাত। সেই ধর্মীয় তর্ক যুদ্ধে ডঃ মার্টিন ক্লার্কও অংশগ্রহণ করেছিল। সেই ধর্মীয় তর্কের পরে যখন আব্দুল্লাহ্ আথম প্রত্যাবর্তনের চুক্তি থেকে ফায়দা হাসিলের পরে মারা গেল। তো পাদ্রীদের জন্য এই বিষয়টি অত্যন্ত কঠিন অবস্থার অবতারণা করল। এতে সবচেয়ে বেশী দুঃখিত ও রাগান্বিত হলেন ডঃ মার্টিন ক্লার্ক সে এই অপেক্ষায় ছিল যেন কোন না কোন এমন সুযোগ হাতে আসে যার মাধ্যমে হযরত আকদাসের ক্ষতি করতে পারে। সুতরাং আড়িয়াদের বিখ্যাত নেতা পন্ডিত লেখরামের হত্যার ফলে যেখানে আড়িয়াদের মাঝেও চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে ডঃ ক্লার্ক সাহেবেরও একটি সুযোগ হাতে আসে দুই দলই হযরত আকদাসের ক্ষতি করার জন্য এক ও অভিন্ন হয়ে যায়।

আব্দুল হামিদের ফিতনা ঃ হযরত মৌলভী গাজী বোরহান উদ্দিন সাহেব জেহলমীর এক লম্পট ভাতিজার নাম আব্দুল হামিদ। তার ধর্মের সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু দুনিয়াবী লাভের জন্য সে ধর্ম পরিবর্তন করতে থাকত। কাকতালীয়ভাবে ১৮৯৭ সালে সে কাদিয়ান পৌঁছে। বয়আত করার জন্য সে অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু তাতে সফল হয়নি। হযরত আকদাস নিজের অন্তর দৃষ্টিতে তার কাদিয়ানে অবস্থানের ব্যাপারও মন থেকে অনুমতি দেন নি। তাকে কাদিয়ান থেকে বের করে দেয়া হয়। সুতরাং সে কাদিয়ান থেকে বের হয়ে সরাসরি অমৃতসর চলে যায়। প্রথমে তো পাদ্রী এইচ জিগর সাহেবের কাছে যায়। কিন্তু তিনি তাকে লম্পট মনে করে নিজের কাছে আশ্রয় দেয় নি। অত:পর সে ডঃ হেনরী মার্টিন ক্লার্কের কাছে যায়। ডঃ সাহেব তার সরাসরি কাদিয়ান থেকে অমৃতসর আগমনকে তিনি গনিমত মনে করলেন। হযরত আকদাসের বিরুদ্ধে তার মাথায় যে ষড়যন্ত্র ছিল তা পুরা করার জন্য তার সমমনা পাদ্রীদের সাথে আলাপ আলোচনা করে। আব্দুল হামিদকে লোভ ও ভয় দেখিয়ে রাজি করায় সে যেন আদালতে আমার সাথে গিয়ে এই স্বীকারোক্তি দেয় (হযরত) মির্যা গোলাম আহমদ (সাহেব) কাদিয়ানী আমাকে অমৃতসর এজন্য পাঠিয়েছেন যেন আমি ডঃ মার্টিন ক্লার্ককে পাথর মেরে হত্যা করি। আব্দুল হামিদ এতে সম্মত হয়ে যায়। পাদ্রী সাহেব তাকে সাথে নিয়ে অমৃতসরের ডিপুটি কমিশনার এ,ই মার্টিনো সাহেবের আদালতে পৌঁছায়। আব্দুল হামিদ ডঃ ক্লার্কের ইচ্ছা মোতাবেক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করায়। দুই জনের বর্ণনা নেয়ার পরে ডিপুটি কমিশনার অমৃতসর হযরত আকদাসের নামে ১লা আগষ্ট তারিখে ১৮৯৭ খৃঃ গ্রেফতারী ওয়ারেন্ট জারি করে। যাতে জামানতের জন্য চল্লিশ হাজার রূপী ও মুচলেকার জন্য বিশ হাজার রূপী ছিল। কিন্তু খোদা তাআলার কুদরতে সেই ওয়ারেন্ট অনেক দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও গুরুদাসপুর পৌঁছাতে পারে নি। না জানি কোথায় হারিয়ে গেছে। এদিকে খৃষ্টানরা ও বিরুদ্ধবাদী মৌলভী প্রতিদিন এই দৃশ্য দেখার জন্য অমৃতসরের ষ্টেশনে আসত যে মির্যা সাহেবের হাতে হাতকরি লাগানো থাকবে ও পুলিশের তদারকিতে রেল গাড়ী থেকে নামবে।

এক সপ্তাহ পরে অর্থাৎ ৭ আগষ্ট ১৮৯৭ ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট অমৃতসরের নিজের ভুলের কথা মনে পড়ল। আইন মোতাবেক অন্য জেলার কোন অধিবাসীর ব্যাপারে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারি করার ক্ষমতা নেই। এতে তিনি ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট গুরুদাসপুরকে সংবাদ দিলেন যে সেই ওয়ারেন্টের কাজ যেন বন্ধ করে দেয়া হয়। যা আমি ১লা আগষ্ট ১৮৯৭ সালে প্রেরণ করেছিলাম। এতে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট গুরুদাসপুর ও জেলার অন্যান্য কর্মকর্তাগণ খুবই আশ্চর্য হল যে কবে এমন ওয়ারেন্ট এসেছে যে সেটার কার্যকারিতা বন্ধ করা হোক পরিশেষে অফিসের রেজিষ্টার দেখার পর সেই মোকদ্দমার কাগজ পরিবর্তন হয়ে ডিপুটি কমিশনার গুরুদাসপুরের নিকট আসে। ডিপুটি কমিশনার গুরুদাসপুরের হৃদয়ে আল্লাহ্ তাআলা এটা ঢেলে দিয়েছেন যে এই মামলা সন্দেহপূর্ণ। এতে ডঃ হেনরী মার্টিন ক্লার্ক ও তা ওকীলের অনেক যুক্তিতর্ক তদবীর ও চেষ্টা সত্বেও তিনি হযরত আকদাসের নামে ওয়ারেন্ট চালু করার পরিবর্তে সমন জারি করেন। উক্ত সমনে ১০ আগষ্ট ১৮৯৭ সালে বাটালা যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নির্ধারিত তারিখে হযরত আকদাস বাটালা পৌঁছান। হযরত আকদাসের সামনেই সে দিন ডঃ মাটিন ক্লার্কের জবানবন্দী হয়। সে নিজের জবান বন্দীতে কোন নতুন কথা বলে নি। যে কথা অমৃতসরের ডিপুটি কমিশনারের কাছে

বলেছিল তাই পুনরাবৃত্তি করে ১২ ও ১৩ আগষ্ট ও ড: সাহেবেরই জবানবন্দী হয়।

আব্দুল হামিদের জবানবন্দী : সেই দিন আব্দুল হামিদেরও জবানবন্দী হয়। সেও নিজের অমৃতসরের জবানবন্দীই পুনরাবৃত্তি করে। এবার তাঁর জবানবন্দীতে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ বেশী ছিল। জবানবন্দী দেয়ার পরে খৃষ্টানরা তাকে দিয়ে বলায় যে, যেহেতু আমার জীবনের অনিশ্চয়তা রয়েছে এজন্য আমাকে ড: মার্টিন ক্লার্কের নিকটই অবস্থান করার অনুমতি দেয়া হোক।

মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবীর স্বাক্ষ্য : এই মামলায় মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী খৃষ্টানদের পক্ষের সাক্ষী ছিল। সে যখন জবানবন্দী দেয়ার জন্য ডেপুটি কমিশনারের কক্ষে আসল তো সে মনে করেছিল যে, কক্ষে পৌঁছে হযরত আকদাসকে হাতকড়া পড়া অবস্থায় দেখবে। কিন্তু যখন সে কক্ষে প্রবেশ করল তো দেখল হযরত আকদাস চেয়ারে বসে আছেন। এটা দেখে সেও ডিপুটি কমিশনারের কাছে চেয়ারের আবেদন করল। এর প্রেক্ষিতে বর্ণিত কমিশনার সাহেব বলেন, আদালতে তুই চেয়ার পাবি না। কিন্তু মৌলভী সাহেব জোর দিয়ে বলল আমিও চেয়ার পেয়ে থাকি আর আমার বাপও। এটা শুনে বাহাদুর সাহেব রাগান্বিত হয়ে বললেন তুই মিথ্যাবাদী। না তুই চেয়ার পাইতি আর না তোর বাপ রহীম বখস পেত। তখন মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বলল লাট সাহেব আমাকে চেয়ার দিত। আমার কাছে একটি চিরকুট আছে, এটা শুনে ডিপুটি কমিশনার খুব রাগন্বিত হয়ে বলেন 'বক বক কর না, পিছনে যাও মোহাম্মদ হোসেন সাহেব নিজের জবানবন্দীতে হযরত আকদাসের বিরুদ্ধে যত আপত্তি সমূহ আরোপ করতে পারে করেছে।

টীকা : এই সকল বর্ণনা হযরত আকদাস রচিত "কিতাবুল বাড়ীয়ায়" লিপিবদ্ধ আছে। বাহাদুর সাহেব মৌলভী সাহেবকে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর কথা এজন্য বলেছেন যে তাঁর ও মৌলভী সাহেবের মাঝে এক হাতের চেয়েও কম জায়গা ছিল। যে জন্য মৌলভী সাহেবের চেহারাকে বাহাদুর সাহেবের দেখার জন্য হেলে কথা বলতে হত। (লেখক)

কিন্তু তার প্রতিউত্তরে হযরত আকদাসের ব্যবহার এরূপ ছিল যে, এক সময় যখন তাঁর (আ.) উকিল মৌলভী ফজল দ্বীন সাহেব মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন সাহেবকে এমন প্রশ্ন করল যাতে তার চরিত্রের উপর কলঙ্ক লাগতে পারে তাতে হযরত আকদাস দ্রুত নিজের চেয়ার থেকে দাঁড়ান ও মৌলভী ফযল দ্বীন সাহেবের মুখের দিকে হাত উঠিয়ে বলেন, আমি এ ধরণের প্রশ্ন করার অনুমতি দিচ্ছি না.....মৌলভী মোহাম্মদ হোসেনের অবনত মস্তক ও হযরত আকদাসের উত্তম গুণাবলী ও সর্বোত্তম ব্যবহার দেখে ডিপুটি কমিশনার সাহেবের নিজের সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সহজ হয়েছে যে মৌলবী সাহেব হযরত মির্যা সাহেবের শত্রু। তার জবান বন্দী অপ্রয়োজনীয় ও অবিশ্বাসযোগ্য। সুতরাং তিনি নিজের সিদ্ধান্তে মৌলভী সাহেবের সাক্ষীর উল্লেখই করেন নি।

সাক্ষ্য প্রদান করার পরে মৌলভী সাহেব আদালত কক্ষ থেকে বাইরে বের হয়ে ভিতরের ঘটনাকে ঢাকার জন্য বাইরের কক্ষের একটি চেয়ারে বসেন। যেহেতু পিয়নদের এটা জানা ছিল যে, এই ব্যক্তি ভিতরে চেয়ার পায়নি তাই তারা মৌলভী সাহেবকে চেয়ার থেকে উঠিয়ে দেয়। তারপর মৌলভী সাহেব পুলিশের কক্ষের দিকে যায় আর কাকতালীয়ভাবে বাইরের ঘরে আর একটি চেয়ার পাতানো ছিল তিনি সেটাতে বসে পড়েন। তিনি কেবলমাত্র বসেছিল ক্যাপ্টেন সাহেবের দৃষ্টি সেদিকে পড়ে তিনি তৎক্ষণাত একজন কনেষ্টবলকে পাঠিয়ে মৌলভী সাহেবকে চেয়ার থেকে উঠিয়ে দেন। হাজার হাজার লোক মৌলভী সাহেবের অপমান হওয়াকে দেখেন। তারা এটা বিশ্বাস করেছেন যে মৌলভী সাহেবের এই অপমানের কারণ হচ্ছে সেই সাক্ষ্য প্রদান যা সে একটি মিথ্যা মামলায় পাদ্রীর পক্ষে দিয়েছে। এরপর মৌলভী সাহেব বাইরে আদালত প্রাঙ্গনের মাঠে আসে এবং এক ব্যক্তির চাদর নিয়ে জমিতে বিছিয়ে তাতে বসে। সেই চাদর যে ব্যক্তির ছিল সে মৌলভী সাহেবের নিচ থেকে এটা বলে চাদর টেনে নেয় যে, মুসলমান হয়ে আর সম্মানিত ব্যক্তি দাবী করে এমন মিথ্যা সাক্ষী প্রদান।

আড়ীয়া ওকিল পন্ডিত রাম ভেজরাতের ওকালতি : আমরা উপরে বর্ণনা করেছি যে, এই মামলায় লেখরামের নিহত হওয়ার কারণে আড়ীয়ারাও খৃষ্টানদের সাহায্য করেছে। সুতরাং এই মামলায় খৃষ্টানদের পক্ষে পন্ডিত রাম ভেজারত সাহেব আড়িয়া উকিল ও তাদের আনুগত্য করে। যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল যে আপনি কিভাবে আসলেন তো তিনি পরিস্কার বলেন, "আমি তো কোন মামলা নেই নি। শুধু এজন্য শামিল হয়েছি যে, যদি পন্ডিত লেখরাম হত্যার কোন তথ্য পেয়ে যাই।

ক্যাপ্টেন ডগলাসের হৃদয়ে আল্লাহ্ তাআলার হস্তক্ষেপ : ক্যাপ্টেন ডগলাস ডিপুটি কমিশনারের রিডার মরহুম রাজা গোলাম হায়দার সাহেবের বর্ণনা হচ্ছে, যখন বাটালায় ১৩ আগষ্ট মামলার কার্যক্রম শেষ হয়েছে আর আমি গুরুদাসপুর যাওয়ার জন্য বাটালা ষ্টেশনে পৌঁছাই তো গাড়ী আসতে বিলম্ব হচ্ছিল। বাহাদুর সাহেব ডিপুটি কমিশনার প্লেট ফর্মের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বিচলিত হয়ে পায়চারী করছেন। আমি তাঁর এই অবস্থা দেখে দুঃসাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম কি ব্যাপার আপনাকে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্থ মনে হচ্ছে? বাহাদুর সাহেব উত্তর দিলেন, "আমি এই মামলার ব্যাপারে খুব দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ। আমি যেদিকে দৃষ্টিপাত করি শুধু মির্যা সাহেব দৃষ্টিগোচর হয় আর তিনি বলেন, ন্যায় বিচার যা তোমাদের জাতির বৈশিষ্ট্য সেটা হাত থেকে ছেড় না"। তাছাড়া আমার মনে হয় এ মামলা শত্রুতাও ঝগড়ার কারণে। আমি বুঝতে পারছি না যে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করব যাতে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশিত হয়ে যাবে। পরামর্শস্বরূপ আবেদন করলাম আপনি আব্দুল হামিদকে খৃষ্টানদের হাত থেকে পৃথক করে পুলিশের নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দিন তাহলে প্রকৃত বিষয় প্রকাশিত হতে পারে। বাহাদুর সাহেব দ্রুত রেলওয়ে অফিসে গেলেন এবং পুলিশের সুপারিনটেনডেন্টের নামে কোন নির্দেশ লিখলেন তারপর আমরা গুরুদাসপুর গেলাম।

কিছু দিন পরে ২০ তারিখ সকালে আমাকে পিয়ন ডাকতে আসল। আমি যাওয়ার পর জানতে পারি পুলিশের ক্যাপ্টেন মি: লি চানড আব্দুল হামিদের বিস্তারিত জবানবন্দী লিখে এনেছেন। ডিপুটি কমিশনার সাহেবের তা সত্যায়িত করতে হবে। পুলিশের ক্যাপ্টেনের সামনে তো আব্দুল হামিদ সেই মিথ্যা গল্পই বর্ণনা করেছিল যা সে প্রথমে বর্ণনা করেছে। কিন্তু যখন ক্যাপ্টেন সাহেব বললেন যে, আমাদের সময় নষ্ট কর না। আমরা শুধু প্রকৃত ঘটনা জানতে চাই। তখন সে ক্যাপ্টেন সাহেব বাহাদুরের পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে যায়। সে ক্রন্দনরত অবস্থায় বলতে লাগল আমার প্রথম জবানবন্দী সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল। ড: মার্টিন ক্লার্ক ও তাঁর সাথী পাদ্রীরা ভয় ও ধমকি এবং বিভিন্ন লোভ দেখিয়ে আমার দ্বারা মিথ্যা জবানবন্দী দেয়ায়।

আমি যে, কথা ভুলে যেতাম তা পেন্সিল দ্বারা আমার হাতে লিখে দিত যেন আমি যথা সময়ে দেখে সেটা বর্ণনা করতে পারি। আসলে সত্য কথা হচ্ছে, মির্যা সাহেব আমাকে কখনো ড: মার্টিন ক্লার্ককে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করেনি। এ সকল ঘটনাই মিথ্যা এ সমস্ত কথা আমি ভয় ও প্রলুব্ধ হয়ে বর্ণনা করেছি। এরপর সে সত্য জবানবন্দী দেয়। যা পুলিশের ক্যাপ্টেন সাহেব তার কর্মকর্তা ডিপুটি কমিশনার সাহেব দ্বারা সত্যায়িত করে নেন।

এই বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, যখন খৃষ্টানরা এটি জানতে পারল আব্দুল হামিদ পূর্বের মিথ্যা গল্প পরিত্যাগ করে সত্য জবানবন্দী দিয়ে দিয়েছে তো তারা খুব দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ হল। তারা আব্দুল গনি নামে এক ব্যক্তিকে তার কাছে প্রেরণ করে। সে তাকে (আ হামিদ) বলল নিজের প্রথম জবানবন্দী অনুযায়ী লিখাও নয়তো কারাবন্দী হয়ে যাবে"। আব্দুল হামিদ পুলিশের ক্যাপ্টেন সাহেবকে এ কথাও বলে দেয়।

মামলার রায় ২৩ আগষ্ট ১৮৯৭ইং ঃ ২৩ আগষ্ট ১৮৯৭ সালে ডিপুটি কমিশনার সাহেবের মোকদ্দমার রায় শুনানোর ছিল। বিরুদ্ধবাদী মৌলভী, পন্ডিত ও পাদ্রীদের তো এটা ধারণা ছিল যে, এই মামলায় একজন বড় পাদ্রী ড: হেনরী মার্টিন ক্লার্ক সাহেবের হাত রয়েছে। তাই মির্যা সাহেব কঠিন শাস্তি পাবেন। কিন্তু যখন তারা দেখে যে, জনাব ডিপুটি কমিশনার সাহেব বাহাদুর তাঁকে নির্দোষ বেকসুর খালাস করে দেন তো তাদের চেহারা সাদা হয়ে যায় তারা তখন কক্ষে আর এক মুহূর্তও অবস্থান করেনি।

ক্যাপ্টেন ডলাসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঃ পাঠকগণের একথা কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে প্রথম মসীহ্‌র-উপরও ইহুদীদের ষড়যন্ত্রে একটি মামলা আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু প্রথম মসীহ্‌র সময় যে বিচারক ছিল অর্থাৎ পীলাত। তিনি জানতেন যে হযরত মসীহ্ (আ.) নির্দোষ কিন্তু সে ইহুদীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে যান। তিনি নিজের বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধে হযরত মসীহ্ (আ.)-কে ক্রুশে লটকানোর আদেশ দিয়ে দেন। কিন্তু এই ম্যাজিষ্ট্রেট এতটুকু চারিত্রিক গুণাবলী দেখিয়েছেন ও ন্যায়পরায়ণতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে না তিনি নিজের সম ধর্মের পাদ্রী ড: মার্টিন ক্লার্কের কোন সমীহ্ করেছেন, না তিনি মুসলমান আলেমদের ও আড়ীয়াদের কোন তোয়াক্কা করেছেন। বরং ন্যায়পারায়ণতার উপর আমল করে হযরত আকদাসকে বেকসুর খালাস দেন। এ কারণে তিনি পৃথিবীর সমস্ত আহমদীদের দৃষ্টিতে একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব বলে গণ্য হোন বরং এটিও বলেছেন যে, "আপনি এই খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারেন"। হযরত আকদাস ডিষ্ট্রিক্ট, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের এই কথার যে উত্তর দিয়েছেন তা স্বর্ণাক্ষরে লিখার উপযুক্ত।

তিনি (আ.) বলেন, "খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে তো আমাদের মামলা আকাশে চলছে, আমাদের আকাশের বিচারালয় যথেষ্ট, পৃথিবীর বিচারালয়ে আমরা কোন মামলা দায়ের করতে চাই না।"

হযরত আকদাসের উত্তম চরিত্রের ব্যাপারে মৌলভী ফযল উদ্দীন সাহেব উকিল চীফ কোর্ট পাঞ্জাবের বর্ণনা ঃ লালা দ্বিনানাথ সাহেব "হিন্দুস্তান ও দেশ" পত্রিকার অডিটর হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব তোরাব আলহাকামের এডিটরের সাথে বর্ণনা করেন : "আমি মির্যা সাহেবকে একজন মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে অনেক বড় সম্মানের অধিকারী বলে মানি.....আর তার প্রতি আমার এই বিশ্বাস একটি ঘটনা থেকে হয়েছে। হাকীম গোলাম নবী যাবদাতুল হিকমার বাড়ীতে বেশীর ভাগ বন্ধুদের সমাবেশ সন্ধ্যায় হত। আমিও সেখানে চলে যেতাম। একদিন সেখানে কিছু মানুষ উপস্থিত ছিল। হঠাৎ করে মির্যা সাহেবের কথা উঠল এক ব্যক্তি সেটার বিরোধিতা আরম্ভ করল। কিন্তু সেটা ভদ্রতা ও মানবীয় স্বভাব বহির্ভূত ছিল। মৌলভী ফযল উদ্দিন সাহেব মরহুম এটা শুনে আবেগাপ্লুত হয়ে গেলেন আর তিনি বড়ই উৎসাহের সাথে বললেন আমি মির্যা সাহেবের শিষ্য নই, তাঁর দাবীর প্রতি আমার বিশ্বাস নেই। তাঁর সত্ত্বা যেটাই হোক না কেন কিন্তু মির্যা সাহেবের মহান মানবীয় গুনাবলী তার চারিত্রিক পূর্ণতার সাব্যস্তকারী। আমি উকিল আর প্রত্যেক প্রকার চরিত্রের লোক মামলার ব্যাপারে আমার কাছে আসে। বড় বড় নেক স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তি যাদের ব্যাপারে কখনো সন্দেহও হতে পারে না যে তারা কোন প্রকার লৌকিকতা দ্বারা কাজ হাসিল করবে। তারা মামলার ব্যাপারে যদি আইনগত কোন পরামর্শের জন্য নিজের জবানবন্দী পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় তাহলে কোন ইতস্তত ছাড়াই পরিবর্তন করে ফেলে। কিন্তু আমি আমার সমস্ত জীবনে মির্যা সাহেবকেই দেখেছি যিনি সত্যের স্থান থেকে বিন্দুমাত্রও বিচ্ছুত হোন নি। তাঁর একটি মামলায় আমি উকিল ছিলাম। সেই মামলায় আমি তাঁর জন্য একটি আইনী জবানবন্দী উপস্থাপন করলাম। তিনি সেটাকে পড়ে বললেন, এটাতে তো মিথ্যা রয়েছে আমি বললাম যে, "আসামীর জবানবন্দী প্রতিজ্ঞানুযায়ী হয় না, আর আইনানুযায়ী তার অনুমতি আছে যা ইচ্ছা বর্ণনা করতে পারে। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলল, "আইন তো তাকে অনুমতি দিয়ে দিয়েছে যে যা ইচ্ছা বর্ণনা করুক। কিন্তু খোদা তাআলা তো অনুমতি দেয়নি যে সে মিথ্যা বলুক আর না আইন নিজেও এটা কামনা করে। সুতরাং আমি কখনো এরকম জবানবন্দী দিতে সম্মত হব না যার মাঝে ঘটনার বৈপরিত্য রয়েছে। আমি সত্যি ঘটনা উপস্থাপন করব।" মৌলভী সাহেব বলেন, আমি বললাম আপনি জেনে শুনে নিজেকে বিপদের মাঝে ফেলছেন। তিনি বলেন, "জেনে শুনে বিপদে পতিত হওয়া এটা থেকে

উত্তম যে, আমি আইন জবানবন্দী দিয়ে অবৈধ সুযোগ লাভের জন্য নিজের খোদাকে অসন্তুষ্ট করি। এটা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। যা খুশি হয়ে যাক। মৌলভী ফযল উদ্দীন সাহেব বলেন এই কথাগুলো মির্যা সাহেব এমন আবেগের সাথে বলছিলেন যে, তাঁর মুখাবয়বে এক বিশেষ ধরনের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। আমি এটা শুনে বললাম তাহলে আমার ওকালতিতে আপনার কোন লাভ হবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, "আমি কখনো ধারণাও করিনি যে আপনার ওকালতিতে কোন লাভ হবে অথবা কোন অন্য ব্যক্তির চেষ্টায় লাভ হবে আর না আমি মনে করি কারো বিরোধিতা আমাকে ধ্বংস করতে পারবে। আমার ভরসা তো খোদার উপর যে সত্ত্বা আমার হৃদয়কে দেখছেন। আপনাকে উকিল এজন্য করা হয়েছে যে দুনিয়াবী ব্যবস্থা করা মানে আদব করা আর যেহেতু আমি জানি যে, আপনি নিজের পেশায় দিয়ানতদার এজন্য আপনাকে মনোনীত করেছি।

মৌলভী ফযল উদ্দীন সাহেব বলেন, আমি আবার বললাম আমি তো এই জবানবন্দিতেই সমর্থন করি। মির্যা সাহেব বললেন, না যে জবানবন্দীর সিদ্ধান্ত আমি নিজে নিয়েছি ও কোন পরিণামের কথা চিন্তা না করে তাই উপস্থাপন করুন তার মধ্য থেকে একটি শব্দও পরিবর্তন করবেন না। আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলছি যে আপনার আইনী জবানবন্দী থেকে এটা বেশী প্রভাবিত করবে। আপনি যে পরিণামের জন্য ভয় পাচ্ছেন তা প্রকাশিত হবে না। বরং পরিণাম ইনশাআল্লাহ্ উত্তম হবে। যদি দুনিয়ার দৃষ্টিতে আবশ্যিক হয় যে আমার পরিণাম ভাল হবে না। অর্থাৎ আমি শাস্তি প্রাপ্ত হই তাহলে তাতে আমার পারওয়া নেই। কেননা আমি তখন এজন্য আনন্দিত হব যে আমি আমার প্রভুর অবাধ্যতা করিনি।..... সুতরাং মৌলভী ফযল উদ্দীন সাহেব খুবই উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে মির্যা সাহেবের পক্ষে প্রতিবাদ করেন। অত:পর বলেন মির্যা সাহেব কলমের দ্বারা নিজের জবানবন্দী লিখে দেন। খোদার অদ্ভুত নীতি যে, তিনি যেভাবে বলেছেন ঠিক সেই ভাবে সেই জবানবন্দী দ্বারা নির্দোষ প্রমাণিত হোন। মৌলভী ফযল উদ্দীন সাহেব তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও ন্যায়নীতির জন্য সকল প্রকারের বিপদের মোকাবেলা করার সাহসিকতা ও সৎ সাহসের উল্লেখ করে উপস্থিত সদস্যদের উপর একটি বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করে দেন। এর ফলে কতিপয় লোক জিজ্ঞাসা করে আপনি তাহলে তাঁর শিষ্য কেন হয়ে যাচ্ছেন না। এর প্রতি উত্তরে তিনি বলেন এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপা তোমাদের এ ব্যাপারে প্রশ্ন করার অধিকার নেই। ,আমি তাঁকে একজন পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যক্তি মনে করি আর আমার অন্তরে তার জন্য অনেক সম্মান রয়েছে।"

পাঠকগণ! চিন্তা করুন এটা সেই উত্তম দৃষ্টান্ত যা এ যুগের মহাপুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) সেই যুগের উকিলদের ও মামলায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য উপস্থাপন করেছেন। ইংরেজ শাসক তারপর বিচারপ্রার্থী পাদ্রী আবার ম্যাজিষ্ট্রেটও ইংরেজ আবার সম্মুখে কঠিন বিপদ সেই ভয়ানক পরিস্থিতিতেও সত্যের বিরুদ্ধে একটি শব্দ বলাও তাঁর সত্ত্বা পছন্দ করেনি।

ক্যাপ্টেন ডগলাসের উপর হযরত আকদাসের উত্তম চরিত্রের প্রভাব ঃ ক্যাপ্টেন ডগলাস যিনি নিজের চাকুরী থেকে অবসর প্রাপ্ত হয়ে ইংল্যান্ড চলে যান ও সেখানে এক দীর্ঘকাল জীবিত থাকেন। অনেক আহমদী তাঁর সাথে সেই মামলার বিষয়টি শুনার জন্য সাক্ষাত করেন। তিনি সর্বদা এটা বর্ণনা করতেন যে, একদিকে একজন নামী দামী পাদ্রী ছিল অন্যদিকে মির্যা সাহেব। আমার পক্ষে পাদ্রীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাও কঠিন ছিল। কিন্তু হযরত মির্যা সাহেবের উত্তম চারিত্রিকতা ও ন্যায় পরায়ণতা এবং নিষ্পাপ চেহারা আমার উপর এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, আমি এটা বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না মির্যা সাহেব আব্দুল হামিদকে পাদ্রী সাহেবকে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করেছেন। এ ব্যাপারে যখন আমি পুলিশের মাধ্যমে আব্দুল হামিদের জবানবন্দী নেই তো সে পুলিশের ক্যাপ্টেনের পায়ে পড়ে যায় আর কাঁদতে কাঁদতে বলে আমাকে মিথ্যা বলতে বাধ্য করা হয়েছে। অথচ হযরত মির্যা সাহেব সম্পূর্ণ নির্দোষ।

ক্যাপ্টেন সাহেব এটাও বর্ণনা করতেন যে, সাধারণভাবে যারা দেশের বাইরে চাকুরী করে আসে এখানকার লোক তাঁর কাছে বিশেষ বিশেষ ঘটনা শ্রবণ করতে চায়। আমাকে যখনই কেউ কোন ঘটনা বর্ণনা করতে বলেছে আমি এই ঘটনাই বর্ণনা করেছি।

ক্যাপ্টেন সাহেবের মৃত্যুর কয়েক বছরই হয়েছে, তিনি সর্বদা আশ্চর্যান্বিত হয়ে এটা বলতেন আমি হযরত মির্যা সাহেবের উত্তম চারিত্রিকতায় মুগ্ধ ছিলাম। কিন্তু আমি ধারণা করিনি যে, একদিন মির্যা সাহেব এত প্রসিদ্ধতা লাভ করবেন, তাঁর জামাত সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তৃত হবে।

(হায়াতে তায়্যেবা ২য় খন্ড, অবলম্বনে)

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সেরা বিদ্যুৎ কর্মকর্তা হিসেবে পুরস্কার লাভ

জনাব মোহাম্মদ আখতারুল ইসলাম, ব্যবস্থাপক (সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনিয়ার), পরিচালন ১-৪ ইউনিট ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) পলাশ, নরসিংদী। **"জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ" ২০১০** পালন উপলক্ষে কর্মক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এ সেরা বিদ্যুৎ কর্মী (কর্মকর্তা) হিসেবে বিবেচিত হন। বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পালিত **"জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ" ২০১০** উপলক্ষে ৮ ডিসেম্বর, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র ঢাকায় আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত এর নিকট হতে পুরস্কার গ্রহণ করেন। জনাব মোহাম্মদ আখতারুল ইসলাম, পিতা: মরহুম মোহাম্মদ এমদাদ হোসেন, মাতা: মরহুমা আকলিমা খাতুন, গ্রাম : বসন্তপুর, ডাকঘর : শ্যামপুর জেলা : রংপুর-এর সন্তান। তিনি তেজগাঁও জামাতের মরহুম মোহাম্মদ ওবায়দুর রহমান সাহেবের ৪র্থ মেয়ের জামাতা। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) হতে ১৯৭৮ ইং সনে বি.এস.সি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী লাভ করে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে **"সহকারী প্রকৌশলী"** হিসেবে ০৭-১০-১৯৭৮ইং তারিখে কাজে যোগদান করেন। তিনি বর্তমান পলাশ, নরসিংদী বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে **"প্রধান প্রকৌশলী"** হিসেবে কর্মরত আছেন।

মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

এই যুগই ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের সময়

মোজাফ্‌ফর আহমদ রাজু

আল্লাহ্ তাআলার বাণীতে আছে–**তিনি পরিকল্পিতভাবে (নিজ) সিদ্ধান্ত আকাশ থেকে পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করবেন। এরপর তা এরূপ এক দিনে তাঁর দিকে উঠে যাবে যা তোমাদের গণনায় এক হাজার বছরের সমান।** (সূরা আস সাজদা : ৬)

আখেরী যুগের আগমনকারী প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহদী (আ.) হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক আগমন করবেন। হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের সময় এই মর্মে বিশ্বের মহান ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে পত্রিকায়/পুস্তকে অসংখ্য আলোচনা করা হয়েছে। তাঁর আগমন স্থান, নাম, বংশ ও জন্ম সম্বন্ধে বহু হাদীসে বিবরণ আছে এবং সেগুলি নিয়ে মতভেদও আছে। কিন্তু এই মতভেদ থাকা সত্বেও ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কিত পরিচয়ের পারস্পরিক সামঞ্জস্যপূর্ণ সঠিক তথ্যও আছে যেগুলো পর্যালোচনা করলে ইমাম মাহদী (আ.)কে সঠিক ভাবে চিনে নেওয়া সম্ভব। ইমাম মাহদী (আ.)-কে মান্য করার গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীসে আছে হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "তোমরা তার আগমন বার্তা শুনা মাত্রই তার নিকট হাজির হয়ে বয়আত করবে"। (মিসবাহ্ যুজজা, হাসিয়া ইবনে মাজা, বাবু খুরুজুল মাহদী) হযরত রাসূল (সা.) বলেছেন, "তোমাদের যে কেহ ইমাম মাহদীকে পাবে তাঁর উপর ঈমান আনবে এবং তাঁকে আমার সালাম পৌঁছাবে। (কনযুল উম্মাল)

হুজাজুল কেরামার ৩৫০ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে, "যে মাহদীকে মিথ্যা জ্ঞান করে সে কাফের।" মাসিক নেদায়ে ইসলাম পত্রিকার ২৪ পৃষ্ঠায় সেপ্টেম্বর ১৯৮০ সালের সংখ্যায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে, এ যুগ হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর যুগ। আপনারা শেষ ডাকে প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। বাংলাদেশ ইসলামী ফাউন্ডেশন ১৪০০ হিজরী শতাব্দী উদযাপন উপলক্ষে "ইমাম মাহদী ও কেয়ামত দর্শন" নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেছে। সেই পুস্তকে ইমাম মাহদী (আ.)-এর আলোচনা করতে গিয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমাম মাহদী (আ.)-এর জন্ম ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। এখন ১৪৩১ হিজরী চলছে।

দ্বাদশ (১২শ) শতাব্দীর মোজাদ্দেদ শাহ্ ওলিউল্লাহ্ দেহলভী (রহ.) তাঁর তাহমিকতে রব্বানী গ্রন্থের ২য় খন্ড ১২৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন–"আল্লাহ্ আমাকে জানিয়েছেন, হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আবির্ভূত হওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছেন। উক্ত বাণীতো মিথ্যা হতে পারে না যা দেহলভী (রহ.) বর্ণনা করেছেন। হুজাজুল কেরামাহ গ্রন্থের ৩৭৪ পৃষ্ঠায় হযরত ইমাম মাহদী (আ.) সম্পর্কে উল্লেখ আছে–বিদ্যানগণ বলেছেন, মাহদী হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর পরে প্রকাশিত হবেন অথবা ত্রয়োদশ (১৩শ) শতাব্দী অতিক্রম করবে না। আমার মনে হয় সম্ভবতঃ চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর শিরোভাগে মাহদী (আ.) জাহির হবেন। আরো উল্লেখ আছে আল্লাহ্ তাকে আরো জানিয়েছেন যে, ইমাম মাহদী (আ.) ১২৬৮ হিজরীর পর আবির্ভূত হবেন। (ঐ) তেরশত শতাব্দীর মুজাদ্দেদ সৈয়দ আহমদ বেরলবী (রহ.)-এর শিষ্য হযরত ইসমাইল সাইদ (রা.) প্রণীত গ্রন্থ "আরবাইন" ও হযরত আব্দুল আযীয প্রণীত গ্রন্থ "তোহফাইছান আশরাফিয়াতে" লিখিত আছে–তের শতাব্দীর পর ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের অপেক্ষা করা উচিত। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) আল্লাহ্‌র সরাসরি নির্দেশে যে সময় দাবী করেছেন ঠিক সেই সময়ের কথাই আলোচিত হয়েছে। হিজরী ১৩০১ সনে লিখিত একতেবাস সায়াত নামক গ্রন্থে আল্লামা নবাব আবুল খায়ের নূরুল হাসান লিখেছেন–এই শতাব্দী হতে অত্র পুস্তক লেখা পর্যন্ত ছয়মাস অতিক্রান্ত হয়েছে চার অথবা ছয় বছরের মধ্যেই হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আবির্ভূত হয়ে যাবেন। কত স্পষ্ট দলিল ঠিক ১৩০৬ সনে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে আল্লাহ্ তাআলা ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ দাবী করার নির্দেশ দিয়েছেন। (হুজাজুল কিরামাহ গ্রন্থের ১৩৯ পৃ:, ১২৯১ হিজরীতে প্রকাশিত হয়েছে, "হিজরী চৌদ্দ শতাব্দী শুরু হওয়ার আর দশ বৎসর বাকী আছে যদি এর মধ্যে মাহদী ও ঈসা আবির্ভূত হন তবে তিনিই চৌদ্দ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ হবেন।" আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম পত্রিকায় ১৯২০ এপ্রিল সংখ্যায় লিখেছে–হাদীসগুলিতে মরিয়ম এবং ইবনে মরিয়ম সম্বন্ধে এসেছে যে তিনি শতাব্দীর শিরোভাগে আসবেন এবং চৌদ্দ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ হবেন। গত সোয়াশো বছর যাবতই হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর মহান যুগ অতিবাহিত হচ্ছে তার হাজার হাজার দলিল ইসলামী বিশ্বে সংরক্ষিত। আহলে হাদীস পত্রিকার ২৬শে জানুয়ারী ১৯১২ সনের সংখ্যা প্রথম পৃষ্ঠায় লিখেছেন–"খাজা সাহেব (হাসান নিজামী) লিখেছেন, ইসলামী দুনিয়া ভ্রমণে যত নেতা এবং আলেমগণের সাক্ষাৎ হয়েছে, আমি তাদেরকে ইমাম মাহদীর অপেক্ষায় রত পেয়েছি। শেখ সানোয়ারী (রহ.) সাহেবের এক নায়েবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে তিনি এতটুকু পর্যন্ত বলেছেন যে, ১৩৩০ হিজরীতে প্রশংসিত ইমাম মাহদী আবির্ভূত হয়ে যাবেন। উক্ত বক্তব্য কত স্পষ্ট, আর ইমাম মাহদী (আ.) ১৩০৬ হিজরীতে আগমন করেছেন। আজ মুসলিমদের কর্মকান্ড ইসলামকে বিপদে ঠেলে দিচ্ছে, অপর দিকে ইসলামের বন্ধুরূপী শত্রুগুলি ইসলামকে ধ্বংসে ব্যস্ত। (ফসুসুল খেতাব, ইমাম মুহাম্মদ পারশ্য, পৃ: ৭৬৮) হাদীসে উল্লেখ আছে যে, সেই উম্মত (অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদীয়া) কিরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে যার প্রথমে আমি [অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.) আমার পরে ১২ জন খলীফা] এবং অবশেষে মসীহ্ ইবনে মরিয়ম? এই হাদীসটি কত পরিষ্কার হাদীস যে প্রথম হিজরী শতাব্দীতের স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিরাজমান। এরপরে বার শতাব্দীতে বার জন খলীফা বা মুজাদ্দেদ আবির্ভূত হবেন। এরপর হিজরী ১৪শত শতাব্দীতে মসীহ্ ঈসা ইবনে মরিয়ম আবির্ভূত হবেন। অর্থাৎ ইমাম মাহদী (আ.) হিজরী ১৪শত শতাব্দীতে আবির্ভূত হবেন। উক্ত হাদীস দ্বারা আরো দু'টি বিষয় স্পষ্ট হয়, তা হল আগত মহা পুরুষ ঈসা (আ.)-এর গুণে আগমন করবেন এবং নবীও হবেন। মুসলেম এরসাদুল মুসলেমীন, হুজাজুল কেরামাহ্ জাওয়াহেরুল আশরায় আছে, তিনি ইমাম মাহদী (আ.) দামেস্কের পূর্ব দিকে অবস্থিত ভারতের কারা অঞ্চলের কাদিয়ান থেকে আগমন করবেন।

বোখারীর ফি তারিখে আছে, হযরত আহমদ ইমাম মাহদী (আ.) হিন্দ বা ভারতে প্রকাশিত হয়ে তার সংগ্রাম (কার্যক্রম) পরিচালনা করবেন। মাহেনও মাসিক পত্রিকার চৈত্র সংখ্যা ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ–উল্লেখ করা হয়, কারা অঞ্চল–পাঞ্জাব ও সিন্ধুর মিলিত অংশের নাম 'কারা', কত স্পষ্ট যে ইমাম মাহাদী দাবীদার হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর জন্ম স্থানকে নির্দেশ করছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

বর্তমান দুনিয়াবী মৌলভীদের ধর্মগবেষণা এত কম যে বিশ্বের ধর্ম পন্ডিতদের কিতাবাদি পাঠ করার মতো তাদের সময়ও নেই আর সাহসতো নেই-ই। যে সমস্ত হাদীস বা লিখনী থেকে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে তা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর দাবীকে সত্যায়ন করে। জওয়াহেরুল আশরায় আছে, "মাহদী (আ.) কাদেয়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করবেন। এই হাদীসের "কাদেয়াই" কাদিয়ানকে নির্দেশ করে। আবু দাউদ কিতাবুল মাহদীতে আছে–মাহদী (আ.) নদী অববাহিকার স্থান হতে আবির্ভূত হবেন এবং জমিদার বংশীয় হবেন। উক্ত হাদীস অনুযায়ী কাদিয়ান সেই স্থান আর দাবীদার মাহদী ও মসীহ্ (আ.) বড় জমিদার বংশের মানুষ ছিলেন। এজালায়ে আওহাম গ্রন্থে উল্লেখ আছে, একজন বিখ্যাত মজ্‌যুব (স্বর্গীয় ধ্যানে নিমজ্জিত) হযরত গোলাব শাহ (রহ.) জামালপুর গ্রামে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের ৩০ বৎসর পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "কাদিয়ানে ঈসা জাহের হবেন"। এই গ্রামটি পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলায় অবস্থিত। শিখ ধর্ম গ্রন্থে ভবিষ্যদ্বাণী ভাই বালা জনম শাখির- ২৭২ পৃষ্ঠায় আছে, 'এহলাদ বলেছেন যে,– এই মহাপুরুষ (মাহদী মীর) পাঞ্জাব প্রদেশের বাটালা অঞ্চলের এক জমিদার পরিবারে আবির্ভূত হবেন। আল্লাহ্‌র প্রেরিত মহাপুরুষের বেলায় যা হয় ঠিক এ যুগের মাহদী (আ.)-এর বেলায়ও তাই হয়েছে। এত স্পষ্ট দলিল প্রমাণ থাকার পরেও কিছু মৌলবী তাঁর বিরোধিতা করলো ও মিথ্যা অপপ্রচার করলো বা করছে। হিন্দুদের ধর্ম গ্রন্থে অথর্ব বেদের-৯৭ এ আছে "আহমদ" এর আবির্ভাব স্থলের নাম হবে কাদুন। কাদুনই কাদিয়ান নির্দেশ করছে। বোখারী ফিত তারিখে আছে, হযরত আহমদ ইমাম মাহদী (আ.) হিন্দ বা ভারতে প্রকাশিত হয়ে তার সংগ্রাম পরিচালনা করবেন। ইসলামী একাডেমীর পত্রিকার ১ম বর্ষ ৪২৬ পৃ: আছে, ইমাম মাহদী পাঞ্জাবে আগমন করবেন। "আহমদ বায়হাকী"তে আছে ছোবান হতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন তোমরা কাল পতাকাগুলি খোরাসানের দিক হতে আসছে দেখতে পাবে তখন তোমরা তৎসমুদয়ের নিকট উপস্থিত হইও যেহেতু এদের মধ্যে আল্লাহ্‌র খলীফা মাহদী থাকবেন"। দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে যে, আহমদীয়াতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার উর্দ্ধতন পূর্বপুরুষ মির্যা হাদীবেগ স্বীয় অনুচরগণসহ মোঘল যুগে ১৫৩০ খৃ: খোরসানের দিক হতে ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং পাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করেন।

মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (রহ.) লিখেছেন–ইমাম মাহদী (আ.) চিনা বংশোদ্ভুত হবেন (কেতাব ফসুসে আছে) পরিচিতির দিক হতে ইমাম মাহদী (আ.)-এর বংশ মোঘল বলে কথিত। এই বংশ পারশ্য বংশোদ্ভুত কথাটি এটা নিশ্চিত যে, ইমাম মাহদী (আ.) এর পরিবারের অধিকাংশ মা ও দাদী মোঘল বংশের এবং তারা চীনা বংশোদ্ভুত অর্থাৎ চীনের অধিবাসী। (হুজুজুল কেরামা গ্রন্থ) হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর জীবনী পাঠে জগতের মানুষ উক্ত বিষয়টিই জানতে পারবেন। হুজাজুল কেরামায় আছে–আগত ইমাম মাহদী (আ.)-এর নাম "আহমদ" হবে। আগত মাহদী (আ.)-এর নাম "আহমদ" হবে তা অগণিত লেখনিতে উল্লেখ পাওয়া যায়। রহমানিয়া লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত ইমাম মাহদী (আ.) নামক পুস্তকে বলা হয়েছে–যদিও তাঁর নাম আহমদ হবে কিন্তু জনসাধারণ তাকে ইমাম মাহদী নামেই আখ্যায়িত করবে। পৃ:- ৩) বুখারী, ফিত তারিখ, হুজাজুল কেরামা, কাশিদানে নিয়ামত পুস্তকে আছে–বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পূর্ণ করে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ হযরত মির্যা গোলাম যখন আবির্ভূত হবেন। বিহারুল আনোয়ার গ্রন্থে আছে তাঁর নামের এক অংশে "গোলাম" শব্দটিও আছে। বোখারী কিতাবুত তাফসীরে আছে তিনি পারশ্যের রাজ বংশীয় লোক অর্থাৎ মির্যা। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে তাঁর (মাহ্‌দী আ.) পিতার নাম আব্দুল্লাহ্ (আব্দু অর্থ গোলাম)। বিহারুল আনোয়ার-এ আছে তাঁর (মাহ্‌দী আ. পিতার নাম কোন কোন বর্ণনায় আছে আলী মুর্তজার নামের অনুরূপ হবে) এই দুই নামের সমন্বয়ে গোলাম মর্তুজার নাম পাওয়া যায়। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর পিতার নাম গোলাম মর্তুজা। এ যুগের মাহ্‌দী (আ.)-এর সত্যতার জন্য এর চেয়ে বড় দলিল আর কি হতে পারে!

আল ইউয়াকিত ওয়াল জওয়াহেরে লিখিত আছে–মাহদী (আ.) ১২৫০ হিজরী শাবান চান্দের ১৪ তারিখে জন্মগ্রহণ করবেন। উল্লেখ্য যে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) উল্লেখিত তারিখ মোতাবেক জন্মগ্রহণ করেন, (ইংরেজী ১৮৩৫ খৃ:)।

ফসুসুল হিকাম গ্রন্থে উল্লেখ করা আছে এই গ্রন্থাকার হযরত মহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (রহ.) লিখিত, তিনি বলেন, তিনি (ইমাম মাহদী) এক ভগ্নীসহ জমজ জন্মগ্রহণ করবেন। তাঁর পূর্বে ভগ্নি ভূমিষ্ট হবে। এরপরে তিনি ভূমিষ্ট হবেন। মাজমাউল বেহার গ্রন্থে উল্লেখ আছে–ইমাম মাহদী (আ.) শুক্রবারে জন্মগ্রহণ করবেন। হে দুনিয়ার লোক সকল কান খুলে শ্রবণ করুণ, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর জন্য উল্লেখিত গ্রন্থের আলোচনাও পূর্ণ হয়েছে–তিনি এক ভগ্নিসহ শুক্রবারে জমজ জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তাঁর ভগ্নি ভূমিষ্ট হন পরে তিনি ভূমিষ্ট হন।

এক হাদীসে হযরত খায়রুল আম্বিয়া (সা.) বলেছেন–তিনি মাহদী (আ.) তোতলা হবেন। (বারাহীনে আছে) হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর কথার মধ্যে অনেক সময়ে তোতলামী প্রকাশ পাইত। (তথ্য আহমদী কিতাব) বিহারুল আনোয়ার গ্রন্থে লিখিত আছে, তাঁর মাহদী মাথায় পাগড়ী থাকবে। দুনিয়ার মানুষ যে যেখান থেকে যে ধরনের ছবিই হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর দেখুন না কেন তা পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় দেখবেন। কিছু হাদীসে উল্লেখ আছে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দুইটি জর্দা রঙ্গের কাপড় পরিহিত থাকবেন। হযরত ইবনে সিরীনের তাতিরুল আনাম নামক গ্রন্থের ১০০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, স্বপ্নে কাপড়ের রং জর্দা দেখা সব সময় সেই কাপড় পরিহিত ব্যক্তির রোগ ও দুর্বলতা বুঝায়। বিষয়টি রূপক প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-কে জর্দা রঙ্গের কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখার অর্থ তিনি রুগ্ন হবেন। দুনিয়াবাসী সাক্ষী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) বিশেষ দুইটি রোগে রোগাগ্রস্থ ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) বলেছেন, আমাদের মাহদীর সত্যতার এমন দু'টি লক্ষণ আছে যা আকাশ মন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি অবধি আজ পর্যন্ত অন্য কারো সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ প্রদর্শিত হয়নি। একই রমজান মাসে (চন্দ্রগ্রহণের) প্রথম রাত্রিতে চন্দ্র গ্রহণ হবে এবং (সূর্য গ্রহণের) মাধ্যম তারিখে সূর্যগ্রহণ হবে। (দারকুতনী, পৃ: ১৮৮)

১৮৯৫ খৃ: সিভিল এন্ড মিলিটারী গেজেট

লাহোর থেকে প্রকাশিত এতে উল্লেখ করা হয়: ১৩১১ হিজরী ১৩ই রমযান মোতাবেক ১৮৯৪ খৃ: ২১ মার্চ তারিখে সন্ধ্যা ৭টা হতে রাত্র সাড়ে নয়টা পর্যন্ত চন্দ্র গ্রহণ হয় এবং ১৫ দিন পর ২৮ রমযান মোতাবেক এপ্রিল তারিখ সকাল ৯টা হতে ১১টা পর্যন্ত সূর্য গ্রহণ হয়। জগতবাসীকে জানাতে চাই যে, আসমানী নিদর্শন প্রকাশের পূর্বেই হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) হিজরী ১৩০৬ বা ১৮৯১ খৃ: মসীহ্ ও মাহদী হওয়ার দাবী করেছিলেন। দারকুতনীর বিখ্যাত হাদীসের অনুকুলে বাইবেলের মথি : ২৪ : ২৯-এ আছে, প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমন কালে সূর্য অন্ধকার হবে এবং চন্দ্র জোসনা দেবে না।

উক্ত হাদীসের শিক্ষাস্বরূপ শিখদের গ্রন্থ সাহেব মহল্লা ৭ ঝুলন ৪-এ আছে, যখন মাহদী মীর আবির্ভূত হবেন তখন চন্দ্র সূর্যেও তাঁর লক্ষণ প্রকাশিত হবে। হুজাজুল কেরামার পৃ: ৩৪৫ এ আছে–পূর্ব দিকে পুচ্ছ বিশিষ্ট নক্ষত্র উদিত হবে। ইমাম মাহদী (আ.) আগমনের লক্ষণ এই যে, তাঁর আগমনের সময়ে পুচ্ছ বিশিষ্ট নক্ষত্র (অর্থাৎ ধুমকেতু) উদিত হবে এবং বার বার উদিত হবে। এই পুচ্ছ বিশিষ্ট নক্ষত্র যথা সময়ে উদিত হয়েছিল। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) আল্লাহ্‌র হুকুমে নিজেকে ইমাম মাহদী হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার পর আকাশে প্রচুর উল্কাপাত দেখা গিয়েছে।

হাদীস, নাজমুস সাকিবে আছে– হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে মাহদীর সুসংবাদ দিচ্ছি। তিনি আমাদের উম্মতের মধ্যে এমন সময়ে আবির্ভূত হবেন যখন মানুষের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দিবে এবং বহু ভূমিকম্প হবে। শিখ ধর্মগ্রন্থে ভাই বালা জনম শাখী পৃ: ৫২৭ এ লিখিত আছে–শেষ যুগে এমন এক সময় উপস্থিত হবে যখন মানুষ গ্রন্থকে অনুসরণ করবে না তখন এক প্রকৃত গুরু আবির্ভূত হয়ে এদেরকে বিনষ্ট করবেন। এই স্বর্গীয় বাণী অবশ্যই পূর্ণ হবে। এই প্রতিশ্রুত ব্যক্তিকে মহান প্রভূ প্রেরণ করবেন এবং তিনি রেশন নামে আবির্ভূত হবেন যার অর্থ হলো খোদার প্রিয় ও নৈকট্য প্রাপ্ত। তিনি একজন মুসলমান হবেন এবং ঐশী জ্ঞানে পূর্ণ হবেন। তখন একমাত্র খোদার পূজা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তিনি সকল প্রকার মিথ্যা, কবর পূজা, পীর পূজা এবং সকল প্রকার রাজনৈতিক অত্যাচার রহিত করবেন। তখন এক মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে। খোদা মহাজ্ঞানী এবং অদৃশ্য সম্বন্ধে তিনি একমাত্র জ্ঞাত। তাই ভবিষ্যত সম্বন্ধে তিনিই বলতে পারেন। কিন্তু অল্প লোকই তার এই মনোনীত পুরুষকে চিনতে পারবে। আল মুদ্দুল ফারেজ আন শারাহতে আছে–আমাদের আরেফ-যে "আহমদী" যুগ হবে সে উলুল আযম নবীদের মধ্যে হবে এবং আজমিয়াতের অধিকারী হবেন।

হাদীস তিরমিযী কিতাবুল ঈমানে আছে, আমার উম্মত ৭৩ ফিরকায় বিভিক্ত হবে। তাদের প্রত্যেকেই জাহান্নামে যাবে। কেবলমাত্র এক ফিরকা ব্যতীত। ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) মেশকাতের শারাহ্ মিরকাতের জিলদ-১ পৃ:২৪৮-এ লিখে গেছেন ৭৩ ফিরকার মধ্যে আহলে সুন্নত জামাতের একমাত্র মুক্তিপ্রাপ্ত দলটির নাম হবে "আহমদীয়া" তিনি মেশকাতের মিরকাত শরীফের শারহ প্রথম জিলদে লিখেছেন-চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর মোজাদ্দেদ এবং ইমাম মহাদী (আ.)-এর জামাতের নাম হবে- আহমদীয়া জামাত। মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রহ.) লিখিত কিতাব মকতুবাতে উল্লেখ আছে–শেষ যুগে মোকামে মুহাম্মদী মোকামে আহমদীতে পরিচিত হবে। জোসেফ বাকলে কর্তৃক ইংরেজীতে অনুদিত ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ তালমুদের ৫ম খন্ড ১৮৭৮ খৃ: আছে মসীহ্ তাঁর ২য় আগমনের পর ইন্তেকাল করলে তাঁর রাজত্বের উত্তরাধিকারী হবেন তাঁর পুত্র পরে তাঁর পৌত্র। ইমাম ইয়া হিয়া বিন নাউফ (রহ.) রচিত আরবী কাসিদাতে লিখিত আছে–ইমাম মাহদী (আ.) ও তাঁর খলীফাদের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী এই যে, প্রথম খলীফা হবেন "মাহমুদ"। হযরত নেয়ামত উল্লাহ্ ওলীর কাসিদাতে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর এক সন্তান সম্বন্ধে লিখিত আছে। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর পূর্ণ স্মৃতি স্বরূপ তাঁর এক বিশেষ পুত্রকে দেখতে পাচ্ছি। হযরত ইমাম মাহদী (আ.) তাঁর এক পুত্র সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তাঁর নাম "মাহমুদ"। তিনি ছিলেন আহমদীয়া জামাতের ২য় খলীফা। আখেরী যামানার মহা পুরুষ সম্পর্কে কুরআন, হাদীস ও উম্মতে মুহাম্মদীয়ার বড় বড় ওলী আওলিয়াদের এবং বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে এই প্রবন্ধের মধ্যে সংক্ষেপে কিছু তথ্য বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে উপস্থাপন করা হল। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে এবং যাদের হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভয় আছে তারা অবশ্যই হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে এ যুগের মাহদী ও মসীহ্ হিসেবে এবং অন্যান্য ধর্মের শেষ যুগে আগত মহাপুরুষ রূপে গ্রহণ করতে বাধ্য। আল্লাহ্ তাআলার দরবারে আমরা এই দোয়াই করছি যে, আসমানি হেদায়াতের দরজা সমূহ খুলে দিন, আমীন।

কৃতি ছাত্র/ছাত্রী

ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ

আমার ছেলে শাহ্ মাহ্‌মুদ রায়হান চপল এ বৎসর ২০১১ সালে কাযান ফেডারেল ইউনিভার্সিটি থেকে মাইক্রোবায়োলজি সাবজেক্ট-এ ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। এছাড়া সে রাশিয়ার কাযান ষ্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে Ist Class হয়ে Gold Medel পেয়ে মাষ্টার ডিগ্রী লাভ করে। দোয়া করবেন সে যেন ভাল এবং উন্নতমানের প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করার সুযোগ পায়। তার উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করে আপনাদের নিকট দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

দোয়াপ্রার্থী
রহিমা জাকির

ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ

মহান আল্লাহ্ তাআলার অশেষ ফজলে আমাদের একমাত্র কন্যা তাহ্‌মিনা মোবাশ্বিরা মুমু এ বছর নারায়ণগঞ্জ বেলী স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় (২০১০ইং) কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। উল্লেখ্য যে, সে বিগত প্রথম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত সকল শ্রেণীতেই প্রথম স্থান অধিকার করে আসছে। সে ফতুল্লা জামা'তের সেক্রেটারী ওমরে আমা জনাব আবুল হাশেম বীর প্রতীক সাহেবের ছোট মেয়ের ঘরের নাতনী। মুমু জামা'তের সকলের নিকট তার ধারাবাহিক উচ্চ শিক্ষা ও সন্দুর ভবিষ্যতের জন্য দোয়াপ্রার্থী।

দোয়াপ্রার্থী
পিতা–ফরিদ আহমেদ ও
মাতা–সাবরা সুলতানা (সুমী)

খুতবায়ে ইলহামীয়া হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

আল্লাহ্ তাআলা যখন তাঁর মনোনীত বান্দাকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন তখন তাঁর সত্যতার জন্য অসংখ্য নিদর্শনাবলীও প্রদর্শন করে থাকেন। এই যামানার প্রত্যাদিষ্ট সর্বশেষ মোজাদ্দেদ, খাতামুল খোলাফা সাইয়্যেদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভূত হওয়ার পরও আল্লাহ্ তাআলা তাঁর সমর্থনে অসংখ্য নিদর্শন জগদ্বাসীকে দেখিয়েছেন। অন্যান্য নিদর্শন ছাড়াও আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে আমাদের পথ প্রদর্শক সাইয়্যাদুল কাওনাইন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাতৃভাষা আরবীর উপর অগাধ ব্যুৎপত্তি ও প্রজ্ঞা দান করেছেন। তাঁকে আরবী ভাষার উপর অসাধারণ বাগ্মীতা ও এর উপর একজন সুসাহিত্যিকের সকল প্রকার অলংকারাদী শিক্ষা দিয়েছেন। এ সম্পর্কে প্রিয় নবী রাসূলে মকবুল (সা.)-এর এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে গিয়ে তিনি (সা.) বলেন, "আল্লাহ্ তাআলা ইমাম মাহদীকে এক রাতেই অকল্পনীয় যোগ্যতা প্রদান করবেন" [আবু দাউদ শরীফ]

এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার লক্ষ্যে মহান সৃষ্টিকর্তা তাঁর প্রেরিত পুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)-কে এক রাতেই চল্লিশ হাজার আরবী অর্থাৎ শব্দের মূল শিখিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তিনি বাস্তবিক ক্ষেত্রে প্রচলিত শিক্ষা যৎসামান্যই অর্জন করেছিলেন। তিনি গুটি কয়েক শিক্ষকের কাছ থেকে কুরআন শরীফ, ইলমুস সারফ ও নাহব, ফারসি কিছু কিতাব, যুক্তি বিদ্যা, দর্শন শাস্ত্র এবং তাঁর পিতার লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে চিকিৎসা বিদ্যার উপর কিছু পড়াশুনা করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি তখনকার প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে কোন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। ফলশ্রুতিতে যখন তিনি **'মামুর মিনাল্লাহ্'** (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট) হওয়ার দাবী করেন, তখনই তৎকালীন উপমহাদেশের বড় বড় আলেম ও পন্ডিতগণ তাঁর পিছু লাগে এবং তাঁর বিরোধিতায় নিজেদের মুখের ফেনাকে অবারিত ধারায় বের করতে থাকে। তারা আশ্চর্য বিস্ময় নিয়ে বলতে থাকে, এই ব্যক্তিতো আরবী ভাষার ক, খ, গ-ও বুঝে না, আরবী সম্পর্কে তাঁর কোন জ্ঞান নেই সে কিভাবে খোদার পক্ষ থেকে আসতে পারে? সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর এ অবস্থার বিবরণ তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, "আরবী বাক্য গঠনের পদ্ধতি ও এর লিখন পদ্ধতি সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না। না ছিলাম আমি কোন সুসাহিত্যিক, আমার কলম কারো সাহায্যের মুখাপেক্ষী যেমন ছিল না তেমনই আমি বিন্দুমাত্র জানতামও না 'বালাগাত' (ভাষার অলংকার শাস্ত্র) নামক এই শিল্প কিভাবে অর্জন করা যায়। সুতরাং এরূপ অবস্থার মধ্যে আমি এর নিবুম গহীনে প্রবেশ করার জন্য ভবঘুরের ন্যায় চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করছিলাম এবং অবুঝ বালকের ন্যায় এই অথৈ সাগরে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম। তখন একদা নূরের এক প্রভা আমার হৃদয়ে ঢেলে দেওয়া হল আর আলোক ও উজ্জ্বল এক মহা জ্যোতির বিকাশ ঘটিয়ে অবতীর্ণ হল। এরপরই আমি অনর্গল বক্তৃতা প্রদানকারী বাগ্মীতায় এক অনন্য পারদর্শী বক্তারূপে নিজেকে খুঁজে পেলাম। সুতরাং মোবারক! সেই খোদা যিনি সর্বোৎকৃষ্ট স্রষ্টা। [হুজ্জাতুল্লাহ্, রূহানী খাযায়েন, ১২তম খন্ড, পৃ. ১৭৮]

অত:পর যে আলেম সমাজ তাঁর বিরোধিতায় উঠে পরে লেগেছিল তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা বলেন–

"আরবী ভাষায় আমার কোন চেষ্টা-প্রচেষ্টা, পরিশ্রম সাধনা এবং ক্ষুদ্র অনুসন্ধান ব্যতীত যে উৎকর্ষতা ও ব্যুৎপত্তি অর্জিত হয়েছে তা আমার প্রভুর পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট নিদর্শন। আর এটা আল্লাহ্ এ জন্য করেছেন, যেন সকল লোকদের উপর আমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং সাহিত্যিক পান্ডিত্য প্রাধান্য পায়। অতএব, বিরুদ্ধবাদী দলগুলোর মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে আমার মোকাবেলায় দন্ডায়মান হয়?"

[আঞ্জামে আথম, আরবী অনুবাদ, রূহানী খাযায়েন, খন্ড ১১, পৃ: ২৩৪]

নিদর্শনের বহির্প্রকাশ

আরবী ভাষায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর অসাধারণ উৎকর্ষতার নিদর্শন সেই সময় উর্ধ্বাকাশ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল যখন স্বয়ং খোদা তাআলা তাঁর পক্ষ থেকে এই মহান ঐশ্বরিক শক্তি ও সামর্থ্য তাঁকে প্রদান করেছিলেন এবং তিনি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "তুমি এই ইলহামী ভাষায় সর্বসাধারণের সামনে ভরপুর মজলিসে ফাসাহাত ও বালাগাতের সাথে তাৎক্ষণিক ও অবলীলায় স্বত:স্ফুর্তচিত্তে বক্তৃতা প্রদান কর"।

খুতবায়ে ইলহামীয়ার প্রেক্ষাপট

আল হাকাম পত্রিকার মোহতরম সম্পাদক সাহেব এ সম্পর্কে লিখেন, "হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস্ সালাম এর আন্তরিক ইচ্ছা ও প্রত্যাশা যে, আমাদের মতো তাঁর অনুসারীগণ যেন বারবার দারুল আমান (কাদিয়ান) আগমন করেন। এখানে অবস্থান করে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বীয় আত্মার পবিত্রতা অর্জন, বাতেনী শক্তি থেকে নিজেকে পবিত্রকরণ এবং হৃদয়ের মাঝে এক তাযাল্লিয়াত আনয়নের জন্য বাস্তবিক পথ নির্দেশনা গ্রহণ করেন। এ উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার জন্য আপনারা বছরে তিনটি জলসাকে নির্ধারিত করে রেখেছেন। যে জলসাগুলি ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা এবং বড় দিনের ছুটিতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এগুলো ছাড়াও ধর্মীয় প্রয়োজনে আরো কিছু জলসা করা হয়ে থাকে। কিন্তু এই জলসা যার সূচনা হেতু আপনাদেরকে সম্বোধন করে লেখছি–এটি সেই জলসাগুলোর মধ্যে থেকে একটি যা প্রতি বছর ঈদ উল আযহার সময় অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে"।

জলসার সংবাদের ব্যাপক প্রচার

এমনিতেই জামা'তের সদস্যগণ পূর্ব থেকেই জানতো ঈদ উল আযহার সময় একটি জলসা হয়ে থাকে আর এর সংবাদ কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে প্রচারও করা হয় না। কিন্তু আনন্দের বিষয় হল, আমাদের মোহসেন ও বন্ধুপ্রতিম মওলানা আব্দুল করীম সিয়ালকোটি যে একটি দীর্ঘ সময় ধরে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সহচার্যে অবস্থান করাকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছেন। তিনি তাঁর সহচার্যে থেকে ঈর্ষনীয় সফলতা ও উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি তার কামেল ঈমানের কারণে বন্ধুদেরকে সর্বদা দারুল আমান, কাদিয়ানে আগমন ও অবস্থান

করার জন্য ক্লান্তিহীন দিক-নির্দেশনা ও অনুরোধ করে যাচ্ছেন। মু'মিনের বৈশিষ্ট্য তো এটাই যে, নিজের জন্য যা ভাল মনে করবে তা তাঁর অপর ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করবে। সম্মানিত মওলানা সাহেবের সর্বদা একটাই আকুতি থাকে, যেন লোকেরা এখানে বেশি বেশি আসে এবং এখানে এসে যে দৃশ্য অবলোকন করে যা সে নিজে দেখেছে আর তাই অর্জন করে যা সে নিজে অর্জন করেছে। এইজন্য এ অবস্থাতেও সেই ঈমানী প্রেরণা ও উদ্দীপনায় প্রত্যেক শহরের বন্ধুদের নিকট তিনি ক্রমাগত চিঠিপত্র বিভিন্ন আবেগ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী ভাষায় লিখে জলসায় যোগদানের তাহরীক করে তাদের নিকট প্রেরণ করতে থাকেন। মূলত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হওয়ার পিছনে হযরত মওলানা মওসুফই নিমন্ত্রণদাতা ছিলেন আর তাঁর পত্রই জলসা অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে সকলকে অবহিত করেছিল।

মেহমানদের আগমন

এপ্রিল মাসের প্রথম তারিখ থেকে শুরু করে ১০ এপ্রিলের মধ্যে মেহমানদের আগমন শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ জলসায় সবচেয়ে বেশি বন্ধু সিয়ালকোট থেকে আগমন করেন আর এর পূর্বে কখনো এতো অধিক সংখ্যক বন্ধু সিয়ালকোট থেকে আগমন করেন নি। তারা একটি রিজার্ভ গাড়িতে করে বাটালা পর্যন্ত পৌঁছেছিল। যাই হোক, অমৃতসর, বাটালা, লাহোর, উজিরাবাদ, সিয়ালকোট, জম্মু, পেশওয়ার, গুজরাট, ঝেলাম, রাওয়ালপিন্ডি, কপুরথলা, লুধিয়ানা, বোম্বাই, লাক্ষ্ণৌ, সানওয়ার প্রভৃতি স্থান থেকে তিনশ' এর বেশি নিষ্ঠাবান, প্রেমিক আহমদী বন্ধু জলসায় অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে আগমন করেন।

আরাফাতের দিনও হুযূর আকদাসের (আ.) দোয়া

৯ জিলহজ্ব আরাফাতের দিন সকালে হযরত আকদাস ইমামে যামান আলাইহিস সালাম হযরত মওলানা নূরুদ্দীন (রা.)-কে একটি সংক্ষিপ্ত চিরকুট পাঠিয়ে বললেন, 'আমি আজকের দিন এবং রাতের বিভিন্ন অংশে আমার বন্ধুদের জন্য দোয়া করব বলে মনস্থির করেছি। এইজন্য যে সকল বন্ধুরা এখানে অবস্থান করছেন, তারা সকলে তাদের নাম ও ঠিকানা লিখে আমার কাছে পাঠিয়ে দেন যেন দোয়া করার সময় তাদের কথা আমার স্মরণ থাকে। এরপর হযরত মওলানা নুরুদ্দীন সকল বন্ধুকে একত্রিত করে এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করলেন এবং তাদেরকে হুযূর (আ.) প্রদত্ত নির্দেশনা অবগত করালেন। অত:পর তিনি নাম ও ঠিকানা সম্বলিত একটি তালিকা তৈরী করে হুযূরের খেদমতে পেশ করলেন। হুযূর (আ.) সে দিন ও রাতের একটি বড় অংশ ইবাদত বন্দেগীতে অতিবাহিত করলেন। যেহেতু সেদিন বন্ধুগণ অধিকহারে আসছিলেন এবং তারা সকলে হুযূরের সাথে সাক্ষাৎ লাভে উদগ্রীব ছিল কেননা কোন দেহেরই আত্মার উপস্থিতি ব্যতীত জীবন লাভ সম্ভব নয়। এই কারণে হুযূর (আ.) সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে দ্বিতীয়বার এই সংবাদ প্রেরণ করলেন যে, আমার কাছে যেন কোন প্রকার চিরকুট পাঠানো না হয়। এভাবে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। হযরত মওলানা নূরুদ্দীন সাহেব (রা.) পুণরায় বন্ধুদের একত্রিত করে এই আদেশ অবগত করালেন। এরপর মাগরিব ও এশার নামায জমা হল। নামায শেষে হুযূর (আ.) দাঁড়িয়ে সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'যেহেতু আমি খোদা তাআলার সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ যে, আজকের দিন ও রাতের কিয়দংশে আমি দোয়াতে কাটাবো এইজন্য এখন আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি যেন আমার কৃত ওয়াদা ভঙ্গ না হয়। এই বলে তিনি প্রস্থান করলেন এবং দোয়াতে নিমগ্ন হয়ে পড়লেন। সেই সময় তাঁর প্রস্থানের দৃশ্য দেখে এটা মনে হচ্ছিল যে, যেন মূসা (আ.) তাঁর শিষ্যদের রেখে তুর পর্বতে যাচ্ছেন। যাই হোক, সেই দিন ও রাতে হুযূর (আ.) অত্যন্ত আকুতি ও বিগলিত চিত্তে খোদার দরবারে দোয়াতে রত থাকলেন।

হুযূর আকদাস (আ.)-কে বক্তৃতা করার জন্য বারবার হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সিয়ালকোটি (রা.) অনুরোধ করছিলেন। এ ব্যাপারে আল হাকাম পত্রিকার সম্পাদক সাহেব লিখেন, "হযরত মওলানা আব্দুল করীম সাহেব সিয়ালকোটি সচরাচর ঈদের জলসা আয়োজনের পূর্ব মুহূর্তের দিনগুলোতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় হুযূরের খেদমতে হাজির হয়ে তাঁকে বন্ধুদের উদ্দেশ্যে কোন বক্তৃতা করার অনুরোধ করতেন। ঈদের দিন সকালে মওলানা সিয়ালকোটি সাহেব হুযূর (আ.)-এর অন্দর মহলে প্রবেশ করে বললেন, আমি আজ বিশেষ ভাবে আপনার নিকট অনুরোধ করছি, আপনি দয়া করে বক্তৃতা করুন যদিও তা খুবই সংক্ষিপ্ত হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বললেন, "খোদাই তো আদেশ দিয়েছেন।" তারপর তিনি বললেন, রাতে ইলহাম হয়েছিল, যেন আমি কোন জনসমাবেশপূর্ণ সম্মেলনে আরবীতে বক্তৃতা প্রদান করি। এটা আমি অন্য কোন সমাবেশ হবে বলে মনে করেছিলাম। যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন হয়তোবা এটাই হল সেই সমাবেশ।

যাই হোক হযরত মওলানা সাহেবের এই তাহরীকের ফলে দুনিয়া এমন এক অতুলনীয় নেয়ামত লাভ করল যা বর্তমানে পুস্তকের আকার ধারণ করেছে। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস এই বক্তৃতার সাথে সাথে যে বরকত ও কল্যাণের প্রস্রবন ধারা জারী হয়েছে এর একটি বড় অংশ হযরত মওলানা সাহেব লাভ করবেন কেননা তিনিইতো জলসার মূল উদ্যোক্তা ও আয়োজনকারী ছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্বয়ং অনেকবার তাঁর এই তাহরীকের বন্দনা গেয়েছেন। [আল হাকাম, ১৭ এপ্রিল ১৯০০]

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত মুফতি মোহাম্মদ সাদেক সাহেব বলেন, "মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব এমন এক মহান ব্যক্তি যার প্রতিটি মতামত ও রায় খুবই অর্থবহ হতো। অনেক সময় আমি গভীর ভাবে লক্ষ্য করে একটি জিনিস দেখতে পেয়েছিলাম তা হল, হযরত ইমামে সাদেক ও মাসদুক আলাইহিস্ সালাম এর ইলহাম ও বাক্যাবলীর সাথে মওলানা সাহেবের কথা-বার্তার এরূপ সাদৃশ্য পাওয়া যেতো যেরূপ সাদৃশ্য একমাত্র দেখা যেতো হযরত উমর (রা.)-এর রায় ও মতামতে। কেননা কেবল হযরত উমর (রা.) -এর মতামতের প্রেক্ষিতে কখনো কখনো হযরত সারওয়ারে আম্বিয়া (সা.)-এর উপর ওহী অবতীর্ণ হতো। [আল হাকাম, ১লা মে, ১৯০০]

হযরত মওলানা আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোটি (রা.) ঈদ-উল আযহার নামায পড়ালেন। নামায শেষ হওয়ার পর হযরত আকদাস খুতবা দেয়ার জন্য মসজিদে আকসার নীচের দরজায় দাঁড়িয়ে উর্দুতে এক আজিমুশ্বান খুতবা প্রদান করেন। অত:পর হুযূর (আ.) বলেন, "এখন আমি আরবীতে কিছু কথা বলব। কেননা খোদা তাআলা আমাকে কোন সমাবেশে আরবীতে কিছু বলার জন্য আদেশ দিয়েছেন। প্রথমে আমি মনে করেছিলাম হয়তো বা অন্য কোন সমাবেশের কথা বলা হয়েছে যেখানে খোদার এই ঐশী

বাক্য পরিপূর্ণতা লাভ করবে কিন্তু খোদা তাআলা মৌলবী আব্দুল করীম সাহেবকে অশেষ প্রতিদানে ভূষিত করুন। কেননা তিনিই আজকের এই সমাবেশের জন্য তাহরীক করেছেন আর এই তাহরীকের ফলশ্রুতিতে আমার হৃদয়ে এক শক্তিশালী প্রেরণা, বল সৃষ্টি হয়েছে এবং আশা করছি খোদা তাআলার প্রতিশ্রুতি ও নিদর্শন আজ প্রকাশিত হবে। [আল হাকাম, ১৭ এপ্রিল, ১৯৮০]

মহান এক নিদর্শনের বিকাশ

আল হাকাম পত্রিকার সম্পাদক লিখেন, "যখন হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) জনাবে মৌলবী আব্দুল করিম সাহেব সিয়ালকোটি ঘোষিত তাহরীক বক্তৃতা প্রদান শেষ করলেন তখন তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 'ইলকা' পেয়ে পুণরায় আরবী ভাষায় খুতবা প্রদান করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। যেহেতু এই খুতবা আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর মাঝে অন্যতম শক্তিশালী, অকল্পনীয় অবিশ্বাস্য নিদর্শন ছিল-যা আমাদের চর্মচক্ষুর সামনেই নয় বরং এক মহান দলের কেবল উপস্থিতিতে সংঘটিত হয়েছিল। আমরা খোদা তাআলার কসম খেয়ে বলছি, এই শক্তিমান নিদর্শন তাৎক্ষণিক এক বিস্ময়কর মোজেযা ছিল। আমরা দেখতে পেলাম হুযূর আকদাস (আ.) আরবীতে খুতবা প্রদান করার জন্য প্রস্তুতি নিলেন এবং হযরত মওলানা আব্দুল করীম সিয়ালকোটি সাহেব ও হযরত মৌলবী নূরুদ্দীন সাহেব (রা.)-কে হুকুম দিলেন তারা যেন তাঁর নিকটে এসে বসে এবং এই খুতবা লিখে রাখে। যখন হযরত মৌলবী সাহেবদ্বয় প্রস্তুত হলেন তখন হুযূর (আ.) "ইয়া ইবাদিল্লাহি" (হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ) বলে আরবীতে খুতবা প্রদান শুরু করলেন। খুতবা প্রদান করার সাথে সাথে হুযূরের পবিত্র চেহারায় অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল, তাঁর চোখ, কান, নাক, কপাল এবং তাঁর কণ্ঠে ঐশী আভা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেতে লাগল। তাঁর আওয়াজ গম্ভীর হয়ে উঠল। আমরা বুঝতে পারলাম এটা সরাসরি খোদার পক্ষ থেকে তৎক্ষণাৎ ইলহাম হচ্ছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খুতবার মাঝখানে মৌলবী সাহেবদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "এখনই লেখে নাও, কোন শব্দ বুঝতে না পারলে সাথে-সাথে জিজ্ঞাসা করে নিও পুনরায় হয়তো এ কথা বলতে আর সক্ষম হয়ে উঠব না" (আল হাকাম, ১লা মে ১৯০০)

সম্পাদক সাহেব আরো বলেন, "এই সম্মলনে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের অধিকাংশ আরবী জানতো না। কিন্তু হুযূর যখন বক্তৃতা করা শুরু করলেন তারা গভীর ধ্যানে নিমগ্ন শ্রোতার ন্যায় তা শুনতে থাকেন "যখন হুযূর (আ.) খুতবা প্রদান করে বসে পড়লেন তখন অধিকাংশ সদস্যদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব (রা.) উঠে দাঁড়ালেন এবং সম্পূর্ণ খুতবা অনুবাদ করে শুনালেন।

দোয়া কবুলিয়্যত এবং সেজদায়ে শুকর

হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সিয়ালকোটি সাহেব (রা.) কর্তৃক খুতবা অনুবাদ করার পূর্বে হুযূর আকদাস (আ.) অত্যন্ত দৃঢ় ও প্রাঞ্জল ভাষায় বলেন, "এই খুতবা গতকাল আরাফাতের দিনে এবং ঈদের রাত্রিতে আমি অনবরত আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে সকাতরে খোদার দরবারে যে দোয়া করেছিলাম সে সকল দোয়ার কবুলিয়্যত বা গৃহীত হওয়ার নিদর্শন ছিল কেননা শর্ত ছিল, যদি আমি ধারাবাহিকভাবে তৎক্ষণাৎ আরবী ভাষায় এই খুতবা প্রদান করতে পারি তাহলে এটা মেনে নেওয়া হবে যে, আমার সকল দোয়া কবুল হয়েছে। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র! আমার সমস্ত দোয়াই খোদা তাআলার ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুসারে কবুল হয়েছে। (আল হাকাম, ১লা মে ১৯০০)

তখনো হযরত মওলানা আব্দুল করীম সাহেব তরজমা শুনাচ্ছিলেন হুযূর (আ.) উত্তেজনা ও উদ্দীপনার অধিক প্রাবল্যে 'সিজদায় শুকর'(কৃতজ্ঞতার সেজদা) দিলেন। উপস্থিত সকলেই তাঁর সাথে সাথে 'সিজদায়ে শুকর' আদায়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সিজদাহ্ থেকে মাথা উঠানোর পর হযরত আকদাস (আ.) সবাইকে লক্ষ্য করে বলেন, "আমি এই মাত্র লাল কালিতে অংকিত 'মোবারক' শব্দটি দেখতে পেয়েছি যা আমার দোয়া কবুল হওয়ারই নিদর্শন বহন করে। [মালফুযাত, ২য় খন্ড, পৃ. ২৯-৩০]

খুতবায়ে ইলহামীয়া এবং তত্ত্বজ্ঞানের মহাসমুদ্র

খুতবায়ে ইলহামীয়া হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কর্তৃক জগদ্বাসীর সামনে তাঁর সত্যতার এক উজ্জ্বল মাপকাঠি। যে ব্যক্তির আরবীতে কোন জ্ঞানই ছিল না, আরবী সাহিত্যের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই তাঁর পক্ষে এরূপ একাধারে বক্তৃতা করা কিরূপে সম্ভব হতে পারে! কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা জগদ্বাসীর সামনে তাঁর প্রেরিত মসীহ্‌র সত্যতাকে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট করার জন্যই এ নিদর্শন দেখিয়েছেন। এটি এমন এক বক্তৃতা যার প্রতিটি অক্ষরে অক্ষরে 'হাকায়েক' ও 'মারেফাতের' সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান রয়েছে, রয়েছে প্রজ্ঞার এক মহা সমুদ্র। হে চিন্তাশীল চক্ষুস্মান ব্যক্তিবর্গ! আস এবং এ সমুদ্রে এক দক্ষ ডুবুরীর ন্যায় ডুব দিয়ে সহস্র বছর ধরে লুক্কায়িত মণিমুক্তা সংগ্রহ কর। অতি তাড়াতাড়ি এর দিকে ধাবিত হও। হে বুদ্ধিমান! যদি তুমি বিন্দুমাত্র জ্ঞানী হয়ে থাক ও তোমার বোধশক্তি যদি কট্টর না হয় আমার দিকে অগ্রসর হও কেননা 'এহী নূরে খোদা পাওগে' (কেবল এখানেই পাবে খোদার জ্যোতি)।

খুতবায়ে ইলহামীয়া সম্পর্কে কিছু কথা

১১ এপ্রিল ১৯০০ সনে ঈদ-উল আযহার দিন ঈদের নামাযের পর হতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) উপস্থিত সকলের সম্মুখে অত্যন্ত বাগ্মী ও সুদক্ষ বক্তার ন্যায় আরবী ভাষায় যে খুতবা প্রদান করেন তাই খুতবায়ে ইলহামীয়া নামে সুবিখ্যাত। এ খুতবা ইয়া ইবাদিল্লাহি ফাক্কির (হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা গভীরভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করে চিন্তা কর) দিয়ে শুরু হয়েছে এবং ওয়া সাওফা ইউনাব্বিউহুম খাবির (এবং অচিরেই তাদেরকে সর্বজ্ঞানী খোদার পক্ষ থেকে অবগত করানো হবে) দিয়ে শেষ হয়েছে। এই খুতবায় কুরবানীর তাৎপর্য ও দর্শন অত্যন্ত সুনিপুন ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ খুতবা ইলহামীয়া সম্পর্কে হাকীকাতুল ওহী পুস্তকে লিখেন, '১৯ এপ্রিল ১৯০০ সালের ঈদ-উল আযহার দিন সকাল বেলায় আমার উপর ইলহাম হল, "আজ তুমি আরবীতে বক্তৃতা কর এ জন্য তোমাকে ঐশী শক্তি দেয়া হবে" সেই সাথে এটাও ইলহাম হল 'কালামুন উফসিহাত মিল্ লাদুন রাব্বিন কারিম' অর্থাৎ এই কথোপকথনে খোদা তাআলার পক্ষ থেকে বাগ্মীতা ও বাকপটুতা দান করা হবে। [হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খন্ড, পৃ, ৩৬৬-৩৭৫] এই কিতাবের মুখবন্ধে হুযূর (আ.) বলেন, এখানে উল্লেখিত জ্ঞান ও তত্ত্বকথা কোন পরিচিত বুযুর্গের কিতাব থেকে সন্নিবেশিত হয়নি বরং খোদা তাআলার পক্ষ থেকে আমাকে ওহী করা হয়েছে। সেই অতুলনীয়, অসাধারণ তত্ত্বজ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি কি? হে খোদার বান্দারা! আজকের এই দিন যা বকরী ঈদ নামে প্রসিদ্ধ, একটু দৃষ্টি দাও ও চিন্তা কর এই কুরবানী করার মাঝে বুদ্ধিমানদের জন্য

জন্য এক নিগূঢ় রহস্য গুপ্ত আছে। আপনারা জানেন এই দিনে অসংখ্য পশু কুরবানী করা হয়। কেউ উট কুরবানী করেন, কেউ গরু কুরবানী করেন, কেউবা আবার ছাগল-ভেড়া কুরবানী করেন আর এর সবগুলিই শুধুমাত্র খোদার সন্তুষ্টির বিধানকল্পেই করা হয়। বর্তমানে কুরবানী করার মাত্রা ও আধিক্য এতো বৃদ্ধি পেয়েছে যে, পশুদের রক্তে ভূপৃষ্ঠ আচ্ছাদিত হয়ে গেছে। এই সকল কাজ আমাদের ধর্মে সেই কাজগুলি অন্তর্ভুক্ত যা আমাদের আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের পাত্র বানায়। এই কারণেই এই জবাইকৃত পশুদের নাম কুরবানী রাখা হয়েছে।

অতএব, আসল কথা হল জবাই এবং কুরবানী যা ইসলামে প্রচলিত একটি সাধারণ ব্যবস্থা কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্য হল আত্মার কুরবানী। হৃদয়কে সকল প্রকার পঙ্কিলতা মুক্ত করাই এর মূল লক্ষ্য। কুরবানীর এই ব্যবস্থা এ কথাই বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়। আর এই মর্যাদা অর্জনে আমাদেরকে উৎসাহিত করে। এই বাস্তবতা যা পরিপূর্ণ আচরণের বদৌলতে সাধিত হয় তা এক করাতের ন্যায় যা হৃদয়কে চিরে টুকরো টুকরো করে এর মধ্য থেকে সকল প্রকার কলুষতা দূরীভূত করে হৃদয়কে পবিত্র করে তুলে। সুতরাং প্রত্যেক মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী যারা খোদার ভালবাসার আকাংখী ও অন্বেষী তাদের জন্য আবশ্যক এই বাস্তবতাকে উপলব্ধি করা এবং একে নিজের টার্গেট স্থল নির্ধারণ করা।

অতএব এই সুমহান মাকাম ও মর্যাদা থেকে গাফেল হয়ো না। জাগতিক চাকচিক্য ব্যস্ত দলের সঙ্গী হয়ো না এবং এরই রহস্য থেকেও উদাসীন থেকো না যা কুরবানী করার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। কুরবানীর এই প্রকৃত তত্ত্বকে দেখার জন্য এই সত্যতাকে আয়নার মত বানাও যেন এর মাঝে ত্যাগ আত্ম উৎসর্গের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়। সেই সকল লোকের ন্যায় আত্মবিস্মৃত হয়ো না যারা স্বয়ং খোদা ও নিজেদের কিয়ামত সদৃশ মৃত্যুকে ভুলে বসেছে। পরিতাপ! মানুষ এই রত্নখচিত তত্ত্বজ্ঞানকে ভুলে গছে। তাদের নিকট ঈদ অর্থ হল গোসল করে নতুন কাপড় পরিধান করা, সুস্বাদু ও উন্নত খাবার, আড্ডা ও খেলাধূলায় ব্যস্ত থাকা এবং মুরগীর মত নামাযের মধ্যে ঠোকর মারা। তারা জানে না কি উদ্দেশ্য ও লক্ষকে সামনে রেখে গরু ছাগল ইত্যাদি জবাই করা হয়। আমরা ধর্মীয় দুর্বিপাকে আবর্তিত ও দৈনন্দিন সমস্যায় আক্রান্ত হওয়ার পর কেবল ইন্না লিল্লাহ্ পড়ছি। অথচ আমাদের কোন সঠিক পথ প্রদর্শনকারী নেই। যার ফলে আমরা দিকভ্রান্ত হয়ে ছুটাছুটি করছি। আমাদের অন্ধকারে নিমজ্জিত এই তিমির রাত্রি দেখে খোদার অনুকম্পা আমাদের প্রতি বৃদ্ধি পেল। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যেন আকাশ থেকে কোন নূর অবতীর্ণ হয় যা সকলকে আলোকিত করবে। সর্ব ধর্ম, দেশ ও জাতিকে এক সূতায় নিয়ে অন্তরে অবতীর্ণ হোক, আমিই হলাম সেই বহু কাঙ্খিত নূর, যামানার মোজাদ্দেদ, মাহদী মাওউদ এবং মসীহ্ মাওউদ। তোমরা আমার ব্যাপারে কোন সন্দেহে নিপতিত হয়ো না।

আমি এইজন্যই এসেছি যেন আমার খোদা আমার মাধ্যমে আপন মহাশক্তির ও সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য ধরিত্রীবাসীকে দেখাতে পারেন। যুগ এক ন্যায় বিচারক মীমাংসাকারীর মুখাপেক্ষী এবং এক প্রকৃত কল্যাণকামীর প্রত্যাশী ছিল। তাই খোদা আমাকে প্রেরণ করেছেন যেন আমি সঠিক মীমাংসা ও কল্যাণের স্রোতধারাকে আরো বৃদ্ধি করতে পারি। অতএব, শুনে নাও! আমি দু'টি রঙের পোষাক পরিধান করে আগমন করেছি অর্থাৎ একটি হল প্রতাপ ও শক্তির পোষাক এবং অন্যটি হল শোভা ও সৌন্দর্যের পোষাক। প্রতাপ ও শক্তির পোষাক আমাকে এই জন্য দেয়া হয়েছে যেন আমি শির্ককে নি:শেষ করে দেই আর সৌন্দর্য ও শোভার পোষাক এই জন্য দেয়া হয়েছে যেন সকলকে প্রেম, প্রীতি, ভালবাসার মাধ্যমে তৌহীদের পতাকাতলে সমবেত করি। আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যেন আমি শূকরকে (মন্দ স্বভাব বিশিষ্ট আত্মা) হত্যা করি। এই হত্যা ঐশী অস্ত্রের মাধ্যমে সংঘটিত হবে কোন বাহ্যিক তীর তলোয়ারের মাধ্যমে নয়। এরূপভাবে আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি মু'মিনদের ঘরকে ধন-ভান্ডারে ভরপুর করে দেই কিন্তু এই ধন-ভান্ডার জাগতিক কোন স্বর্ণ-রৌপ্য নয় বরং জ্ঞান-প্রজ্ঞা এবং এই ধন-ভান্ডার হল সঠিক দিক নির্দেশনার।

খুতবায়ে ইলহামীয়া মুখস্ত করার তাহরীক :

এই খুতবা যেহেতু এক জবরদস্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞাগত নিদর্শন ছিল এই জন্য এর গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর খোদ্দামদেরকে এটি মুখস্ত করার তাহরীক করেন। হুযূরের এই তাহরীকে সাড়া দিয়ে তাঁর একনিষ্ঠ খাদেম হযরত সুফী গোলাম মুহাম্মদ সাহেব, হযরত মীর মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেব, হযরত মুফতী মোহাম্মদ সাদেক সাহেব, মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেব ছাড়া আরো কয়েকজন বন্ধু খুতবা মুখস্ত করে ফেলেন। এমনকি শেষের দু'জন ঈদের দিনেই মসজিদে মোবারকের ছাদে মাগরিব ও এশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সকলের সামনে এই খুতবা মুখস্ত শুনান। হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব সাহিত্যের প্রতি গভীর আগ্রহ রাখতেন। তিনি এই খুতবার প্রেমে এতই মগ্ন হয়ে পড়লেন যে, অধিকাংশ সময় তা সর্বসাধারণকে শুনিয়ে বেড়াতেন এবং কিছু কিছু ইবারতের উপর তিনি এতই প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন যে সেগুলি তার ঠোটে সর্বদা উচ্চারিত হতো। ছোট-ছোট শিশু যাদের বয়স বার বছরের উর্ধ্বে ছিল না তারাও এই খুতবা মুখস্ত করে ফেলে এবং কাদিয়ানের অলিতে-গলিতে আবৃত্তি করতে থাকে। (তারিখে আহমদীয়াত, ৩য় খন্ড, পৃ. ৯৪)

আল্লাহ্ তাআলা তার প্রেরীত মাহদীর সত্যতাকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তিকারী সকল বিরুদ্ধবাদীর মুখকে স্তব্ধ করে দিতে সেই সাথে 'তিনি আরবী জানেন না' নামক আরোপিত আপত্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়ার মানসে স্বয়ং খোদা জগদ্বাসীকে এক বিস্ময়কর ঐশী নিদর্শন দেখিয়েছেন। এটা ঐশী নিদর্শনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বৈ আর কিছু নয়। যখন খোদা কোন বান্দার হয়ে যান তখন তিনি তার সাহায্যের জন্য নতুন এক খোদা হয়ে যান। জগৎ তাঁর অকৃত্রিম সাহায্য-সহযোগিতার নিদর্শন অবলোকন করে। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন–

"খোদাকে পাক লোগোঁ কো খোদা নুসরত আতি হ্যাঁ

জাব আতি হ্যা তো যেহ্র আলাম কো এক আলম দেখাতি হ্যা"

অর্থাৎ, খোদার পবিত্র বান্দাদের জন্য খোদা তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য এসে থাকে।

যখন এই সাহায্যের স্রোতধারা আসতে থাকে তখন জগত এক নতুন জগতকে অবলোকন করে।"

তাই নি:সন্দেহে বলা যায় এটি ছিল সেই নুসরতে ইলাহী বা ঐশী সাহায্য। প্রতিশ্রুত মসীহের সেই দলীলে আফতাব (দিবাকরের ন্যায় সুস্পষ্ট প্রমাণ) যার পানে তিনি সকলকে আহ্বান করেছেন। 'খুতবায়ে ইলহামীয়া জগতের সামনে আগত মসীহকে নতুনরূপে তুলে ধরেছে, সকলের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের ভিতকে আরো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সর্বোপরি যদি আমরা সমগ্র মানবজাতির হেদায়াতকল্পে এই মূল বিষয়বস্তু "আত্মার কুরবানী" অর্জন করার দিকে, সবিশেষ দৃষ্টি দেই আর যদি এই রূহানী মর্যাদা ও পবিত্র পরিবর্তন আমাদের মাঝে সাধন করি তাহলেই আমরা সকলে ঐশী খোদার উজ্জ্বল নিদর্শনের অন্তর্ভূক্ত হব। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে খুতবায়ে ইলহামীয়ার গুরুত্ব এবং এর প্রবহমান কল্যাণধারা থেকে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন। [মাসিক আনসারুল্লাহ্, এপ্রিল, ২০১০ অবলম্বনে]

প্রতিশ্রুত মসীহর বিরোধীতা তাঁর সত্যতার-ই প্রমাণ

মাহমুদ আহমদ সুমন

পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যত নবী রাসূল এসেছেন তাঁদের সকলের বিরোধীতা হয়েছে। এমনকি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর সাথে সবচেয়ে বেশি বিরোধীতা হয়েছে। নবী-রাসূলের বিরোধীতা-ই প্রমাণ করেন তিনি সত্য, তিনি আল্লাহ্ তাআলার প্রক্ষ থেকে প্রেরিত। যুগে যুগে নবী-রাসূলদের সাথে শুধু বিরোধীতাই করা হয়নি বরং তাঁদেরকে উম্মাদ, যাদুকর ইত্যাদি-তে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে- এদের পূর্ববর্তীদের কাছেও যত রাসূলই এসেছিল তারাও এমনটি বলেছিল, এ এক যাদুকর বা পাগল (সূরা যারিয়াত: ৫৩) পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেন, হায়, আক্ষেপ মানবজাতির জন্য! তাদের কাছে যখনই কোন রাসূল আসে তারা তাকে নিয়ে হাসি বিদ্রূপ করে। (সূরা ইয়াসিন : ৩১) যেভাবে নবী-রাসূলদের সাথে বিরোধীরা আচরণ করেছে ঠিক তেমনই আচরণ আমরা দেখতে পাই এ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর সাথে তাঁর বিরোধীদের। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মিথ্যাবাদী, হত্যার চেষ্টা, মিথ্যা মামলা দিয়ে তাঁকে ধ্বংশ করতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে সর্বদা বিজয়ী করেছেন, অপরদিকে যারা তাঁর জামা'তকে নির্মূল করতে চেয়েছে কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা সেই সব বিরোধীদেরকেই অপমানিত ও ধ্বংস করেছেন ।

কুরআন, হাদীস অনুযায়ী আমরা জানতে পারি আখেরী জামানায় হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আসবেন ইসলামকে সকল ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করতে। আর তিনি যখন আসবেন সকল পক্ষ থেকে তাঁর বিরোধীতা করা হবে। তাঁকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করা হবে কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে জয়যুক্ত করবেন।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর আবির্ভাবের কিছু লক্ষণাবলী তিনি (সা.) উল্লেখ করে গেছেন– হযরত রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন, 'মানুষের ওপর এমন এক সময় আসবে, যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলো অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মসজিদগুলো বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হবে, কিন্তু হেদায়াতশূন্য থাকবে। তাদের আলেমরা আকাশের নিম্নস্থ সব সৃষ্টজীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হবে। তাদের মধ্য থেকে ফেৎনা-ফাসাদ উঠবে এবং তাদের মধ্যেই ফিরে যাবে' (মিশকাত)।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর আবির্ভাব কালে যুগের লক্ষণ সম্পর্কে হযরত রাসূলে করীম (সা.) আরও বলেছেন, 'ধর্মীয় জ্ঞান উঠে যাবে, জাহেলিয়াতের প্রসার লাভ করবে, মদের ব্যবহার বেড়ে যাবে, প্রকাশ্যে ব্যভিচার হবে, পুরুষের সংখ্যা কম হবে এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেড়ে যাবে, পুণ্য কাজ কমে যাবে, মানুষের মন কৃপণতায় ভরে যাবে, ঝগড়া-বিবাদ বৃদ্ধি পাবে, মারামারি, কাটাকাটি বেশি হবে, ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঈমানদারের অভাব দেখা দেবে, ভূমিকম্প বেশি হবে, ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করে মানুষ গৌরববোধ করবে, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার প্রচলন হবে, জাতির নীচু প্রকৃতির লোক তাদের নেতা হবে, বাদ্যযন্ত্র ও গায়িকা নারীর প্রাধান্য হবে, উটনী বেকার হবে, এতে চড়ে মানুষ দূর দেশে যাতায়াত করবে না' (বুখারী ও মুসলিম)।

এইসব হাদীস থেকে এটা কি প্রতিপণ্য হয় না যে এটাই আখেরী জামানা এবং হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর আবির্ভাবের সময়? বলুন, হযরত রাসূল করীম (সা.) ইমাম মাহদীর যুগের যে লক্ষণ বর্ণনা করেছেন তার পূর্ণতা পেতে আজ এমন কোন জিনিষটা বাকী রয়েছে যা এখনও ঘটে নাই। সবাই বলতে বাধ্য হবে হযরত রাসূল করীম (সা.) যা যা ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন সবই বর্তমান ঘটে চলেছে।

আসলে আজ আমরা যে জামানায় বাস করছি এবং রাসূল করীম (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতানুযায়ী বলতে পারি এটাই ইমাম মাহদী (আ.)-এর যুগ। একটু ভেবে দেখুন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন- 'মানুষের ওপর এমন এক সময় আসবে, যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলো অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মসজিদগুলো বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হবে, কিন্তু হেদায়াতশূন্য থাকবে, তাদের আলেমরা আকাশের নিম্নস্থ সব সৃষ্টজীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হবে। তাদের মধ্য থেকে ফেৎনা-ফাসাদ উঠবে এবং তাদের মধ্যেই ফিরে যাবে'।

এসবের পূর্ণতার বাস্তব সাক্ষি কি আমরা নই? আজ ইসলামের কেবল নামই অবশিষ্ট রয়েছে, প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা নাই বললেই চলে। হযরত রাসূল করীম (সা.) এ কথাও বলেছেন যে, ভূমিকম্প বেশি হবে। সমগ্র বিশ্বে কোথাও না কোথাও প্রতিদিন ভূমিকম্প হচ্ছে। আর এতে হাজার হাজার লোক প্রাণ হারাচ্ছে। গত ১১/০৩/২০১১ তারিখে জাপানে যে তীব্র ভূমিকম্প হয়েছে এতে নিহত হয়েছে প্রায় শত শত মানুষ। এই যে, একেরপর এক ভূমিকম্প এসব কী ইমাম মাহদীর সত্যতার লক্ষণ নয়?

এছাড়া ধর্মের নাম নিয়ে সম্প্রতি সারা বিশ্বে যে নৈরাজ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে তা শান্তির ধর্ম ইসলামের শিক্ষা হতে পারে কী? আজ ধর্মের নাম নিয়ে যে মানুষ হত্যা করছে এটা কোন ইসলাম? বর্তমান দেখা যায়, যে যার মত ধর্মের মনগড়া অপব্যখ্যা দিয়ে ইসলামকে কলঙ্কিত করছে। প্রতিটি ঘরেই আজ পবিত্র কুরআন আছে এবং খুবই যত্নের সাথে গিলাফ পরিয়ে রেখে দেয় আর সকাল সন্ধ্যায় চুমুও খায় কিন্তু বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে ঠিকই একবারও তা পড়ার ইচ্ছে হয় না আর পরলেও এতে আল্ল? াহ তাআলা আমাদেরকে কি আদেশ করেছেন তা বুঝার চেষ্টা করি না। আলেমরা কুরআন মুখস্থও করছেন কিন্তু হেদায়াত পাচ্ছে না। হাজার হাজার হাফেজে কুরআন প্রতিবছর হিফজ করছেন ঠিকই অপর দিকে বিভিন্ন জেলায় জেলখানার পরিধিও বৃদ্ধি করতে হচ্ছে। সর্বত্রে যেন অশান্তি আর অশান্তি। কোথাও যেন শান্তির কোন আশা নেই। এসবের কারণ কী? আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে এসবের কারণ হলো তারা কুরআন মখস্থ করছেনই অর্থ উপার্জনের জন্য। আর এমন যুগেইতো হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর আবির্ভাবের কথা রয়েছে।

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দির মুজাদ্দীদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-ই যে, এ যুগের প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী তার সত্যতার সবচে বড় প্রমাণ হলো তাঁর দাবীর পর থেকে চরম বিরোধীতা। আর এই বিরোধীতা শত বছর ধরে চলছে। প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.)-এর জা মাতের সদস্যদের উপর একের পর আক্রমণ প্রমাণ করে এ তিনি সত্য এবং তাঁর জামাত সত্য।

আমরা দেখতে পাই সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ায় ধর্মের নামে যে পাশবিকতা এবং রক্তপাতের ঘটনা ঘটেছে তা কখনো শান্তির ধর্ম ইসলামের বৈশিষ্ট হতে পারে না। শুধু ইসলাম কেন কোন ধর্মেই এ ধরণের পাশবিকতার শিক্ষা খুঁজে পাওয়া যায় না। ধর্মের নামে ইন্দোনেশিয়ায় যে অধর্ম চালানো হয়েছে তা জাহেলিয়াতের যুগকেও হার মানিয়েছে। গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১১ আহমদীয়া মুসলিম জামাত ইন্দোনেশিয়ার ৩জন সদস্যকে বর্বরোচিত ও নির্দয়ভাবে আক্রমণ করে হত্যা করা হয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা আর মিডিয়ার মাধ্যমে জানা যায় ইন্দোনেশিয়ার দক্ষিণ বাটেন শহরের সিকিউসিক অঞ্চলে এই নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডটি সংঘটিত হয় এবং ৭০০ থেকে ১০০০ লোকের একটি দাঙ্গাবাজ দল দ্বারা এই নির্মম হত্যাযজ্ঞ পরিচালিত হয়। স্থানীয় আহমদী মুসলমানদের উপর আক্রমণ হতে পারে মর্মে পুলিশকে বেশ কিছুদিন পূর্বে সতর্ক করে দেয়ার পরও আক্রমণটি সংঘটিত হয়েছে বলে সেদেশের বিবিন্ন পত্র-পত্রিকা সংবাদ প্রকাশ করে। আগাম সতর্ক ব্যবস্থা করার কথা জানানো সত্ত্বেও পুলিশ এর প্রতিকার করতে বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়।

প্রতিবেদনগুলোতে এটাও উল্লেখ করা হয়, আক্রমণকারীরা স্থানীয় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কেন্দ্রে ধারালো ধাতব ফলা, বর্শা, ছোড়া এবং অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আক্রমণ করে। ফলে ঘটনাস্থলে ৩ জন আহমদী মুসলমান শহীদ হন এবং ৫ জন মারাত্মক ভাবে আহত হয়। আহমদীদের ২ টি কার, ১ টি বাড়ি ও ১ টি মটর সাইকেল পুড়িয়ে দেয়া হয়। তথাপি ঘটনার সাথে সংশিস্নষ্ট কাউকে পুলিশ এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করেনি। স্থানীয় পুলিশ এবং কর্তৃপক্ষ আহমদীদেরকে রক্ষা করতে কেবল ব্যর্থই হয়নি বরং হামলাকারীদেরকে এই নিষ্ঠুর ও পাশবিক আক্রমণের সুযোগ করে দিয়েছে।

হুযূর (আই.) গত কয়েক শুক্রবার পূর্বে তাঁর জুমুআর খুতবায় বলেন- হামলাকারীরা শুধু হত্যাই করে নাই, তারা লাশেরও অবমাননা করেছে। লাশকে উলঙ্গ করে বিক্রিত করা হয়েছে। লাশের অসম্মান-অবমাননা কোন ধর্মেই স্বীকৃত নয়। এই ধরণের কর্ম ধর্মতো দূরের কথা মানবতার তুচ্ছ হীন নীতিরও এটি পরিপন্থি। এরা এতো নির্দয়ভাবে লাশের অবমাননা করেছে যে, লাশ পর্যন্ত চেনা যায় না। লাশের অসম্মানের ক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়ার উগ্র-ধর্মান্ধরা অজ্ঞতার যুগের কাফেরদেরকেও হার মানিয়েছে। ধর্মের নামে এধরণের ঘটনা আমাদেরকে হতবাক করে দেয়।

বাংলাদেশেও এই ধর্মান্ধদের ধর্মের নামে অধর্মীয় বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আমরা অবগত আছি। আসলে এই ধর্মান্ধদের কোন ধর্ম নেই। বাহ্যত দৃষ্টিতে মনে হবে, যেখানেই ধর্ম সেখানেই অশান্তি, যেখানেই ধর্ম সেখানেই বিগ্রহ ও নৈরাজ্য। কিন্তু না একটু মনোযোগ দিয়ে গভীর দৃষ্টিতে দেখুন। দেখতে পাবেন, সমগ্র বিশ্বের এই বিশৃংখলা ও নৈরজ্য প্রকৃত ধার্মিকদের পক্ষ থেকে নয় আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত সত্য ধর্মের অনুসারীদের পক্ষ থেকেও নয়। এসব নৈরাজ্য আসলে যারা সমাগত সত্য সুন্দর জ্যোতিকে অস্বীকার করে অন্ধকারের পূজারী হয়ে থাকতে চেয়েছে, যারা তাদের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও গলিত মথিত সমাজ দর্শন পরিত্যাগ করতে চায় নি–এসব অরাজকতা ও সন্ত্রাস সব সময় সর্বযুগে তাদের পক্ষ থেকেই পরিচালিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তের বিরোধীতা বাংলাদেশে কত ব্যাপকভাবে হয়েছে তা আমরা সবাই জানি। এদেশে বেশ কয়েকজন শহীদও হয়েছেন। গত মাসে মৌলবাদীরা আমাদের জলসা পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়। এছাড়া মাত্র কয়েক মাস পূর্বের ঘটনা ৭ আগষ্ট ২০১০ রোজ শনিবার দুপুর ২.৩০ মিনিটে উগ্র-ধর্মান্ধ মৌলবাদী গোষ্ঠী টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল থানার চাঁনতারা গ্রামে অবস্থিত আহমদীয়া মসজিদসহ ঘর-বাড়ী ভাংচুর, লুট-পাট, ইমামসহ প্রায় ৩০জনকে আহত করে। শুধু তাই নয় হামলার রাতে মৌলবাদীরা আহমদী সদস্যদের বাড়ি থেকে সকল মালামাল দ্বিতীয়বারের মত লুট করে নিয়ে যায়। এ হামলা ও লুট-পাটের সময় স্থানীয় প্রশাসন নিরব ভূমিকা পালন করে। বিষয়টি পরের দিন বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় এবং ইলেকট্রোনিক মিডিয়ায় ছবিসহ সংবাদ পরিবেশন করা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত কোন হামলাকারীকে বিচারের আওতায় আনা হয়নি বরং গত ১৮/১০/১০ আবারো দুপুর ৩টার দিকে ধর্মান্ধ মৌলবাদী গোষ্ঠী সেখানের আহমদী সদস্যদের ওপর হামলা চালিয়ে বেশ কয়েকজনকে গুরুতর আহত করে। এমনকি মহিলা ও শিশুদের ওপরও হামলা চালায়। হামলাকারীদের দৃষ্টিতে এসব নিরীহ আহমদীদের অপরাধ তারা এ যুগের প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.)-কে গ্রহণ করেছে। যেমনভাবে জুলুম-নির্যাতন করা হয়েছিল হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর সাহাবাদের উপর। শত্রুদের দৃষ্টিতে সাহাবাদের অপরাধ ছিলো তাঁরা আল্লাহ্‌র প্রেরীত নবীকে কেন গ্রহণ করলো। ঠিক আজও একই ঘটনার পূণারাবৃত্তি ঘটছে এ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর মান্যকারীদের উপর।

এছাড়া আমরা দেখতে পাই, গত ২৯ মে ২০১০ দেশের প্রায় সবকটি জাতীয় পত্রিকায় এবং দেশবিদেশী সকল টিভি চ্যানেল ও সংবাদ মাধ্যমগুলোতে পাকিস্তানের লাহোরে আহমদীয়া মসজিদে হামলার সংবাদটি প্রকাশিত হয়। সংবাদে বলা হয় পাকিস্তানের লাহোরে গতকাল শুক্রবার (২৮ মে-২০১০) জুমুআর নামাযের সময় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দু'টি মসজিদে ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে বন্দুকধারীরা। এতে ৮৬ জন নিহিত এবং ৭ পুলিশ সদস্যসহ ১০৮ জন আহত হয়েছেন। সেখানে একে ৪৭, গ্রেনেড ও বোমা নিয়ে অজ্ঞাতনামা সন্ত্রাসীরা এ হামলা চালায়।

ইমাম মাহদী (আ.)-এর সঙ্গে এ যুগের আলেমরা যে বিরোধীতা করবে তা বিভিন্ন আলেমগণ তাদের বিভিন্ন পুস্তকে উল্লেখ করে গেছেন ঃ

যেমন আহলে হাদীস ফিরকার বিশিষ্ট নেতা নবাব সিদ্দীক হাসান খাঁ (র.) প্রণীত হুজাজুল কেরামা গ্রন্থে লিখিত আছে, "যখন ইমাম মাহদী সুন্নত কায়েক করবার ও বিধাত মেটানোর জন্য সংগ্রাম করবেন তখন সমসাময়িক আলেমগণ যারা পূর্ব-পুরুষ ও পীর-পুরোহীতদের অন্ধ অনুকরণে অভ্যস্থ তারা বলবে, এই ব্যক্তি আমাদের ধর্ম নষ্ট করে ফেলেছে। এই বলে তাঁর বিরোধিতা করবে এবং চিরাচরিত প্রথানুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে কুফর ও গোমরাহীর ফতোয়া দিবে"। (হুজাজুল কেরামা : পৃ: ৩৬৩)

হযরত মহী উদ্দীন ইবনে আরাবী (রা.) লিখেন, "যখন ইমাম মাহদী (আ.) জাহির হবেন তখন আলেম ওলামাগণই তাঁর প্রধান শত্রু হবে। কেননা তারা মনে করবে যে, তাঁকে

মান্য করলে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি থাকবে না। (ফতুহাতে মক্কীয়া, খন্ড ৩, পৃ: ৩৩৬)।

দেওবন্দের প্রধান মাওলানা মোহাম্মদ কাশেম নানতুবী এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, যেহেতু ইমাম মাহদী (আ.)-এর সমস্ত সত্তা খোদা তাআলার বাণীতে পরিপূর্ণ থাকবে এই জন্য অসংখ্য লোক ইমাম মাহদী (আ.)-এর মাধ্যমে নিজেদেরকে সিঞ্চিত করবেন। (কাশেমুল উলুম, পৃ: ১১৫) তিনি আবার বলেন, 'ইমাম মাহদী যিনি মহানবী (সা.)-এর ধর্মকে প্রচার করার জন্য আসবেন আর তিনি আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'তের যে সমস্ত নীতি রয়েছে সে অনুযায়ী তিনি ধর্ম প্রচার করবেন। আর যেভাবে ইহুদীরা অপেক্ষমান ছিল ঠিক সেভাবে আখেরী যামানায় ইমাম মাহদীকে পেয়েও অপেক্ষমান কিছু মুসলিম ফিরকা তাঁকে মানবে না। (আনওয়ারুন নুযুম, পৃ: ১০০)

এভাবে দেখা যায় বিভিন্ন দেশে আহমদীয়া জামাতের সদস্যদের উপর চালানো হচ্ছে জুলুম অত্যাচার। এতোসব জুলুম অত্যাচার দেখে প্রতি বছর এ জামাতে লাখো লাখো মানুষ দীক্ষা গ্রহণ করছেন।

নিখীল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) গত ৪/০৩/২০১১ তারিখের জুমুআর খুতবার একাংশে আহমদীয়া জামাতের বিরোধীতা প্রসঙ্গে বলেন- বিরোধীতা তো ঐশী জামা'তের হবেই। আর এটি ঐশী জামা'তের সত্যতার প্রমাণ। বড় বড় স্বৈরাচারী রাজা এবং তাদের সাঙ্গ-পঙ্গরা এদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় কিন্তু খোদার প্রতিষ্ঠিত ঐশী জামা'ত উন্নতি করে। আর এমন একটি সময় আসে যখন এ সকল দল নিঃশেষ হয়ে যায়। এই সকল অপশক্তি মিটে যায় এবং খোদার ঐশী তাকদীরই সফল হয়। আল্লাহ্ তাআলা যেভাবে বলেছেন, 'কাতাবাল্লাহু লা আগলি বান্না আনার ওয়া রাসূলি" অর্থাৎ এটা ঐশী সিদ্ধান্ত যে, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই জয়যুক্ত হব। সমস্ত অহংকারই খোদার রাসূলের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্রকারী নিজেরাই নিজেদের ষড়যন্ত্রের জালে আটকা পড়বে। যারা এটি মনে করে যে, আমাদের দল আমাদের এই দুনিয়ার বিভিন্ন প্রভুদের নির্মিত ছাদ নবী এবং তার জামাতের বিরুদ্ধে কৃত ষড়যন্ত্রে সফল করবে এটি তাদের ভ্রান্ত ধারণা। চূড়ান্ত সফলতা অবশ্যই ঐশী জামা'তই লাভ করে থাকে। ষড়যন্ত্র এবং মিথ্যা পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে এরা যতই চালাক হোক না কেন খোদার পরিকল্পনার মোকাবেলায় এরা কখনো সফল হবে না। হ্যাঁ, অন্যান্য ঐশী তকদীরের অধীনে কুরবানীর যুগও আসে। কিন্তু চূড়ান্ত সফলতা লাভ করে খোদার জামা'ত, নবী এবং তাঁর জামা'ত আর অপরদিকে শত্রুরা অবশ্যই শাস্তি প্রাপ্ত হয়। এটি ঐশী তকদীর। খোদার এটি সুন্নত এবং নিয়ম আর খোদার এই নিয়মে কখনো পরিবর্তন আসে না। এটি এমন অপরিবর্তনীয় সুন্নত যা পূর্বেও শত্রুর অশুভ পরিণাম দেখিয়েছে আর আজো শত্রু অশুভ পরিণাম দেখাচ্ছে এবং অশুভ পরিণামের মুখে শত্রুকে ঠেলে দিবে। এর মহান বিকাশ যত সময় আল্লাহ্ তাআলা করবেন কিন্তু মু'মিনদের ঈমানের দৃঢ়তার জন্য বিভিন্ন সময় এই অহংকারীদের এবং সত্যের বিরোধীদের সব ষড়যন্ত্র এবং অপচেষ্টার ব্যর্থতার ছোট ছোট দৃষ্টান্তের ঘটনা আল্লাহ্ তাআলা ঘটিয়ে থাকেন।

শত্রু গুপ্ত ষড়যন্ত্র করুক বা ভালবাসার ছদ্মাবরণে ষড়যন্ত্র করুক বা প্রকাশ্যে শত্রুতা করুক নবীর মান্যকারীদের ভীতগ্রস্থ করা বা কোনভাবে তাদেরকে পিছপা করার উদ্দেশ্যে যা-ই করুক না কেন যারা দৃঢ় ঈমানের অধিকারী তাদের ভয় পাওয়া বা ভীত হওয়া তো দূরের কথা এদের ষড়যন্ত্র নেক প্রকৃতির লোকদের বক্ষকে উন্মোচিত করে এবং আহমদীয়াতে অনুকূলে এমন বাতাস প্রবাহিত করে যে, যেই কাজ আমাদের মোবাল্লেগরা কয়েক বছরে করতে পারে না তা তারা শত্রুর ষড়যন্ত্রের কারণে এক মুহূর্তেই হয়ে যায়। ....অতএব খোদার পক্ষ থেকে শতর্কবাণী যদি পূর্বের বিভিন্ন জাতির বিরোধীতার কারণে অশুভ পরিণাম যদি দেখে থাকে তাহলে আজো একই খোদা, পৃথিবীর খোদার সেই শক্তির অধিকারী খোদার প্রতিশ্রুতি। ....ঐশী জামা'তের যারা বিরোধী তাদের কিছুটা বিবেক খাটানো উচিত। আর এই বাস্তবতাকে বুঝা উচিত যে, খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত ব্যক্তির মোকাবেলা বা বিরোধিতা খোদার মোকাবেলা বা খোদার বিরোধীতা। .... পাকিস্তানের শক্তিশালী হোক বা ইন্দোনেশিয়া বা বাংলাদেশ বা যে কোন আরব দেশ বা পৃথিবীর যে দেশেরই যে কেউ হোক না কেন তারা সর্বশক্তিমান আঁধার খোদার সামনে কোন গুরুত্বই রাখে না, কোন অর্থই রাখে না। যার চিরস্থায়ী জ্ঞান এটি লিখে রেখেছে যে, আল্লাহ্ ওয়ালা বা ঐশী জামা'তই জয়যুক্ত হয়। যাদের পিছে খোদার সাহায্য থাকে তারাই জয়যুক্ত হয় বা বিজয়ী হয়।

অতএব এই সকল বিরোধীদের উচিত, ঐশী ইশারা এবং ইঙ্গিতকে বুঝা এবং আত্মসংশোধনের চেষ্টা করা। নতুবা তাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, ঐশী তকদীর অবশ্যই জয়যুক্ত হবে তখন কোন অজুহাত বা বাহানা কাজে আসবে না। এটা বলা চলবে না যে এই কারণে গ্রহণ করতে পারিনি বা ঐ কারণে পারিনি। আর খোদার চূড়ান্ত তকদীর যখন প্রকাশ পায় তখন সবকিছু ধ্বংস এবং নিঃশেষ হয়ে যায়। (জুমুআর খুতবার অংশবিশেষ)

তাই এই যে একের পর এক বিরোধীতা হচ্ছে তা আসলে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতারই নিদর্শন। মহান খোদা তাআলা আমাদের সকলকে প্রকৃত সত্য অনুধাবন করার ও মানার তৌফিক দান করুন, আমীন।

দোয়ার আবেদন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের সেক্রেটারী তা'লীম জনাব শফিক আহমদ কোলনে টিউমার ক্যান্সারে আক্রান্ত। চিকিৎসার্থে তিনি বর্তমানে ভারতের ক্যান্সার সেন্টার ওয়েলফেয়ার হোম এন্ড রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, ঠাকুরপুকুর, কলকাতায় অবস্থান করছেন। পূর্ণ আরোগ্যলাভের জন্য তিনি সকলের কাছে দোয়ার আবেদন জানিয়েছেন। **-সম্পাদক**

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি যে, মিরপুর সেকশন, ১০ নিবাসী জনাবা খন্দকার নাসিবা বানু গত ৭ ফেব্রুয়ারী ২০১১ রোজ সোমবার সকাল ৯ টায় ট্রমা হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন, (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) মৃত্যুকালে মরহুমার বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। মরহুমা সড়াইল জামাতের মোকাররম মীর মোহাম্মদ শফি সাহেবের স্ত্রী। মিরপুর বুদ্ধিজীবি কবরস্থানে তার দাফন সম্পন্ন হয়েছে। মৃত্যুকালে তিনি ২ ছেলে ও ৩ মেয়ে এবং অনেক নাতি নাতনী রেখে গেছেন।

মহান আল্লাহ্ তাআলা যেন মরহুমাকে জান্নাতের উচ্চ মোকাম দান করেন এবং তার শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সাবরে জামীল দান করেন সেজন্য জামাতের সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

পরিবারের পক্ষ থেকে মরহুমার ছেলে
মীর ওয়াজেদ আলী (হাসীব)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-কে মান্য করার গুরুত্ব

মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মতিন

কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসার দাবী করে তবে তার দাবী সত্য না মিথ্যা তা নির্ধারণের জন্য দাবীর পূর্ববর্তী জীবন পবিত্র হওয়া আবশ্যক।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি (আ.) যেহেতু হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতিনিধি এবং আল্লাহ্‌ তাআলার প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ, অতএব তাঁর দাবীর পূর্বেকার জীবন পবিত্র হওয়া দরকার এবং আবু লাহাবদের ন্যায় তাঁর শত্রুদের রায় তাঁর পক্ষে থাকা দরকার। নতুবা কুরআন করীমের মাপকাঠিতে তাঁর দাবী সত্য হতে পারেনা।

মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী, আহ্‌লে হাদীস সম্প্রদায়ের নেতা, যিনি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে বাল্যকাল হতে চিনতেন। তিনি সাক্ষ্য দিচ্ছেন-

১। "বারাহীনে আহমদীয়া গ্রন্থের প্রণেতা মির্যা সাহেবের জীবন ও অবস্থা সম্বন্ধে আমি যতদূর জানি, সম-সাময়ীক লোকের মধ্যে খুব অল্প লোকই তা জানেন। মির্যা সাহেব এবং আমি একই অঞ্চলের অধিবাসী। এখন আমি বারাহীনে আহমদীয়া সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে ও আড়ম্বরহীন ভাষায় মন্তব্য প্রকাশ করছি। আমার মতে এই গ্রন্থ বর্তমান জামানার অবস্থা অনুসারে এমন এক গ্রন্থ যার সমতুল্য গ্রন্থ ইসলামে আজ পর্যন্ত প্রকাশ হয়নি। এর প্রণেতা ইসলামের সেবায় ব্যক্তিগত ও আর্থিক ত্যাগের এবং শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের দিক দিয়ে লেখনী ও বক্তৃতায় এমন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত যে, এর তুলনা পূর্ববতী মুসলমানগণের মধ্যে অতি বিরল।" (ইশা'আতুস সুন্নাহ্‌, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা)

(২) "বারাহীনে আহমদীয়ার প্রণেতা বিরুদ্ধবাদী এবং সমর্থনকারী উভয় পক্ষের অভিজ্ঞতা এবং জানা মতে মুহাম্মদীয়া শরীয়তে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত এবং পরহেযগার-মুত্তাকী।" -(ইশা'আতুস সুন্নাহ্‌, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা)

অথচ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) যখন ইমাম মাহ্‌দী হওয়ার ঘোষণা দিলেন তখন এই মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী-ই পুণরায় ঘোষনা করলেন যে, "আমি মির্যা সাহেবকে ওপরে উঠিয়েছি আর আমিই তাঁকে নামাবো।" তিনি এই ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং সমস্ত ভারতবর্ষ সফর করে মির্যা সাহেবের বিরুদ্ধে কাফের ফতওয়া-নামায় আলেমদের স্বাক্ষর গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয়, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি মির্যা সাহেবের বিরোধীতা করে গেছেন। এটা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মির্যা সাহেব তাঁর দাবীতে সত্য ছিলেন। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) স্বয়ং বিরুদ্ধবাদীদেরকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেনঃ- "কে আছে যে আমার জিবনীতে কোন দোষ বের করতে পারে?" -(তাযকিরাতুশ শাহাদাতাঈন, পৃষ্ঠা-৬৪)

আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারেনি।

আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ থেকে আগমনকারী মহাপুরুষদের সত্যতার আরেকটি বড় দলিল হচ্ছে তিনি অগণিত হারে গায়েবের সংবাদ পাবেন। তার ওপর বহু ওহী-ইলহাম নাযেল হবে। সত্য নবীদের সত্যতার আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে, তারা আল্লাহ্‌ তাআলার কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করে মানুষকে এমন সংবাদ দেন যা ভবিষ্যতে তাদের জীবনে পূর্ণতা লাভ করে। আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.)-এর ওপর এমন সব গায়েবের সংবাদ নাযেল করেছেন, যা তিনি তাঁর সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে জগতের সামনে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধাবাদীগন শোরগোল করেছে যে এগুলো পূর্ণ হবেনা কিন্তু আল্লাহ্‌ তাআলা পরিপূর্ণরূপে সেগুলো পূর্ণ করে বিরুদ্ধবাদীদের মুখ বন্ধ করে দেন এবং এ যুগ সর্ম্পকে তিনি ঘোষনা দেন যে, "এ যুগে তলোয়ারের জেহাদ হারাম। মুসলমানগণ অস্ত্রের জেহাদের মাধ্যমে দাজ্জালের মোকাবিলা করতে পারবে না।"

ইতিহাস সাক্ষী, তাঁর এই ঘোষণার পর মুসলমানগণ যেখানেই জেহাদের নামে যুদ্ধ করেছে সেখানেই পরাজিত হয়েছে।

আল্লাহ্‌ তাআলার আরেকটি নিয়ম হচ্ছে, পৃথিবীতে কেউ যদি তাঁর নামে মিথ্যা ওহী-ইলহাম বা নবুওয়াতের দাবি করে তাহলে তিনি নিজেই তার শাস্তি প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তাআলা কুরআন করীমে বলেন,

"এবং যদি সে কোন কথা মিথ্যা রচনা করে আমাদের প্রতি আরোপ করতো, তাহলে নিশ্চয় আমরা তাকে ডান হাতে ধৃত করতাম অতঃপর আমরা তার জীবন শিরা কেটে দিতাম। তখন তোমাদের মধ্য হতে কেউ তাঁর (আযাব) হতে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারত না। এবং নিশ্চয় ইহা (কুরআন) মুত্তাকীগনের জন্য অবশ্যই সম্মানসূচক উপদেশ বাণী" (সূরা আল হাক্কা, আয়াতঃ ৪৫-৪৯)

প্রত্যেক প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের সত্য-মিথ্যা নির্ধারনের জন্য একটি বড় মাপকাঠি হচ্ছে, যদি তিনি খোদার পক্ষ থেকে না এসে থাকেন এবং যদি তিনি কোন কথা মিথ্যা রচনা করে খোদার দিকে আরোপ করেন তাহলে খোদা তাআলা কখনো এমন মিথ্যাবাদীকে সফল করেন না এবং নিজেই তাকে ধ্বংস করেন। আঁ হযরত (সা.)-এর ওপর এই আয়াত নাযেল হয় আর তিনি নবুওয়াতের দাবির পর ২৩ বৎসর জীবিত ছিলেন এজন্য কোন মিথ্যা দাবিকারক তার দাবির পর ২৩ বৎসর জীবিত থাকতে পারেনা।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি (আ.) ১৮৮০ সনে যখন বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তক রচনা করেন। হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) বারাহীনে আহমদীয়া প্রণয়নের পর ২৭ বৎসরের অধিক সময় জীবিত থেকে তিনি তাঁর সত্যতার দলিল পেশ করেন।

ইমাম মাহদী (আ.) কে মান্য করার গুরুত্ব

কুরআন ও হদীসের অলোকে অবশ্যই হযরত ইমাম মাহদী (আ)-কে মান্য করতে হবে এবং তাঁর হাতে বয়আত করতে হবে। ১. হযরত রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন ঃ- "যখন তোমরা তাঁকে দেখতে পাও তাঁর হাতে বয়আত করবে,যদি বরফের পাহাড় হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয়, নিশ্চয় তিনি তোমাদের খলীফা আল-মাহদী " (সুনানে ইবনে মাজাহ, বাব খুরুজুল মাহদী)

২. আরেক হাদীসে হযরত রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন ঃ- "অতঃপর আল্লাহ্‌ তাআলার খলীফা ইমাম মাহ্‌দী আসবেন, তোমরা তাঁর আগমনবার্তা শুনামাত্রই তাঁর নিকট হাজির হয়ে বয়আত করবে" (মিসবাহ, যুজাজা, হাসিয়া ইবনে মাজাহ্‌, বাব খুরুজুল মাহদী)

৩. এতদ্ব্যতীত, তিনি (সা.) তাঁর উম্মতকে ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর ওপর ঈমান আনতে এবং তাঁর নিকট সালাম পৌঁছানোর তাগিদ করে গেছেন ঃ- "তোমাদের মধ্যে যে কেহ ইমাম মাহদীকে পাবে, তাঁর ওপর ঈমান আনবে এবং আমার সালাম পৌঁছে দিবে।" (কানযুল উম্মাল)

যেহেতু, হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) সকল ধর্মের ওপর ইসলামকে জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্যে, কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্ব মানবের কাছে প্রতিষ্ঠা, প্রচার ও সম্প্রসারণের বিরাট দায়িত্ব পালন করবেন এবং অন্যান্য ধর্মের অযৌক্তিকতা ও অসারতা প্রতিপন্ন করে ইসলামের বিজয় নিশ্চিত করবেন সেহেতু রাসূলে করীম (সা.) ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-কে সাহায্য করা ও তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়াকে প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ওয়াজিব (অবশ্য কর্তব্য) বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি (সা.) বলেছেন ঃ- "প্রত্যেক মুসলমানের ওপর সর্বতোভাবে ওয়াজিব হবে ইমাম মাহ্‌দীর সাহায্য করা অথবা তাঁর ডাকে সাড়া দেয়া "(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল মাহদী)

আমাদের প্রিয় নবী হযরত (সা.) আরও বলেছেন ঃ-

"যে ব্যক্তি যুগের ইমামকে না মেনে মারা যাবে সে জাহেলিয়াতের (অজ্ঞতার) মৃত্যুবরণ করবে।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)

এরূপে আঁ হযরত (সা.) আরও বলেছেন ঃ–

"তাঁর আনুগত্য করা আমার আনুগত্য করা এবং তাঁর অবাধ্যতা করা আমার অবাধ্যতা করা হবে।"

(বাহারুল অনোয়ার, ১৩ খন্ড, পৃষ্ঠা-৭, আল্লামা বাকের মজলিসি)

"যে ব্যক্তি মাহদীকে অস্বীকার করে সে কুফর করেছে।'

(হুজাজুল কেরামা, পৃষ্ঠা-৩৫১, নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভূপাল)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ১৯০৬ সালে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঃ

মনে রেখ! খোদা তাআলা আমাকে সাধারণ ভাবে ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং নিশ্চয় জেনো ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমেরিকায় যেমন ভূমিকম্প এসেছে, সেরূপ ইউরোপেও এসেছে এবং এশিয়ার বিভিন্ন এলাকায়ও আসবে। এদের মধ্যে অনেকগুলো কেয়ামত সদৃশ হবে এবং এরূপ মৃত্যু সংঘটিত হবে যে, রক্তের স্রোতধারা প্রবাহিত হবে। এ মৃত্যু হতে পশু পাখিও রক্ষা পাবেনা। পৃথিবীতে এমন ধ্বংস দেখা দেবে যে, মানব সৃষ্টি অবধি এমন ধ্বংস কখনও আসেনি এবং অধিকাংশ স্থান ওলট পালট হয়ে যাবে; দেখে মনে হবে যেন সেখানে কখনও কোন অধিবাসী ছিল না। এর সাথে আকাশ ও পৃথিবীর আরও বহু প্রকার বিপদ গুরুতর আকারে প্রকাশ যা বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান হবে। জ্যোতিষ ও দর্শনের পুস্তকে এর উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তখন মানুষের মধ্যে এক চাঞ্চল্য দেখা দেবে যে, পৃথিবীতে একি হতে চলেছে? অনেকে রক্ষা পাবে এবং অনেকে বিনষ্ট হবে। সেদিন সন্নিকটে এবং আমি তাকে (তোমাদের দ্বারপ্রান্তে) দেখতে পাচ্ছি। তখন দুনিয়া কিয়ামতের দৃশ্য অবলোকন করবে। শুধু ভূমিকম্পই নয়, বরং আরো ভীতিপূর্ব বিপদাবলী দেখা দেবে, কিছু আকাশ হতে এবং কিছু ভূতল হতে। এটি এজন্য হবে যে, মানবজাতি আপন সৃষ্টিকর্তার উপাসনা ছেড়ে দিয়েছে এবং মন-প্রাণ ও শক্তি দিয়ে পার্থিব বিষয়ে নিমজ্জিত হয়েছে। আমার আগমন না ঘটলে এসব বিপদাবলীর প্রাদুর্ভাবে কিছুটা বিলম্ব ঘটতো। কিন্তু আমার আগমনের মাধ্যমে খোদার ক্রোধ প্রদর্শনের সেই সুপ্ত বাসনা প্রকাশিত হয়ে গেছে-যা এক দীর্ঘকাল যাবৎ অন্তরালে ছিল।

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ- "এবং আমরা (সতর্ককারী) রাসূল না পাঠিয়ে আযাব অবতীর্ণ করি না।"

তবে অনুতাপকারীরা নিরাপদ থাকবে আর যারা বিপদ আগমনের পূর্বেই সাবধান হবে তাদের প্রতি দয়া প্রর্দশন করা হবে। তোমরা কি এসব ভূমিকম্প এবং বিপদাবলীর কবল থেকে নিজেদের নিরাপদ ভাবছ? কক্ষনো না। সেদিন সকল মানবীয় কার্যকলাপ নিঃশেষ হয়ে যাবে। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়েছে আর তোমাদের এদেশ এসব থেকে নিরাপদ-একথা মনে করোনা! আমি লক্ষ করছি, তোমরা সম্ভবত এর চেয়ে বেশী বিপদের সম্মুখীন হবে। **হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও। হে এশিয়া! তুমিও সুরক্ষিত নও। হে দ্বীপবাসীরা! কোন কৃত্রিম খোদা তোমাদের সাহায্য করবেনা। আমি শহরগুলোকে ধ্বংস হতে দেখছি; জনপদগুলোকে জনমানবশূণ্য প্রত্যক্ষ করছি।** সেই এক-অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবত নিরব ছিলেন এবং তাঁর সামনে অনেক জঘন্য অন্যায় সংঘটিত হয়েছে আর তিনি নিরবে সহ্য করেছেন। কিন্তু এখন তিনি রুদ্র মূর্তিতে নিজ স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যার শোনার মত কান আছে শুনে নিক, সে সময় দূরে নয়। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্র করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্য সত্যই বলছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। **নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে আর লুতের দেশের ঘটনা তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে।** তবে খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর ; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করূণা প্রদর্শিত হবে। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে, সে মানুষ নয়, কীট। যে তাঁকে ভয় করেনা সে জীবিত নয়, মৃত।" (হাকীকাতুল ওহী, ২৫৬-২৫৮ পৃষ্ঠা, ১৯০৬ ইং)

আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ওপর ইলহাম করেন, "পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছে, পৃথিবী তাঁকে গ্রহণ করেনি কিন্তু খোদা তাঁকে গ্রহণ করবেন এবং মহাশক্তিশালী আক্রমণসমূহ দ্বরা তাঁর সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করবেন। আমি তোমার প্রতি এরূপ আশীষ বর্ষণ করব যে, বাদশাহ তোমার বস্ত্র হতে কল্যাণ অন্বেষণ করবে।" (আল ওসীয়্যত, ১৯০৫ইং)

অতএব হে জগদ্বাসী! এযুগে আল্লহতায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে এ যুগের ইমাম মাহ্‌দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ এবং সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছেন। পৃথিবীর মানুষ যদি তাকে গ্রহণ না করে এবং তওবা না করে তাহলে বাঁচার কোন রাস্তা নেই।

আল্লাহ্ তাআলার ফযলে এ জামা'ত সফলতার সঙ্গে প্রথম শতাব্দী পার করেছে, শুধু তাই নয় ২ বছর হলো আহমদীয়া খিলাফতের শত বৎসর উদ্‌যাপন করা হয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে ইমাম মাহদী (আ.) এর জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কি পূর্ব, কি পশ্চিম, কি উত্তর, কি দক্ষিণ- সব দিক হতে এই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে 'গোলাম আহমদের জয়'। যারা একদিন মক্কা-মদীনায় ক্রুশীয় পতাকা উড়াতে চেয়েছিল, আজ জামা'তে আহমদীয়া তাদের ঘরে ঘরে প্রবেশ করেছে। ত্রিত্ববাদের মূল ঘাঁটিতে বসে জামা'তে আহমদীয়ার খলীফা ইসলামের প্রচার করছেন। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান সকলেই আজ আহমদীয়াতের পতাকায় একত্রিত হচ্ছেন।

সুতরাং আর দেরী নয়। আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ অনুসারে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সালাম পৌঁছানোর খাতিরে, পৃথিবীর আযাব হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য যুগের ইমামের হাতে বয়আত করে নিজের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করুন। আল্লাহ্ তাঅলা আমাদের সকলকে এই তৌফিক দান করুন। (আমীন)

প্রসঙ্গ-২৩ মার্চ

মোহাম্মদ আমীর হোসেন

২৩ মার্চ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের গোড়া পত্তনের দিন। এদিনে হযরত আকদাস মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে বয়আত নেওয়া শুরু করেন। তাই এ দিনটিতে বিশ্বের সকল আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে "মসীহ্ মাওউদ" দিবস হিসেবে উদযাপন করে থাকে। অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও ২৩শে মার্চ তারিখে সমগ্র বিশ্ব আহমদীয়া জামাতে এ দিবসটি উদযাপন করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

মহান আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআন মজীদে বলেন, **"হুয়াল্লাযি আরসালা রাসূলাহু বিল হুদা ওয়া দিনিল হাক্কে লি ইউজহিরাহু আলা দিনি কুল্লিহি ওয়ালাও কারিহাল মুশরেকুন"**। অর্থাৎ তিনি তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন যেন তিনি তাকে সর্ব ধর্মের উপর বিজয় দান করেন। আর মুশরিকরা যত অপছন্দই করুক না কেন (তিনি তা দান করবেন)। [সূরা আস সাফফ : ১০]। তফসীর কারকদের প্রায় সকলেই এই ঐক্য মত পোষণ করেন যে এ আয়াতটি প্রতিশ্রুত মসীহ্ সম্পর্কে প্রযোজ্য। কারণ তাঁর সময়ে সকল ধর্ম নিজ নিজ প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের জন্য আন্দোলন শুরু করবে এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্র যুক্তির বলে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সারাবিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবে। এ আয়াতে আরো স্পষ্ট করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বিশ্বনবী। অর্থাৎ তিনি (সা.) নির্দিষ্ট কোন ধর্মের অনুসারীদের জন্য আবির্ভূত হন নি, বরং তিনি (সা.) সারা বিশ্বের সব ধর্মের অনুসারীদের জন্য প্রেরীত হয়েছেন এবং ইসলাম সব ধর্মের উপর জয়যুক্ত হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এ আয়াতটি কুরআন শরীফ-এর এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী। এ ব্যাপারে গবেষক আলেমগণ ঐক্যমত পোষণ করেন যে, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে এটা পূর্ণ হবে। (তিরিয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-১৫ পৃষ্ঠা-২৩২)।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, একদা যখন আমরা নবী করীম (সা.)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, ঠিক সেই সময়ে সূরা জুমুআ অবতীর্ণ হল। তখন আমি রাসূলে করীম (সা.)-এর নিকট জানতে চাইলাম যে, এই সূরাতে উল্লেখিত "ওয়া আখারিনা মিন হুম লাম্মা ইয়ালহাক্কুবিহীম। অর্থাৎ আর তাদেরই মাঝ থেকে অন্যদের প্রতিও (তিনি তাকে আবির্ভূত করবেন), যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি, সেই অন্য দল কারা? আমাদের সাথে হযরত সালমান ফার্সিও উপবিষ্ট ছিলেন। আমি বার এই একই প্রশ্ন করায় হুযূর আকরাম (সা.) হযরত সালমান ফার্সির কাঁধের উপর হাত রেখে বললেন, **"লাও কানাল ঈমানু মুয়াল্লাকান ইন্দাস সুরাইয়া লানা লাহু রিজালুন আও রাজুলুন মিন হা উলায়ে"**। অর্থাৎ ঈমান যদি সুরাইয়া নক্ষত্রেও উঠে যায় তথাপি এদের (পারস্য বংশীয়দের) এক ব্যক্তি নিশ্চয় তা ফিরিয়ে আনবে। (বুখারী কিতাবুত তাফসীর)। মহানবীর এই বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, আয়াতটিতে যে ব্যক্তির আগমনের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে তিনি পারস্য বংশীয় হবেন। অপরদিকে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা এবং এ যুগের ইমাম মাহদী দাবী কারক মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-ও পারস্য বংশীয় ছিলেন।

হযরত নবী করীম (সা.)-এর অন্য এক হাদীস থেকে জানা যায় যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ তখনই আগমন করবেন যখন কুরআনের অক্ষর ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকবে না এবং ইসলাম কেবল নামে মাত্র বাকী থাকবে অর্থাৎ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা মানুষের জীবন থেকে উঠে যাবে। (বায়হাকী)। অতএব দেখা যায় কুরআন এবং হাদীস উভয়েই এই একই কথা ব্যক্ত করছে যে প্রতিশ্রুত মসীহ্র সত্তার মাধ্যমেই মহানবী (সা.)-এর দ্বিতীয় আগমন ঘটবে।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রয়োজন। আমাদের মাঝে কুরআন, হাদীস, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস থাকা সত্বেও কেন ইমাম মাহদীর আগমন ঘটবে? হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদীর আগমন তোমাদের জন্য বড়ই কল্যাণ জনক। কেননা তিনি ধর্মকে সঞ্জীবিত করবেন। তিনি তোমাদের জন্য ন্যায় বিচারক হবেন। তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শুকুর নিধন করবেন ও ধর্ম যুদ্ধ রহিত করবেন। তিনি উম্মতে মুহাম্মদীয়ার জন্য ইমাম হবেন, মরিয়ম হবেন। ইমাম মাহদী খলীফাতুল্লাহ্ হবেন। **"খিলাফত আলা মিন্ হাজিন নবুওয়াত"**-এর মতে তাঁর মৃত্যুর পর পুনরায় খিলাফত ব্যবস্থা চালু হবে। সুতরাং আজ আহমদীয়া জামাতের খেলাফত-ই এর সাক্ষী। আহমদীরা আজ পঞ্চম খিলাফতের অধীনে সারাবিশ্বে ধর্মীয় সেবা করে যাচ্ছে।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেছেন, আমার বন্ধু কে? আর আমার প্রিয়ই বা-কে? সে-ই, যে আমাকে চিনে। আমাকে কে চিনে? সে-ই যে আমার সম্পর্কে দৃঢ়বিশ্বাস রাখে, আমি (খোদা কর্তৃক) প্রেরিত হয়েছি এবং আমাকে সেভাবেই গ্রহণ করে যেভাবে প্রেরীত পুরুষগণকে করা হয়ে থাকে। দুনিয়া আমাকে গ্রহণ করতে পারে না, কেননা আমি দুনিয়া থেকে নই। কিন্তু যাদের প্রকৃতিতে সেই (আধ্যাত্মিক) অংশ দেওয়া হয়েছে, তারা আমাকে গ্রহণ করেন এবং করবেন। আমাকে যে বর্জন করে সে তাকে বর্জন করে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। আর যে আমার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে সে তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, যাঁর পক্ষ থেকে আমি এসেছি। আমার হাতে এক প্রদীপ আছে। যে আমার নিকট আসে সে অবশ্যই এ আলো থেকে অংশ পাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি সন্দেহ ও কুধারণার দরুন দূরে সরে পরে, তাকে অন্ধকারে ছুড়ে ফেলা হবে। এ যুগের দুর্ভেদ্য-দূর্গ আমি। যে ব্যক্তি আমাতে প্রবেশ করে সে চোর দস্যু ও হিংস্র জন্তু থেকে নিজ প্রাণ রক্ষা করে। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার প্রাচীর থেকে দূরে থাকতে চায়, তার চারদিকে মৃত্যু বিরাজমান এবং তার লাশও নিরাপদ নয়। আমাতে কে প্রবেশ করে? সে-ই, যে পাপ বর্জন করে ও পূর্ণ অবলম্বন করে এবং বক্রতা ছেড়ে সাধুতার দিকে অগ্রসর হয় ও শয়তানের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে খোদা তাআলার এক অনুগত দাসে পরিণত হয়। যে-ই এইরূপ করবে সে আমার এবং আমি তার। (রূহানী খাযায়েন, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৪, ৩৫)। আল্লাহ্ তাআলা ইলহামের মাধ্যমে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে জানিয়েছেন যে, "ইন্নি মুহিনুন মান আরাদা ইহনাতাকা" অর্থাৎ যারা তোমাকে অপমান করবে আমি তাকে অপমান করব।

আমাদের প্রিয় নবী (সা.) ইমাম মাহদী (আ.)-কে সাহায্য করা ও তাঁর আহ্বানে সাড়া দেওয়াকে প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজেব (অবশ্য কর্তব্য) বলে ঘোষণা করেছেন যেমন তিনি (সা.) বলেছেন প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজেব হবে সর্বতোভাবে ইমাম মাহদীর সাহায্য করা অথবা বলেছেন তার ডাকে সাড়া দেওয়া। (সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল মাহদী)।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আজ দ্বিতীয় শতাব্দীতে পদার্পণ করেছে। চরম বিরোধিতার মাঝেও এ জামা'ত পৃথিবীর কোণায় কোণায় ইসলামের সঠিক বাণী প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। কিন্তু কিছু উগ্র ধর্মান্ধ ধর্ম ব্যবসায়ী নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির লোভে সরলমনা মুসলমানদের নিকট ইমাম মাহদী (আ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামা'তের বিরুদ্ধে নানাবিধ মিথ্যা অপবাদ চালিয়ে সত্য গ্রহণ

থেকে মুসলমানদেরকে বিরত রাখছে। অথচ নবী করীম (সা.)-এর নির্দেশ ছিল মুসলমানরা যেন ইমাম মাহদী (আ.)-কে মান্য করে ও তাঁকে সাহায্য করে। রাসূলের এই নির্দেশ থাকা সত্বেও উগ্র ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা এই নিয়ামত থেকে নিজেরা ও উম্মতে মোসলেমাকে বিরত রাখার বিভিন্ন বাহানা করে যাচ্ছে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) আরও বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে কেউ ইমাম মাহদীকে পাবে তার উপর ঈমান আনবে এবং তাঁকে আমার সালাম পৌঁছিয়ে দিবে"। (কাঞ্জুল উম্মাল)। ইমাম মাহদী (আ.)-এর দায়িত্ব হলো সকল ধর্মের উপর ইসলামকে জয়যুক্ত করা, কুরআনের শিক্ষাকে বিশ্ব মানবের মাঝে প্রতিষ্ঠা, প্রচার ও সম্প্রসারণের সুব্যবস্থা করা এবং অন্যান্য ধর্মের অযৌক্তিকতা ও অসারতা প্রতিপন্ন করে ইসলামের বিজয় নিশ্চিত করা। তাই মুসলমানের দায়িত্ব ইমাম মাহদীর জামা'তে শামিল হয়ে এ কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করা।

মহান আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, **"ছুম্মা লাতুস আলুন্না ইয়াওমা ইজিন আনিন নাঈম"** (তোমাদেরকে প্রদত্ত) নিয়ামতসমূহ সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। (সূরা আত তাকাসূর-৯)। মানুষের বিবেক, বুদ্ধি, শিক্ষা, জ্ঞান, যুক্তি, সুবিচার, সুবিবেচনা, চক্ষু কর্ণ, নাসিকা ও অন্যান্য উপকরণের মতই আল্লাহ্‌র দেওয়া নিয়ামত বিশেষ। এগুলির সঠিক ও উপযুক্ত ব্যবহার করেছে কিনা-এই প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভর করবে আমাদের পুরস্কার বা শাস্তি, বেহেশ্‌ত বা দোযখ।

২৩ মার্চ ১৮৮৯ইং সনে ৪০ (চল্লিশ) জন নিষ্ঠাবান মুসলমানের বয়আত গ্রহণের মাধ্যমে আহমদীয়া আন্দোলনের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল তা শুধু আজ পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশেই নয় বরং সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় ২০০টি দেশে তাঁর দ্বারা ইসলাম প্রচার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুধু মুসলমানগণই নন বরং পৃথিবীর সকল অঞ্চলে বিভিন্ন ধর্মের প্রায় ২২ কোটি নর-নারী তাকে প্রতিশ্রুত মাহদী (আ.) মেনে ও গ্রহণ করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করেছেন এবং করছেন। পরিশেষে আল্লাহ্ তাআলার কাছে এই প্রার্থনা করি যারা ভুল বুঝে এই নিয়ামত থেকে দূরে সরে রয়েছেন তাদেরকে যেন এ সত্যকে গ্রহণ করার তৌফিক দান করেন। আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর মাধ্যমে যে সুসংবাদ দিয়েছেন তা অচিরেই পূর্ণ হোক এবং সারা বিশ্বের জনগণ ইসলামের শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করে ধন্য হোক, আমীন, ছুম্মা আমীন।

জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশে ৭ বছর মেয়াদী শাহেদ কোর্সে ৬ষ্ঠ ব্যাচে ভর্তিচ্ছুদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। আগামী ০৪ জুন ২০১১ এর মধ্যে দরখাস্ত সেক্রেটারী বোর্ড অব গভর্ণরস জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ। ৪নং বকশী বাজার বরাবর পৌঁছতে হবে। আগামী ১৪, ১৫, ১৬ এবং ১৭ জুন ২০১১ তারিখ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ্। আবেদনকারী ছাত্রদেরকে অবশ্যই ১৪ জুন ২০১১ তারিখ বিকাল ৫-০০টার পূর্বে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের অফিসে পৌঁছে রিপোর্ট করতে হবে।

আবেদনকারীর যোগ্যতা নিম্নরূপ হবে ঃ

১. এস. এস. সি/এইচ. এস. সি-তে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং গড়ে নূন্যতম "বি" গ্রেড থাকতে হবে।

২. এ বছর এইচ. এস. সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরাও আবেদন করতে পারবেন। তবে এস. এস. সি -তে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে।

৩. ভালো স্বাস্থ্য ও মেডিকেল চেকআপে উত্তীর্ণ হতে হবে।

৪. সর্বোচ্চ বয়স সীমা, এস. এস. সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৭ এবং এইচ. এস. সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৯ বছর।

৫. ওয়াকফে নও ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অগ্রাধিকার পাবে।

৬. কুরআন শুদ্ধভাবে পড়া অবশ্যই জানতে হবে, ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানে ভাল হতে হবে এবং জামাতি বই পড়ার অভ্যাস থাকতে হবে।

৭. জীবন উৎসর্গকারী হতে হবে।

৮. ভাল আহমদী তাকওয়াশীল এবং জামাতি কাজে অংশগ্রহণকারী হতে হবে।

৯. আরবী, উর্দু ও ইংরেজী ভাল জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবে।

১০. বয়আত গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিন বৎসর অতিক্রান্ত হতে হবে।

১১. ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও এপ্টিচিউড টেষ্টে ভাল ফলাফল করতে হবে।

১২. আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী অবশ্যই থাকতে হবে–অন্যথায় আবেদন পত্র গ্রহণ যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। আবেদনকারীর সঠিক ঠিকানা এবং বাড়ির অথবা জামাতের ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

(ক) নিজের নাম (খ) পিতার নাম (গ) মাতার নাম (ঘ) জন্ম তারিখ এবং বয়আতকারী হলে বয়আতের তারিখ (ঙ) শিক্ষাগত যোগ্যতা (চ) স্বহস্তে লিখিত আবেদন পত্র হতে হবে (ছ) স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্টের সুপারিশ থাকতে হবে (জ) জামাতি মজলিসি চাঁদা পরিশোধ মর্মে স্থানীয় সেক্রেটারী মাল/নাযেম মাল এর সার্টিফিকেট থাকতে হবে (ঝ) ওয়াকফে নও হলে নম্বর উল্লেখ করতে হবে (ঞ) অন্য কোন বিশেষ যোগ্যতা থাকলে উল্লেখ করতে পারেন (ট) জামাতের এমন দুইজন বিশেষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হবে যিনি আপনার সম্বন্ধে ভাল করে জানেন (ঠ) জামাতের কোন বুযুর্গ (মৃত বা জীবত) এর সাথে যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক থেকে থাকে তবে তা উল্লেখ করুন।

বি: দ্র: প্রত্যেক স্থানীয় জামাতে জুমুআর নামাযে একাধিক দিন সার্কুলারটি এলান এবং নোটিস বোর্ডে প্রদর্শনের অনুরোধ করছি। প্রয়োজনে যোগাযোগ করার মোবাইল নাম্বার ০১১৯১৩৬৩৪১৮ অথবা ০১৯২২০২৪৫৯১।

সেক্রেটারী
বোর্ড অভ গভর্ণরস
জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ
৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ বাংলাদেশ

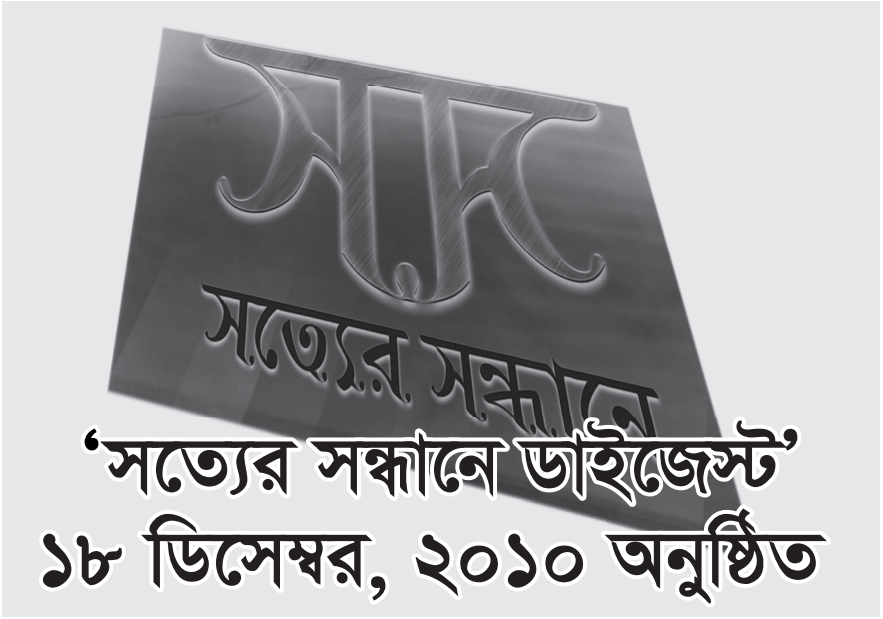

‘সত্যের সন্ধানে ডাইজেস্ট’ ১৮ ডিসেম্বর, ২০১০ অনুষ্ঠিত

সুধি পাঠক! আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন, হুযূর (আই.) এর নির্দেশক্রমে এখন হতে ‘সত্যের সন্ধানে ডাইজেস্ট’ নামে পাক্ষিক আহমদী-তে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে। এ অধ্যায়ে সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠানের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হবে, যারা অপারগতায় অনুষ্ঠানটি দেখতে পারেন না বা দেখতে পারেন নি তারা এ অধ্যায় হতে অবশ্যই উপকৃত হবেন। কিন্তু সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠানের প্রকৃত স্বাদ পেতে হলে অনুষ্ঠান দেখার বিকল্প নেই। অ-আহমদী বন্ধুদের নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগদানের মাধ্যমেই এ অনুষ্ঠান সর্বাধিক সফল হতে পারে।

-মোহাম্মদ সোলায়মান, মুবাশ্বের মুরব্বী

বিঃ দ্রঃ এই অধ্যায়ে উপস্থাপিত প্রশ্নোত্তর সরাসরি সম্প্রচারিত ‘সত্যের সন্ধানে’ অনুষ্ঠান হতে কাট ছাঁট ও সংক্ষেপ করে পাঠকের পিপাসা নিবারনের জন্য পেশ করা হয়েছে।
বিস্তারিত উত্তর শুনতে সরাসরি অনুষ্ঠানটি দেখুন বা আমাদের www.ahmadiyyabangla.org ওয়েব সাইট ভিজিট করুন।

প্রশ্ন ঃ নাশীতা খন্দকার, আমেরিকা ঃ কেন আমরা অন্য মসজিদে নামায পড়তে পারি না?

মওলানা ফিরোজ আলম ঃ আমরা অন্য মসজিদে নামায পড়তে পারি না, এটি ঠিক না। আমরা অন্য মসজিদে নামায পড়তে পারি এবং পড়ি। পৃথিবীর সব মসজিদে আল্লাহ্ তাআলাকে স্মরণ করা হয়, আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা হয়। আমরা যে কোন জায়াগায় নামায পড়ি, যে কোন মসজিদে নামায পড়ি। আমরা আসলে সে সকল লোকদের, সে সকল ইমামদের পেছনে নামায পড়ি না, যারা আল্লাহ্ তাআলা যাকে পাঠিয়েছেন তাকে গালি দেয়, কাফের আখ্যা দেয়, মিথ্যাবাদী আখ্যা দেয়, প্রতারক আখ্যা দেয়।

এমন ব্যাক্তির পেছনে কোনভাবে নামায আমরা পড়তে পারি না। এটি আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে যিনি এসেছেন প্রধানত, তিনি নিষেধ করেছেন। কুরআন শরীফে আল্লাহ তাআলা বলেন মোমেনদেরকে আল্লাহ্ তাআলা সম্বোধন করে বলেন, যে এমন অধিবেশন যেখানে, আল্লাহ্ তাআলা সম্পর্কে হাসি ঠাট্টা বা আল্লাহর্ রাসূল সম্পর্কে আজে-বাজে কথা হয় বা যারা আজে বাজে কথা বলে, তাদের মাঝে তুমি বসবে না। এমন লোকদের অধিবেশন থেকে তুমি উঠে যাবে, জোড়ালো নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর বলা হয়েছে যদি তাদের মাঝে বসো তুমিও তাদেও মত হয়ে যাবে। তো এমন মানুষ যারা আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (সা.), আল্লাহ্র খলীফা, ইমাম মাহদী (আ.) কে গালি দিচ্ছে, সে মিথ্যা বলছে, তাদের মাঝে আল্লাহ্ বলছেন বসা যায় না, ইমাম বানানোতো দূরের কথা। এ সমস্ত কারণে আমরা এমন ইমামদের পিছনে নামায পড়ি না, কিন্তু সব মসজিদে আমরা নামায পড়ি, পড়তে পারি।

প্রশ্ন ঃ হোসনা মির্যা, নিউইর্য়ক, ইউএসএঃ মেয়েরা কোন বয়স হতে হিজাব করতে হবে?

মওলানা আব্দুল আউয়াল খান ঃ ছোট বয়স থেকে নয়, প্রাপ্ত বয়স্ক হলে তারপরে হিজাব করতে হবে। সাবালিকা হলে তুমি পর্দা বা হিজাব অবলম্বন করা আরম্ভ করবে। সাধারণত প্রত্যেক জাতি এবং সমাজে অবস্থা ভেদে বিভিন্ন সময়ে পরিপক্কতার সময় পরিণত হয়। কাদিয়ানে সাধারণত, ক্লাস সেভেনের মেয়েরা, সেভেন থেকে এইটে উঠার আগে পর্দা করে নিত বা হিজাব অবলম্বন করত। আর যদি মনে করো যে, অবস্থা এবং সমাজ এবং আবহাওয়া এবং জলবায়ুর কারনে খাদ্য অভ্যাসের পরিবর্তনের কারনে, যদি এটার মধ্যে কোন তারতম্য হয়, হতে পারে কিন্তু শর্ত হচ্ছে সাবালিকা হয়ে গেলে হিজাব অবলম্বন করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ প্রাশ্চাত্য সমাজে যারা বসবাস করে তাদের হিজাবের কারণে স্কুল কলেজে বিভিন্ন সমস্যা হয়, এ ব্যাপারে জামা’তের দিক নির্দেশনা কী?

মওলানা আব্দুল আউয়াল খান ঃ হুযূর (আই.) এ ব্যাপারে খুব পরিষ্কার অবস্থান নিয়েছেন, তোমরা যদি তোমাদের নগ্নতা বা অশ্লীলতাকে সভ্যতা বলতে পারো, তাহলে আমরা আমাদের উন্নত সভ্যতা, যেটার মধ্যে শালীনতা মার্যাদাবোধ বিদ্ধমান সেটা অবশ্যই পালন করবো। অতএব নির্দ্বিধায়, নিজেদের ইসলামী পোশাক এবং আশাক এবং কৃষ্টি যেটা তোমাদের সাচ্ছন্দ্যের সাথে অবলম্বন করার সুযোগ আছে, সেটা ব্যবহার করতে পারো। কোন আইনগত সমস্যা থাকলে এটা উপস্থাপন করে, হুযূরের (আই.)-এর কাছ থেকে নির্দেশনা নিবে। এ পাশ্চাত্য সমাজে যারা আপনারা বসবাস করেন, আর সেখানে যদি কোন কারনে মানুষ মনে করে, এ হিজাব অবলম্বন হীনমন্যতা বা পাশ্চাত্যপদতার চিহ্ন, মোটেও এটা ঠিক নয়। এটা আমাদের গর্বের বিষয় যে আমরা ডিসেন্সি, শালীনতাবোধকে আমরা ধর্মের এটি অংগ হিসেবে জানি, আমার মনে আছে হযরত খলীফা মসীহ রাবে (রাহে.) একবার হিজাবকে সজ্ঞায়িত করেছেন, **“To dress up with fear up god”.** একবার বলেছিলেন, এই যে আমি শালীনতা, এটি একটা বার্তা বহন করে, **Not for you, Not available for you.**

এই যে মহিলাদেরকে মর্যাদা দান করা হয়েছে, তাদেরকে যে একটা অবস্থান দান করা হয়েছে, সমাজে তারা একটি পবিত্র অবস্থান বা মর্যাদা রাখে সেটার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এ হিজাব পরিধানের ব্যাপারে।

যদি আইন মানাটা সভ্যতার চিহ্ন হয়ে থাকে, ইসলাম ধর্মে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে যে নিয়ম কানুন পর্বতন করা হয়েছে, সেগুলি মানতে অসুবিধা কি? সেগুলো কেন সভ্যতার বিরোধী হবে। এজন্য আমি মনে করি, হুযূরের যে নির্দেশনা সে হিসাবেই এটা পালন করা আবশ্যক। তবে যদি ব্যক্তিগত পর্যায় বা আপনার নিজের দেশের বা সমাজের কোন সমস্যা থেকে থাকে সেটা হুযূরকে জানিয়ে, হুযূরের দিক নিদের্শনা মানা সবচেয়ে শ্রেয়।

প্রশ্নঃ মিরাজুল ইসলাম, মিরপুর, ঢাকাঃ এক মুষ্ঠি দাড়ি রাখা নবী (সা.)-এর সুন্নত, আপনাদের দাড়ি ছোট, সুন্নত পালন করছেন না, কেন?

মওলানা ফিরোজ আলম ঃ এক মুঠ দাড়ি রাখা সুন্নত, এটি যদি আপনি মনে করেন সুন্নত, আপনারই বাক্য এটি, আমরা হাদীসে কোথাও এটি দেখিনি। দাড়ি রাখা সুন্নত, এটি হল প্রকৃত কথা। হযরত মুহাম্মদ (সা.) দাড়ি রেখেছেন এবং উম্মতকে বলেছে দাড়ি রাখবে। তোমার গোঁফ দাড়ি থেকে যেন ছোট হয়। বলেছেন গোঁফ কাট আর দাড়িকে প্রসারিত কর এর অর্থ হল দাড়ি যেন গোঁফ থেকে লম্বা হয়। গোঁফ যেন এমন না হয়, যেন খাবার খাওয়ার সময়, খাবারের সাথে মুখে ঢুকছে। হযরত রাসূলে করীম (সা.) সেই শিক্ষা এবং নির্দেশ দিয়েছেন তার মধ্যে গভীর প্রজ্ঞা আছে। পুরো ইন্দোনেশিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত, তারা মুসলমান হওয়ার দাবি রাখে, তারা ইসলামের জন্য অনেক কিছু করেছে। তাহলে আপনি কি তাদেরকে ইসলামের গন্ডি হতে বের করে দিবেন। তাই এ ব্যাপারে পরিষ্কার বিবেক খাটিয়ে কথা বলতে হবে। একমুঠ দাড়ি নয় বরং মুখে যদি দাড়ি থাকে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আনুগত্যে দাড়ি রাখতে হবে। উম্মতের কাছে রাসূল (সা.) প্রত্যাশা করেছেন, তোমরা সুন্দর জীবন যাপন করবে, তাকে দেখে মানুষ বুঝবে এ ব্যক্তি একজন সুষ্ঠ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি। তাই জামাতের আহমদীয়ার সদস্যরা অবশ্যই দাড়ি রাখে, মোহাম্মদ (সা.)-এর সুন্নত অনুযায়ী দাড়ি রাখে এবং দাড়ি রাখা উচিৎ। কোন আহমদী যদি দাড়ি না রাখে, সে সুন্নতের এ অংশের উপড় আমল করছে না।

প্রশ্ন ঃ মিরাজুল ইসলাম, মিরপুর – শ্রীকৃষ্ণকে আপনার নবী বলেন, আপনি রামচন্দ্রকেও নবী বলছেন এর সত্যতা কি?

মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান, রংপুর – আপনারা বলেন কুলদেবতারা এসে গেছেন, কিন্তু এক হিন্দু ভাই বলছেন তারা এখনও আসে নাই, প্রমান কি?

মওলানা আব্দুল আউয়াল খান : কুরআন শরীফ একটি সার্বজনীন শিক্ষা দেয়, সমস্ত মানব জাতিকে এ কথা বলা হয়েছে, "There is no monopoly of truth" আমরা ইসলাম ধর্মকে শেষ সম্পূর্ণ ধর্ম বলছি ঠিকই, কিন্তু এটার সূচনা হয়েছিল হযরত আদম (আ.)-এর মাধ্যমে ধাপে ধাপে। কুরআন শরীফে স্পষ্ট ঘোষণা আছে, প্রত্যেক জাতির জন্য পথ নির্দেশক এসেছে। এমন কোন জাতি নাই যার মাঝে সর্তককারী আসে নাই। অতএব কুরআন শরীফ বলছে আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত জাতিতে বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নবী রাসূল অবতার প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্‌র দাবী হলো, "ইন্না আলইনা লাল হুদা" নিশ্চয়ই হেদায়াত প্রদান করা আমার দায়িত্ব। এ দুটো কথা সামনে রেখে চিন্তা করে দেখুন, ভারতবর্ষের যে বিশাল জনগোষ্ঠি বাস করে এই বিশাল জাতির কাছে আল্লাহ্ তাআলার বাণী নিয়ে কারা এসেছিলেন। যে ব্যক্তিকে কোন জাতির কোটি কোটি মানুষ অসাধারণ ভালবাসায় স্মরণ করে। এ অসাধারণ শ্রদ্ধাবোধ, মর্যাদা এবং ভালবাসার উপর শত শত বছর অতিবাহিত হয়, কোন কমতি হয় না বুঝতে হবে সেখানে আল্লাহ্ তাআলার বান্দা রয়েছেন অর্থাৎ গোড়া সত্য। তা না হলে পথ পদর্শক খোদা মানব জাতির এত বিশাল অংশকে অন্ধকারের মধ্যে ছেড়ে রাখতে পারেন না। এখন ভারতের দিকে তাকান, ভারতের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করুন সেখানে কোন সে মহান ব্যক্তি যাকে ভারতের কোটি কোটি মানুষ শত শত বছর ধরে সাধারন মানুষের প্রতি ভালবাসার চেয়ে অনেক বেশি ভালবাসা নিবেদন করে থাকে। আমরা দেখতে পাই হযরত কৃষ্ণজি মহারাজ (আ.) এবং হযরত রামচন্দ্র (আ.)-এর প্রতি এই ভালবাসা নিবেদিত। এটি শান্তির বার্তা বা পয়গামে সুলেহ পুস্তকের মধ্যে আপনি পাবেন। আপনি যদি পড়ে দেখেন আপনার কাছে পরিষ্কার প্রতিভাত হবে, যে হযরত শ্রী কৃষ্ণ এবং হযরত রামচন্দ্র (আ.) এরা দুইজনই আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে অবতার প্রেরিত মহা পুরুষ বা নবী রাসূল ছিলেন।

ভারত শাস্ত্রের পন্ডিত ব্যাক্তিরাই বলেছেন কুল যুগের চিহ্ন হচ্ছে কলোহ-বিবাদ, হানাহানি, মারামারি, ব্যাভিচার, দুষ্টকর্মের রাজত। এখন যদি কোন সনাতন ধর্মের ভাইদের আমরা প্রশ্ন করি, যেভাবে আমরা মুসলমান ভাইদের প্রশ্ন করি? বলুন যুগের চিহ্ন পূর্ণ হয়েছে কি হয়নি? যদি হয়ে থাকে তবে কলহ নাশক কুলকি কোথায়? এটার জন্য আমরা বলছি এক ব্যক্তি যে আল্লাহ্ তাআলা তাকে পাঠিয়ে তাকে মুসলমানদের জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ এবং প্রতিশ্রুত মাহদী করে পাঠিয়েছেন, খ্রিষ্টানদের তিক্তবাদ ধ্বংস করার জন্য তার উপাদি মসীহ রেখেছেন আর হিন্দুবর্তের সমস্ত মানুষকে একত্র করার জন্য তার উপাদি দিয়েছেন কৃষ্ণ। মহাভারতের মধ্যে কাব্য গীতার মধ্যে যে বর্ননা পাওয়া যায় তাতে অর্জুন এবং কৃষ্ণের মধ্যে যে আলাপ চারিতা সেখানে কৃষ্ণ দাবী করেছেন, যখনি জগতে অধর্ম দেখা দেয় অশান্তি বিরাজ করে অধর্মের উত্থান হয় এবং ধর্মের পতন ঘটতে দেখা যায় তখনি আমি সাধুদেরকে সংরক্ষণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আবির্ভূত হবো, কৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন। অতএব এ ভবিষ্যদ্বাণী আপনাদের শাস্ত্রে রয়েছে এবং সেটার সাথে এ চিহ্ন মিলিয়ে দেখবেন, দেখবেন পঞ্চ নদীর তীরে যে কলকি অবতারের আসার কথা ছিল তিনি এসে গেছেন। আপনাদেরকে আহবান ব্যাপারটা যাচাই করুন, আপনাদের শাস্ত্র অনুযায়ী বুঝার চেষ্টা করুন।

মওলানা ফিরোজ আলম ঃ কলি যুগের যে সংজ্ঞাটা দেওয়া আছে সেটাও প্রনিধান যোগ্য "কলি শান অবতি" কলি হচ্ছে ঘুমন্ত যুগের নাম, চেতনা হীন এক যুগ যেখানে নৈতিকতা আর আধ্যাত্মিকতার বালাই থাকে না। এখন বলুন আমাদের এই পুরো বিশ্বের অবস্থাটা কি? মুখে সব কিছু বর্ণনা হচ্ছে কিন্তু আমলের দিকে নাই। ভারতীয় শাস্ত্র যদি আমি মানি, এবং সেই শাস্ত্রের মধ্যে যদি চিহ্ন বর্ণিত থাকে সেটা মানতে অসুবিধা কোথায়।

সংবাদ

রংপুর জামা'তে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত রংপুরে গত ১৬/০২/১১ তারিখে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আব্দুল রশিদ-এর সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে আরম্ভ করা হয়। এতে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন, সর্বজনাব আহমদ তাহমিদুজ্জামান, আসাদুজ্জামান, মসীহাজ্জামান, আব্দুল গনি ও স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. জাকির হোসেন প্রমুখ। পরিশেষে সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ আব্দুল রশিদ

তেরগাতী জামা'তে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৬/০২/১১ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তেরগাতীর উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সৈয়দ আনোয়ার আলী সাহেব-এর সভাপতিত্বে শুরু হয়। উক্ত জলসায় হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন জনাব আবু বকর সিদ্দীক, জনাব মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম, জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম ও মৌ. বশির আহমদ। সভাপতির ভাষণের পর দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে জলসার কাজ সমাপ্ত করা হয়। উক্ত জলসায় আনসার, খোদ্দাম ও লাজনাসহ মোট ৫৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

নূরনগর/ঈশ্বরদীতে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৮ ফেব্রুয়ারী রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নূরনগর-ঈশ্বরদী জামা'তের প্রেসিডেন্ট-এর সভাপতিত্বে মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন-এর কুরআন তেলাওয়াত ও মোহাম্মদ মোক্তার হোসেন এর নযম পাঠের মাধ্যমে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসার আলোচনা শুরু হয়। এতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তৃতা করেন পর্যায়ক্রমে সর্বজনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ ডাঃ জিল্লুর রহমান, ফজলুল হক, সহীদুজ্জামান, সর্বশেষে সভাপতি সাহেবের নসিহতমূলক বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম শেষ করা হয়। এতে মোট ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান

ফাজিলপুরে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালিত

গত ২০ ফেব্রুয়ারী রবিবার বাদ যোহর আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ফাজিলপুরের উদ্দ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব খলিলুল্লাহ, নযম পাঠ করেন ইমতেয়াজ মাহমুদ অনিন্দ। এতে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তৃতা করেন স্থানীয় কায়েদ জনাব নূর এলাহী, জনাব জসিম এবং স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। উক্ত অনুষ্ঠানে সর্বমোট ২৫জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে ১জন জেরে তবলীগ মেহমানও উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে সভাপতি সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। **-বশির উদ্দিন মাহমুদ**

তেরগাতী জামাতে মুসলেহ মাওউদ দিবস পালিত

গত ২৫/০২/১১ শুক্রবার বাদ জুমুআ স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। উক্ত দিবসে বক্তৃতা করেন সর্বজনাব আবু বকর সিদ্দীক, নুরুল ইসলাম, স্থানীয় জামা'তের মোয়াল্লেম মৌ. বশির আহমদ, জেলা নাযেম মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম। সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ করা হয়। উক্ত সভায় মোট ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম

নূরনগর/ঈশ্বরদীতে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালিত

গত ২৫ ফেব্রুয়ারী রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামাত নূরনগর/ঈশ্বরদীর প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে মোহাম্মদ রাজিব হাসানের কুরআন তেলাওয়াত ও মোহাম্মদ মোক্তার হোসেনের নযম পাঠের মাধ্যমে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস-এর কার্যক্রম শুরু হয়। এতে মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন পর্যায়ক্রমে সর্বজনাব মোহাম্মদ ফজলুল হক, মোহাম্মদ ডাঃ জিল্লুর রহমান (ঝান্টু), মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম খাঁন, মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন মোল্লা সর্বশেষে সভাপতি সাহেবের নসিহতমূলক বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম শেষ করা হয়। এতে সর্বমোট ২৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

দূর্গারামপুরে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালিত

গত ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১১ইং রোজ রবিবার বাদ মাগরীব স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেবের সভাপতিত্বে মুসলেহ্ মাওউদ দিবসের কার্যক্রম শুরু হয়। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব বেলাল আহমদ, নযম পাঠ করেন জনাব আব্দুল হাই। দোয়ার পর বক্তৃতা পর্ব শুরু হয়। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব ডাঃ শরীয়ত উল্লাহ্, বেলাল আহমদ, আব্দুস শাকুর, আব্দুল মান্নান চৌধুরী এবং ডাঃ মোহাম্মদ তৌফিক-ই-ইলাহী। সভায় আনসার, খোদ্দাম ও আতফালসহ মোট ৩১ জন উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি ঘটে।

ডাঃ মোহাম্মদ তৌফিক-ই-ইলাহী

নাসেরাবাদ মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালিত

গত ২০ ফেব্রুয়ারী নাসেরাবাদ মজলিস আনসারুল্লাহর উদ্দ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালিত হয়। উক্ত দিবসের সভাপতিত্ব করেন জনাব শওকত আলী। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। উক্ত দিবসের পটভূমি ও তাৎপর্যের উপর বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মোহাম্মদ আব্দুস সাদেক, মজিবর রহমান, মৌ. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ভূইয়া এবং মোহাম্মদ শওকত আলী। সবশেষে দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ভূইয়া

রংপুরে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালিত

২১/০২/১১ তারিখে রোজ সোমবার মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দিবস স্থানীয় প্রেসিডেন্ট-এর সভাপতিত্বে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে শুরু হয়। এতে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবনের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয় এবং ইসলাম প্রচারে তাঁর অসাধারণ কার্যাবলীসহ অন্যান্য দিক নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন পর্যায়ক্রমে সর্বজনাব মসিহাজ্জামান, মোহাম্মদ আব্দুল গনি, এ.এইচ.এম জাবের এবং স্থানীয় মোয়াল্লেম সাহেব প্রমুখ। পরিশেষে সভাপতির বক্তব্য দিয়ে দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উপস্থিত সংখ্যা ছিল ১১ জন। **-প্রেসিডেন্ট**

মাহীগঞ্জে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালিত

গত ২০/০২/১১ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত মাহীগঞ্জ-এর উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস সফলতার সাথে উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত দিবসের সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোহাম্মদ খালেদুল ইসলাম, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট। কুরআন তেলাওয়াত করেন মোহাম্মদ বশির আহমদ, নযম পাঠ করেন নাজমুল হোসেন এরপর দোয়া পরিচালনা করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব। বিভিন্ন বিষয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা প্রদান করেন সর্বজনাব মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন, মোহাম্মদ ইসলাম মিয়া, মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন,

মোহাম্মদ শাহাদত হোসেন। আলোচনার মাঝে বাংলা নযম পাঠ করেন মোহাম্মদ রাশেদ মিলন। পরে বক্তৃতা করেন মোহাম্মদ আব্দুল খালেক, মোহাম্মদ আলাউদ্দিন মিয়া, মৌ. মোহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম। সভার সমাপনি বক্তব্য প্রদান করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব। বক্তারা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর পবিত্র জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। পরিশেষে দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে উক্ত দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। **-মোহাম্মদ আলাউদ্দিন হোসেন**

বগুড়ায় খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

২৮/০১/১১ইং ১১তম বার্ষিক ইজতেমা বগুড়া মসজিদ প্রঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইজতেমায় লিখিত পরীক্ষা, কুরআন তেলাওয়াত, নযম পাঠ, বক্তৃতা, স্লো-সাইকেল, ইন-আউট ও হাড়ী ভাঙ্গা প্রতিযোগিতা নেওয়া হয়। প্রত্যেক প্রতিযোগিতার ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীদেরকে পুরস্কৃত করা হয়। বহু সংখ্যক খোদ্দাম ও আতফাল উপস্থিত ছিলেন। বাদ জুমুআ ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

ঢাকার নাখালপাড়া হালকায় মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন

ডেস্ক রিপোর্ট : ২০/০২/১১ রবিবার বিকাল ৫টায় মসজিদ বায়তুল হাদী নাখালপাড়া হালকায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঢাকার উদ্যোগে মুসলেহ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আফজাল আহমদ খাদেম, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা। শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌ. সামসুল ইসলাম, দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব। এরপর উর্দু নযম পাঠ করেন জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন। এরপর বক্তৃতা পর্বে মৌ. মাহমুদ আহমদ সুমন–মুসলেহ্ মাওউদ দিবসের পটভূমি সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন। মাগরিবের নামাযের বিরতীর পর, বাংলা নযম পাঠ করেন–জনাব আতাহার আহমদ সোহাগ। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর দৃষ্টিতে মাতৃভাষার গুরুত্ব–এ বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা সোলায়মান সুমন। এরপর স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব কামরুল আহসান মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। সবশেষে সভাপতি সাহেব-এর ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত দিবসে প্রায় ১০৪ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

ঘাটুরায় মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন

গত ২০ ফেব্রুয়ারী রোজ রবিবার, বাদ মাগরিব স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মজিবুর রহমান লস্কর সাহেবের সভাপতিত্বে স্থানীয় মসজিদে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সর্বজনাব সজিব আহমদ। উর্দু নযম পাঠ করেন এস, এম, এরফান ও এস, এম, আরমান। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর বাল্য জীবন বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন এস, এম, সুলতান। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবনের কিছু দিক এই বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করেন উজ্জ্বল আহমদ, জেনারেল সেক্রেটারী। মুসলেহ্ মাওউদ দিবসের তাৎপর্য এই বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন মৌ. এনামুল হক রনী। আরো বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব, এস, এম হাবীবউল্লাহ্, জনাব মোহাম্মদ মুসা মিয়া, জনাব এস, এম, ইব্রাহীম। সর্বশেষে সভাপতি সাহেবের সমাপনী ভাষণ দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে। উক্ত অনুষ্ঠানে ৯৮ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মজিবুর রহমান লস্কর

চরসিন্দুরে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালন

গত ২৫.০২.১১ইং বাদ জুমুআ মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাত, চরসিন্দুর। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব, এস, এম, ইব্রাহীম মুস্তাবিন সদর, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব তাহের আহমদ, এবং নযম পাঠ করেন ২ জন নাসেরাত ফাহমিদা হোসেন এবং ফারিয়া হোসেন। এরপর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন সর্বজনাব এ,কে, আনসারী, আফজাল আহমদ ভূইয়া, এস, এম, ইব্রাহীম, ইমরান আহমদ এবং মৌ. এস, এম, মাহমুদুল হক, স্থানীয় মোয়াল্লেম। সবশেষে সভাপতির ভাষণ, দোয়া এবং মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে মুসলেহ্ মাওউদ দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ৩৭ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

এস, এম, মাহমুদুল হক

তেজগাঁও জামা'তে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালিত

গত ০৪/০৩/২০১১ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তেজগাঁও-এর উদ্যোগে স্থানীয় মসজিদে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস পালিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট মোহতরম মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব তৈয়ব রেদওয়ান রনী। নযম পাঠ করেন জনাব শাহীন আহমদ। বক্তৃতা পর্বে মুসলেহ্ মাওউদ দিবসের পটভূমি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন তেজগাঁও জামা'তের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ কায়সার আলম। মুসলেহ্ মাওউদ দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন তেজগাঁও জামা'তের সেক্রেটারী তরবিয়ত জনাব মাকসুদ আহমদ। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর তাহরীক সমূহ নিয়ে আলোচনা করেন তেজগাঁও জামা'তের সেক্রেটারী ফাইনান্স জনাব আবদুস সালাম। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবনের কিছু দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় জামাতের মোয়াল্লেম মৌ. মাহমুদ আহমদ সুমন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেন নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। শেষে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব খোদ্দাম ও আনসারদের উদ্দেশ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যে উপদেশ দিয়েছেন তা পড়ে শুনান এবং তিনি দোয়া পরিচালনা করেন। উক্ত দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। **-মোহাম্মদ কায়সার আলম**

তেজগাঁও জামাতে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা উদযাপিত

গত ১৯.০২.১১ইং রোজ শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তেজগাঁও-এর মসজিদে লাজনা ইমাইল্লাহ্ তেজগাঁও-এর উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা উদযাপন করা হয়। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মোবারেকা বেগম। এরপর দোয়া করা হয়। নযম পাঠ করেন সম্মিলিতভাবে তানিয়া, উপমা এবং অর্পিতা। এরপর হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন, হিলমী। নবীনেতা বই-এর আলোকে নবীজির জীবনের কিছু ঘটনা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন নিশাত সুলতানা চন্দন। এরপর বাংলা নযম পাঠ করেন ঐশী। এরপর দোয়ার তাৎপর্য মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনন্য মর্যাদা [হুযূর (আই.)-এর খুতবার আলোকে] সম্পর্কে আলোকপাত করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট মোহতরমা ভিকারুননেছা লুনা। তারপর হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর জীবন চরিত সম্পর্কে শারমিন ইমতিয়াজ বক্তব্য রাখেন। নযম উর্দু পাঠ করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবা। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এই অনুষ্ঠানে মোট ১৩ জন লাজনা এবং ৫ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, তেজগাঁও

পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে

পবিত্র কুরআনের ঘোষণা

বনিঈসরাইলের নবী হযরত ঈসা (আ.) আকাশে জীবিত নেই বরং তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ, বনীঈসরাইলীয় মসীহর মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করে তাঁর স্বভাবিক মৃত্যুবরণের অকাট্য দলীল প্রমাণ উপস্থাপন করে ১৮৯৯ সালে 'মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ' পুস্তকটি রচনা করেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর বিষয়টি পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট রূপে উল্লেখিত হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁর আকাশে জীবিত থাকার ভ্রান্তি অহেতুক ব্যাপকতা লাভ করেছে। বাংলাদেশের বিদগ্ধ আলেমগণও তা ক্রমান্বয়ে উপলব্ধি করছেন। এরই নমুনা স্বরূপ গত ২২ ফেব্রুয়ারী ২০১১ তারিখের 'দৈনিক কালের কণ্ঠ' থেকে 'পবিত্র কুরআনে আলো' শীর্ষক কলামটি হুবহু তুলে ধরা হলো।

কালের কণ্ঠ ১৩
২২-০২-২০১১, মঙ্গলবার

পবিত্র কোরআনের আলো

হজরত ঈসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীরা কিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী থাকবেন

৫৩. রাব্বা-না আ-মান্না- বিমা- আনযালতা ওয়াত্তাবা'নার্ রাসূলা ফাক্তুবনা- মাআ'শ্ শা-হিদীন।
৫৪. ওয়ামাকারু ওয়ামাকারাল্লাহু ওয়াল্লাহু খাইরুল মা-কিরীন।
৫৫. ইয্ ক্বা-লাল্লাহু ইয়া-ঈ'ছা- ইন্নী মুতাওয়াফ্ফীকা ওয়ারা-ফিউ'কা ইলাইয়্যা ওয়া মুত্বাহ্হিরুকা মিনাল্লাযীনা কাফারু ওয়া জা-য়ি'লুল্লাযীনাত্ তাবাউ'কা ফাওকাল্লাযীনা কাফারু ইলা- ইয়াওমিল ক্বিয়ামাতি; ছুম্মা ইলাইয়্যা মারজিউ'কুম ফাআহ্কুমু বাইনাকুম ফীমা- কুনতুম ফীহি তাখতালিফূন। [সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ৫৩-৫৫]

অনুবাদ

৫৩. (হাওয়ারিরা বলল) হে আমাদের প্রভু! তুমি যা নাজিল করেছ, আমরা এর ওপর ইমান এনেছি এবং আমরা রাসুলের অনুগতও হয়েছি। সুতরাং তুমি আমাদের সত্যের পক্ষে সাক্ষ্যদাতাদের সঙ্গে লিখে নাও।
৫৪. বনি ইসরাইলের লোকেরা আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে শঠতা করল, আল্লাহও শঠতার জবাব দিলেন; আল্লাহ তায়ালা শঠতার জবাব দানে সর্বোত্তম কৌশলী।
৫৫. যখন আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে ঈসা, আমি তোমার এ দুনিয়ার জীবন সমাপ্ত করতে যাচ্ছি এবং আমি তোমাকে আমার কাছে তুলে আনব, যারা তোমাকে মানতে অস্বীকার করছে তাদের কাছ থেকেও আমি তোমাকে পবিত্র করে নেব, আর যারা তোমাকে অনুসরণ করছে, তাদের আমি কিয়ামত পর্যন্ত এই অস্বীকারকারীদের ওপর বিজয়ী করে রাখব। অতঃপর তোমাদের সবাইকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। সেদিন ঈসা সম্পর্কিত যেসব বিষয়ে তোমরা মতবিরোধে লিপ্ত ছিলে এর সব বিষয়ই আমি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেব।

ব্যাখ্যা

এই আয়াতগুলোতে হজরত ঈসা (আ.)-এর সমর্থনে হাওয়ারিদের প্রতিশ্রুতি এবং ইহুদিদের শঠতা ও ষড়যন্ত্রের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। ৫৩ নম্বর আয়াতে হাওয়ারিদের প্রার্থনাটি আল্লাহ তায়ালা উদ্ধৃত করেছেন। তারা বিপর্যস্ত ঈসা (আ.) ও তাঁর ধর্ম অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকড়ে ধরেছিলেন। হাওয়ারিদের উত্তর পুরুষরাই পরবর্তী সময়ে হজরত ঈসা (আ.)-এর ধর্মকে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। ৫৫ নম্বর আয়াতের শেষের দিকে পুনরায় তাদের কথা উল্লেখ করেই বলা হয়েছে, 'যারা তোমাকে অনুসরণ করছে তাদের আমি কিয়ামত পর্যন্ত এই অস্বীকারকারীদের অর্থাৎ ইহুদিদের ওপর বিজয়ী করে রাখব। অতঃপর তোমাদের সবাইকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। সেদিন যেসব বিষয় সম্পর্কে তোমরা মতবিরোধে লিপ্ত ছিলে সেসব বিষয়ই আমি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেব। অর্থাৎ হজরত ঈসা (আ.) যে সত্য ধর্ম নিয়ে এসেছিলেন এবং ইহুদিদের ধর্মসংস্কারের জন্য এসেছিলেন এর প্রমাণ তারা তখন নিজেরাই বুঝতে পারবে। এভাবেই হাওয়ারিদের মোনাজাত আল্লাহ কবুল করেছিলেন।

৫৪ নম্বর আয়াতে ইহুদিদের চরম হঠকারিতা ও শঠতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে হজরত ঈসা (আ.)-এর সঙ্গে ইহুদিরা যে চরম দুর্ব্যবহার করেছে সে কথাই উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ ধরনের দুর্ব্যবহারের মাধ্যমে আসলে ইহুদিরাই তাদের নিজেদের দুর্ব্যবহারের কবলে নিপতিত করেছিল। এর কিছু দিন পরই রোমানদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ইহুদিরা জেরুজালেম থেকে সবংশে উচ্ছেদ ও বিতাড়িত হয়েছিল। ইহুদিদের ভাগ্যে এর পরও আরো বহু দুর্ভোগ ঘটেছিল এবং কিয়ামতের আগ পর্যন্তই ঘটবে।

৫৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা হজরত ঈসা (আ.)-কে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেওয়া তথা মৃত্যুদান করার কথা বলেছেন। ধর্মান্ধ ইহুদিরা কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্য ঈসা (আ.)-এর সঙ্গে যে আচরণই করুক না কেন, আল্লাহ তাঁকে সসম্মানে তাঁর কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং যারা তাঁকে মানতে অস্বীকার করেছে, তাদের কাছ থেকে তিনি তাঁকে পবিত্র করে নিয়েছেন। অর্থাৎ তারা তাদের পাপের বোঝা নিয়ে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবে, কিন্তু পবিত্র ঈসা মসিহকে তারা আর ধরাছোঁয়ার মধ্যে পাবে না। আল্লাহ তায়ালা ঈসা (আ.)-কে মহা সম্মানে ভূষিত করেছেন। তাঁর দেওয়া শিক্ষা ও আদর্শই সারা দুনিয়াতে দীর্ঘকাল ধরে প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছে। আর যারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, সেসব ইহুদি ধর্মজাযক তাঁকে শূলে চড়ানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল, তারা ঘৃণা ও ধ্বংসের অতল তলে ডুবে গেছে।

গ্রন্থনা : মাওলানা হোসেন আলী